বাসন
পিতল, কাঁসা ও তামা
সর্বপ্রকার বাসনের জন্য
শশীভূষণ প্রহ্লাদ দে

✻ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

রবিবাসরীয় আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1680

৫০ বর্ষ, ১৭৫ সংখ্যা

রবিবার, ১১ ভাদ্র, ১৩৭৮ (১৪ ভাদ্র, ১৮৯৩ শক) Sunday, September 5, 1971.

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

সততার সহিত ১০০ বৎসর পরিচালিত
অক্ষয় কুমার লাহা
১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩
ফোন: ২৩-২৭৬৫
রং

শ্রীরামপুর থানার মিলকীবাদামতলা জলে জলময়। ফটো—সেনগুপ্ত ষ্টুডিও, শ্রীরামপুর

নদীয়ায় বন্যার অবস্থা ভয়াবহ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

স্টাফ রিপোরটার

নদীয়া জেলার বন্যার অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। ভাগীরথী ও জলঙ্গীর জল ভয়াবহভাবে বেড়ে যাওয়ায় শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর সহ জেলার চৌদ্দটি থানার ১৪ লক্ষেরও বেশি লোক বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

এই বন্যায় জেলার প্রশাসন ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম।

জেলা শাসক শ্রীদীপক ঘোষ সাংবাদদাতাদের বলেন, গত ৫০ বছরের মধ্যে এই জেলায় এবারের মত ভয়াবহ বন্যা সরকারী নথীতে পাওয়া যায়নি।

জেলা শাসক শনিবার রাত্রে জানান, করিমপুর, তেহট্ট ও চাপড়া থানায় জলবন্দী চার লক্ষেরও বেশি লোক "অনশনের মুখে", কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এই এলাকাগুলিতে খাদ্য পাঠানো যাচ্ছে না।

সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে, বিশাল এলাকা জলমগ্ন হয়ে যাওয়ায় এমন জায়গা নেই যেখানে আকাশ থেকে খাদ্য ফেলা যেতে পারে।

নদীয়া জেলায় ১৪টি থানার মোট ২৪০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে ২০৮০ বর্গ কিলোমিটারই জলের তলায়। জেলার ১২০০ প্লাবিত গ্রামের ১৪ লক্ষেরও বেশি মানুষ বিপন্ন। ৮০ হাজার বাড়ি পড়ে গিয়েছে বলে সরকারী খবর।

কৃষ্ণনগরের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন: ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ও সীমান্ত সড়ক সহ জেলার বিভিন্ন সড়কগুলি জলে ডুবে যাওয়ায় সকল রুটেই বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মাথাভাঙ্গা, ইছামতী, ও চূর্ণী নদীর জল বিপদ সীমার অনেক উধের্ব রয়েছে।

জেলা শাসক জানান, করিমপুর, চাপড়া, তেহট্ট, কালীগঞ্জ, নাকাশীপাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্তমানে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। বন্যার খরস্রোতে শান্তিপুর-ঘোড়ালিয়ার কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়ক ভেসে যাওয়ায় কৃষ্ণনগরের সঙ্গে সড়ক পথে কলিকাতার যোগাযোগ ভেঙে পড়েছে। কালীগঞ্জ থানার জগতখালি বাঁধের তিনটি স্থানে ফাটল দেখা দেওয়ায় সেখান দিয়ে প্রবল বেগে জল প্রবাহিত হয়ে জলঙ্গী নদীতে পড়ছে, এর ফলে জলঙ্গী নদীতে যে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে তার ফলে কৃষ্ণনগর শহরে জল ঢুকছে। শহরের সাতটি ওয়ার্ড বর্তমানে জলমগ্ন। শহরের বহু স্থানে নৌকা চলছে।

ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর জল এ পর্যন্ত ১০·৬২ মিটারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কারণ জলস্তর মাপার মাপকাঠিটি ডুবে যাওয়ার আগে সর্বশেষ জলস্তরের মাপের এই রেকর্ড সরকারীভাবে নথীভুক্ত করা হয়। ১৯৫৬ সালে নদীয়া জেলার সর্বশেষ ভয়াবহ বন্যার যে সরকারী রেকর্ড আছে তাতে জানা যায় যে তখন জল স্তর এই দুই নদীতে উঠেছিল ১০·৫২ মিটার।

শ্রীরামপুর মহকুমার দুই-তৃতীয়াংশ বন্যার কবলে

চন্দননগর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জলবন্দী গুপ্তিপাড়া হুগলি জেলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বলাগড়, পোলবা, খানাকুল ও পুরশুড়ায় বন্যার জল বেড়ে চলেছে। দশঘড়া রোড এবং রাজহাট-পোলবা রোড জলে ডুবে যাওয়ায় চুঁচুড়া থেকে হরিপাল তারকেশ্বর প্রভৃতি রুটে বাস বন্ধ। ভদ্রেশ্বরের আরদাপল্লীতে এখনও জল জমে থাকায় ওখানকার বাসিন্দাদের স্থানীয় মেয়ে স্কুলে আশ্রয় নিতে হয়েছে। হিন্দ মোটর কারখানার শপে শপে থৈথৈ জল। এক সরকারী খবরে জানা যায়, শ্রীরামপুর মহকুমার দুই-তৃতীয়াংশ বন্যার কবলে পড়ায় ১০ হাজার মেটে বাড়ি ভেঙে পড়েছে এবং ৩৬,১০৩ একর জমিতে সাড়ে তিন কোটি টাকার ফসল হয়েছে।

তমলুকে জল কমছে

তমলুক সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বন্যার জল কমছে। মহিষদলে বন্যার জলে বাড়ি ধসে একজন মারা গেছে। দু'জন আহত। পাঁচ-ছ' শ' গরু বাছুর মরেছে। নন্দীগ্রামেও বাড়ি ধসে একজন মারা গেছে।

হুগলি ও হাওড়া জেলায় বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত। মালদহ, মেদিনীপুর ও মুরশিদাবাদ জেলায় পরিস্থিতি উন্নতির দিকে।

রাজ্যের এক পঞ্চমাংশ জলপ্লাবিত

শনিবার মহাকরণ সূত্রে পাওয়া খবরে জানা যায়, বর্তমান বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ২০ ভাগের কিছু বেশী এলাকা এখনও জলপ্লাবিত রয়েছে।

বিভিন্ন জেলায় প্লাবিত এলাকার খতিয়ান: মেদিনীপুর ১২৪০ বর্গ মাইল, মুরশিদাবাদ ১২০০ বর্গ মাইল, নদীয়া ১১২০ বর্গ মাইল, মালদহ

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

শনিবার আদি গঙ্গার বানের জলে কালীঘাট অঞ্চলের একাংশ প্লাবিত হয়। —নিজস্ব-চিত্র

মস্কোতে ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত দূত

মসকো, ৪ সেপটেম্বর—পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব এবং প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিগত দূত সুলতান মহম্মদ খান আজ এখানে এসেছেন। তিনি সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

পাকিস্তান রটাচ্ছে যে, তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কিন্তু সোভিয়েত কাগজপত্র বা সংবাদ-সংস্থা তাস সেরকম কোন কথা বলেনি।

যা সত্য তা হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের একক উদ্যোগে এবং দীর্ঘ আবেদন-নিবেদনের পর এই সফর ঘটছে। —পি টি আই

বিদেশে দূতাবাস কর্মীদের পাসপোরট পাকিস্তান... আটক করছে

লনডন, ৪ সেপটেম্বর—পৃথিবীর দেশে দেশে পাক দূতাবাস থেকে বাঙালী কর্মীরা বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করছেন। আতংকিত হয়ে পাকিস্তান সরকার একটি অভূতপূর্ব কাণ্ড করে বসে আছেন।

দু দিন আগে ইসলামাবাদ এক আদেশ জারি করে বিদেশের দূতাবাসগুলিকে জা নি য়ে দিয়েছে—দূতাবাসের কর্মী ওতাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে দূতাবাস প্রধানের কাছে সব পাসপোরট জমা দিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ কাউকে বিশ্বাস করতে না পেরে পাসপোরট আটক করা হচ্ছে। —পি টি আই

আদি কংগ্রেস অফিস ফেরৎ, অনশন ভঙ্গ

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার পুনরায় মেদিনীপুরের জেলা কংগ্রেস অফিসের (আদি) দখল পাওয়ার ঘনটাখানেক পরে কলকাতায় আদি কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা গণ-অনশন তুলে নেন। সেই সঙ্গে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের (আদি) সভানেত্রী শ্রীমতী আভা মাইতিও অনশন ভাঙেন। ওই অফিস দখলের প্রতিবাদে তিনি গত সোমবার থেকে অনশন করছিলেন। তাঁর সমর্থনে এদিন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে চৌরঙ্গী - পারকস্ট্রিটের মোড়ে গান্ধীজীর মূর্তির নিচে দেড় হাজারের বেশি আদি কংগ্রেস কর্মী চব্বিশঘণ্টার জন্য অনশন শুরু করেন। প্রদেশ কংগ্রেস (আদি) সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, সাধারণ-সম্পাদক শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত, শ্রীমতী বিভা মিত্র, শ্রীনির্মলেন্দু দে ও শ্রীবীজেশ সেন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

শ্রীমতী গান্ধীর বিদেশ সফরসূচী

নয়াদিল্লি, ৪ সেপটেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ২৯ অকটোবর থেকে ৩ নবেম্বর ব্রিটেন সফর করবেন। এবং ৩ নবেম্বর থেকে চারদিন তিনি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকবেন বলে আজ রাত্রে ঘোষণা করা হয়েছে।

এরপর তিনি সম্ভবত ইউরোপের কয়েকটি দেশের রাজধানীতে যাবেন। তবে এই কর্মসূচী এখন চূড়ান্তভাবে ঠিক করা হয় নি।

লনডনে শ্রীমতী গান্ধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীএডওয়ারড হীথের সঙ্গে আলোচনা করবেন। অকসফোরড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মান জানাবেন।

ওয়াশিংটনে তিনি প্রেসিডেনট নিকসনের সঙ্গে আলোচনা করবেন। নিউইয়রকও পরিদর্শন করবেন। —পি টি আই

পশ্চিমবঙ্গ থেকে মূলধন সরানো নিষিদ্ধ করার আইন নেই

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের বর্তমান মন্দা অবস্থাতে কলকাতার ৭১টি শিল্পসংস্থা উত্তরপ্রদেশে শিল্প স্থাপনে এবং প্রায় তেইশ কোটি টাকা বিনিয়োগে উদ্যোগী হয়েছেন এ সংবাদ এ রাজ্যের পক্ষে শুধু নৈরাশ্যজনক নয়, এর প্রতিক্রিয়াও গুরুতর হতে বাধ্য। এ মন্তব্য একজন বিশিষ্ট সমাজসেবীর। কিন্তু কি সরকারী মহল, কি শিল্পব্যবসা মহল কোথাওই খবরটি তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, মূলধনের অপসারণ নিষিদ্ধ করার এবং এক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার মত আইন এখনও সরকারের হাতে নেই যদিও থাকা উচিত ছিল। আর একটি শিল্প-বাণিজ্য সভার পরিচালকমণ্ডলীর একজন বলেন, হ্যাঁ, খবরটা দেখেছি। এই সংস্থাগুলি কারা ঠিক জানি না। খোঁজখবর নিয়ে দেখব।

ওই খবর অনুসারে এখানকার ওই ৭১টি সংস্থা উত্তরপ্রদেশের কানপুর, লখনৌ, এলাহাবাদ, গাজিয়াবাদ এবং বারাণসীতে ছোট বড় মাঝারি শিল্পস্থাপনে উৎসাহী এবং প্রয়োজনীয় জমির জন্য দরখাস্ত করেছেন। এরমধ্যে ৪৬টি শিল্পসংস্থাকে ইতিমধ্যে জমি দেওয়া হয়েছে: এঁরা ৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা নিয়োগ করে ঔষধপত্র, গাড়ির অংশাদি, টায়ার-টিউব, এবং বিভিন্ন ইনজিনিয়ারিং দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে চান। আরও ২৫টি সংস্থা ১৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে চান।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ওই সরকারী মুখপাত্র বলেন, তাঁদের কাছে অবশ্য এখবর আছে যে, পশ্চিমবঙ্গেরই কয়েকটি পুরানো শিল্পসংস্থা পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে একটি বা একাধিক নতুন ইউনিট খুলে উৎপাদন শুরু করে দিয়েছেন।

অন্যরাজ্যে কারখানা খোলার মূলে প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন: (১) এখানকার অনিশ্চিত পরিস্থিতি; (২) কয়েকটি রাজ্য কর্তৃক সেখানে শিল্পস্থাপনের জন্য নানারকম সুযোগদান। এদিক দিকে মহীশূর এবং হরিয়ানা সবচেয়ে উৎসাহী।

ভারত-আরব প্রজাতন্ত্র বাণিজ্য চুক্তি ব্যর্থ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ সেপটেম্বর—সম্প্রতি কায়রোতে ভারত ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে নতুন করে বাৎসরিক বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় বৈদেশিক বাণিজ্য দফতর ঐ প্রতিনিধিদের রিপোরটের অপেক্ষায় আছে।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীমহম্মদ ইউনুস গত বৃহস্পতিবার সকালে লনডনের পথে কায়রো ত্যাগ করেন। আরব প্রতিনিধি দল তাঁকে জানায় যে, তাদের মন্ত্রী শ্রীইউনুসের ড্রাফট পছন্দ করেন নি।

বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী কায়রো যাচ্ছেন

নয়াদিল্লি, ৪ সেপটেম্বর—বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীএল এন মিশ্র সম্ভবত আগামী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কায়রো যাবেন। ভারত ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে নতুন বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে তিনি কায়রোতে কথাবার্তা বলবেন। পূর্বতন ব্যবস্থার মেয়াদ গত ৩০ জুন শেষ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের ব্যাপারে নেপাল ভারতকে সমর্থন জানাবে

কাঠমানডু, ৪ সেপটেম্বর—বহির্বিষয়ক মন্ত্রী স্বর্ণ সিং এবং তাঁর সঙ্গী অফিসাররা বাংলাদেশ, রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারতের নীতি পরিষ্কার করে নেপালের নেতাদের কাছে বুঝিয়ে বলতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

গতকাল রাজা মহেন্দ্র ও প্রধানমন্ত্রী বিসতার সঙ্গে শ্রীস্বর্ণ সিংয়ের রুদ্ধদ্বারকক্ষে বৈঠকের পর আজ বিকালে সরকারী পর্যায়ের আলোচনা থেকেই এর প্রমাণ মেলে।

শ্রীস্বর্ণ সিংয়ের এই দুই দিনের আলোচনায় বহু বিষয় উঠেছে। কিন্তু আগামীকাল সফর শেষে কোন যুক্ত ইসতাহার প্রচার করতে দুই পক্ষ চান কিনা, তা জানা যায়নি।

জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের নীতি ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে। এবং নেপাল নাকি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জে আন্তর্জাতিক সংসদীয় ইউনিয়ন প্রভৃতি সংস্থায় ভারতকে তারা সমর্থন করবে।

আলোচনাকালে ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছে তরাই অঞ্চলে তুলা চাষ প্রকল্প ও অপরাপর পরিকল্পনায় সহযোগিতার নামে চীনাদের উপস্থিতির খবরে ভারতের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তির মত কোন একটি চুক্তিতে কোনরকমে নেপালকে যুক্ত করার জন্যই এই সফর—নেপালের এই আশংকা দূর করার চেষ্টা করেন শ্রী সিং। সম্প্রতি স্বাক্ষরিত বাণিজ্য ও যাতায়াতের চুক্তির পরবর্তী কী

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

আজও বৃষ্টি, গঙ্গায় বান

আজ রবিবার কলকাতায় কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত পূর্ববর্তী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ও শহরতলির সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩২.১ ডিঃ সেঃ (৮৯.৭ ডিঃ ফাঃ) এবং ২৬.৩ ডিঃ সেঃ (৭৯.৩ ডিঃ ফাঃ)। বাতাসের আর্দ্রতার হার ছিল উপরে ৯৭ শতাংশ এবং নিচে ৫৯ শতাংশ। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৯.৫ মিলিমিটার।

শনিবার সকালে কলকাতার গঙ্গায় উঁচু বান আসে। বানের জলে ময়দান এলাকার অনেক অঞ্চলে গঙ্গার জল ঢুকে পড়ে। শনিবার সন্ধ্যার দিকে কয়পশলা প্রবল বর্ষণ হয়। আজ রবিবারও সকাল ৯-৪৫ মিনিটে বান আসবে। উচ্চতা ২২ ফুটের মত হতে পারে।

হাওড়া ব্রিজের মুখে বাস চাপা পড়ে মৃত্যু

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার বেলা দশটা নাগাদ কলকাতার দিকে হাওড়া পুলের মুখে বাস চাপা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আহত হন পাঁচজন।

বাংলাদেশ সরকার বিদ্রোহী কবির ভাতা মিটিয়ে দিলেন

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের প্রধান শ্রীহোসেন আলি শনিবার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে কবির ভাতা হিসেবে ২১০০ টাকার একখানি চেক প্রদান করেন।

গত মারচ মাস থেকে পাক সরকার কবির মাসিক সাড়ে টাকার ভাতা বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশ সরকার মাসিক ৩৫০ টাকা হিসেবে মারচ মাস থেকে বকেয়া সমেত পুরা টাকাটি এদিন কবির বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে প্রদান করেন।

ইএ প্রসঙ্গে শ্রীহোসেন আলি এক বিবৃতিতে বলেন, "যে কবি ব্রিটিশ আমলে 'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারণ করে প্রথম মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করেছিলেন, দেশ-বিভাগের পর তাঁর প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শিত হল, পাকিস্তানী শাসকবর্গের আচরণে। কাজী নজরুলের কবিতার যে অগ্নি-মহিমা দেশ বিভাগের পূর্বে বাঙ্গালী সহৃদয়কে উদ্দীপিত করেছিল পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মানুষ যাতে সে পবিত্র আগুনের সংস্পর্শে উজ্জীবিত হতে না পারে পাকিস্তানের শাসকবর্গ সে ব্যাপারে সদা সতর্ক প্রহরীর মত সজাগ ও শংকিতের

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

শনিবার কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান শ্রীহোসেন আলি নজরুলকে ২১০০ টাকার একটি চেক দিচ্ছেন। —নিজস্ব-চিত্র

বিস্ফোরক দ্রব্যের চোরাই চালান নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় তদন্ত শুরু

স্টাফ রিপোরটার

এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী বাইরের কোন কোন রাজ্য থেকে চোরাপথে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আমদানি করে তা সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে মোটা মুনাফা লুটছে। কীভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় রাজ্যের পুলিশ কর্তৃপক্ষ তার উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করছেন। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর নিযুক্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও বিস্ফোরক দ্রব্যের চোরাই চালান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবার কলকাতায় আসার পর এই ব্যাপারে তথ্যতল্লাস করেন এবং কলকাতা পুলিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ সম্পর্কে এক বিস্তারিত রিপোরট পেশ করেন।

কেন্দ্রীয় ওই বিশেষজ্ঞ দলটি গত সপ্তাহে আসানসোল-রাণীগঞ্জের কয়েকটি দেশলাই কারখানা, রেলগুদাম কয়েকটি দেশলাই কারখানা, রেলগুদাম প্রভৃতি পরিদর্শন করে দিল্লি ফিরে গিয়েছেন। পূর্ব ভারত বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার ও আসাম রাজ্যের কোন্ কোন্ এলাকায় খনি, পাথরভাঙ্গার কাজে, দেশলাই প্রস্তুত প্রভৃতি কাজে বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি, ব্যবহার ও কিভাবে গুদামজাত করে রাখা হয় সেগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা এবং এগুলি যাতে চোরাপথে চালান না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল নিযুক্ত করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

গত ১ সেপটেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এক

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট
বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পুষ্টি যোগায়, স্বাদেও মন ভোলায়

গ্ল্যাক্সোর স্বাস্থ্যকর আর পুষ্টিদায়ী উপাদানের সঙ্গে উৎকৃষ্ট গম, চিনি, মাখন আর দুধ মিশিয়ে আমরা তৈরী করেছি বাচ্চাদের উপযোগী এই বিস্কুট।

শুধু তৈরী নয়, বাচ্চাদের হাতে দিয়ে দেখেছি তাদের খুশী যেন আর ধরে না! আসলে বাচ্চা থেকে বড়ো সব বয়সের ছেলেমেয়েই এই বিস্কুট দারুণ ভালোবাসে। ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সোর আজকাল তাই ঘরে ঘরে সমাদর। খেতেও ভালো আর বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিও যোগায়!

ভারতের সেরা বিস্কুট ব্রিটানিয়া

® দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোং লিঃ এই ট্রেডমার্কের রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী

BBC 2387

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল : অতিরিক্ত।
আসাম, মণিপুর নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা ● উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি " " ২ পয়সা

Tele : ANANDRABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৩.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে সাধারণ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯০.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫১.০০ টাকা	১০০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ টাকা	××××
ভারতের বাহিরে সাধারণ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞাপন নং কেইউ—১১/৭১

নিম্নোক্ত বেতনক্রমে ও প্রদেয় ভাতায় নিম্নলিখিত অস্থায়ী পদের জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে—

(১) জুনিয়র অ্যাগ্রোনমিস্ট
(একটি পদ)
বেতনক্রম : ৪০০—৪০—৮০০—৫০—৯৫০, টাকা
যোগ্যতা আবশ্যিক : (১) অ্যাগ্রোনমিতে উত্তম মাস্টারস ডিগ্রি অথবা সমতুল স্বীকৃত যোগ্যতা (যথা অ্যাসোঃ আই এ আর আই)। (২) প্রকাশিত গবেষণাপত্রের দ্বারা অ্যাগ্রনমিতে অন্তত ৩ বৎসরের গবেষণার অভিজ্ঞতা।
বাঞ্ছনীয় : (১) অ্যাগ্রনমিতে ডক্টরেট ডিগ্রি। (২) অ্যাগ্রনমিতে তথ্যানুসন্ধানের আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান। (৩) আল. চাষ সম্পর্কে গবেষণা বা ফার্ম ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা। (৪) ইংরেজি ব্যতীত আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাষায় জ্ঞান।
বয়স : ৪০ বৎসরের কম বাঞ্ছনীয়।

(২) সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট
(চারটি পদ)
বেতনক্রম : ৩০০—২৫—৫০০—৩০—৬২০, টাকা।
(অ্যাগ্রনমির জন্য তিনটি এবং প্ল্যান্ট প্যাথলজির জন্য একটি পদ)
যোগ্যতা : আবশ্যিক : অ্যাগ্রনমি/প্ল্যান্ট প্যাথলজিতে উত্তম মাস্টারস ডিগ্রি অথবা স্বীকৃত সমতুল ...

কর্মখালি

যোগ্য ও অভিজ্ঞ চার্টার্ড অথবা কস্ট ও ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টেন্ট, কোম্পানীর ডেপুটি সিনিয়র স্টাফ গ্রেডে, মাসিক সর্বসাকুল্যে টাঃ ৬৪৯·৫০ ও টাঃ ১২৭৫·০০ মধ্যের বেতনে অবিলম্বে আবশ্যক। বয়স ত্রিশ বৎসরের কাছাকাছি।

বিনামূল্যে বাসস্থান, জ্বালানীর জন্য কয়লা, জল, বিজলী বাতি, কোম্পানীর চিকিৎসা সংস্থা কর্তৃক চিকিৎসা ও কোং-এর নিয়মানুযায়ী পেনসনের ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

বিস্তারিত বিবরণ সহ দশ দিনের মধ্যে জেনারেল ম্যানেজার, বেঙ্গল কোল কোং লিঃ, ডিসেরগড় পোঃ, বর্ধমান জেলা সমীপে দরখাস্ত করুন। (৮৯৭৫)

ছোট সংসারে রান্না ও ঘরের কাজের জন্য নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা প্রয়োজন। জ্যোতিঃ ভট্টাচার্য, পি-৫৫বি, সি আই টি রোড, কলিকাতা-১০। (৮৯৭৪এ)

চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটির স্যানিটারী এবং ফুড ইনসপেক্টরের পদের জন্য নিম্নলিখিত বেতনক্রমে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং উক্ত কার্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ২০।৯।৭১ তারিখের মধ্যে ২৮ বৎসরের অনূর্ধ্ব বয়স ও যোগ্যতার বিবরণ, ঠিকানা এবং প্রশংসাপত্রাদির নকল ইত্যাদি সহ দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। মাসিক বেতনক্রম গ্রেড ১—১১৫-৫-১৫০-৭·৫০-২৪০-১০-২৫০, তদুপরি প্রচলিত মহার্ঘ ভাতা ও অন্যান্য ভাতাসমূহ।

মনোনীত প্রার্থীকে অবিলম্বে কার্যে যোগদান করিতে হইবে।

একজিকিউটিভ অফিসার
চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটী
পোঃ চাকদহ

কর্মপ্রার্থী

এম এ, বি এড, অভিজ্ঞ শিক্ষক। ডিগ্রি কোর্স পর্যন্ত ছাত্র পড়াইব। শ্রীপাণ্ডা, রামকৃষ্ণ মিশন, গোল পার্ক, কলি-২৯। (সি ৯১০)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

...

সঙ্গীতজ্ঞা পাত্রীর (২২) উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮৪৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৪৮৯)

... মিঃ। সুপ্রতিষ্ঠিত অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৮৮৬৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৭)

প্রকাশের অপেক্ষায়

আনন্দমেলা

পূজাবার্ষিকী

দাম দু' টাকা

পূঃ বঃ কায়স্থ সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীর সুদর্শন (২৭) বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত, কলিকাতায় কর্মরত ১৫০০, ইঞ্জিনীয়ার পাত্র। উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, সুন্দরী, (২৪) স্বাস্থ্যবতী, আইন পরীক্ষার্থিনী সুগায়িকা কন্যা ও ভাগিনেয় মিত্র, ম্যাঃ ...

বৈশ্য সাহা পাত্র চাই

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার (কুমিল্লা) অধিবাসী, বর্তমানে কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যবসায়ীর গৌরবর্ণা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী (২০) বি এ পাঠরতা কন্যার শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের উপযুক্ত ...

পাত্র চাই

...

পাত্র চাই

বৈদ্য পাত্রী (২০) এম এস-সি দীর্ঘাঙ্গী (৫'—৪") ১·৬৩ মিঃ ঈষৎ শ্যাম, সুন্দর বুদ্ধিমতী ন্যাশনাল স্কলারসিপ প্রাপ্তা সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৮৯১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৬)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

পাত্রীরা (২৪) (২৬) দুই বোন, এম্-এস্-সি, কলেজে অধ্যাপনারত, সুন্দরী, গৃহকর্মনিপুণা, রাঢ়ী, শাণ্ডিল্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ক্লাস ওয়ান অফিসার, আদি নিবাস পূর্ববঙ্গ (শ্রীহট্ট)। রাশিচক্রসহ বিস্তারিত লিখুন—বক্স নং ৮৯১৭ আনন্দবাজার, কলি-১।

পাত্রী (২৭) ব্রাহ্মণ রাঢ়ী শ্রেণী। মেদিনীপুর সঃ অফিসে ক্লার্ক (৩১৬৲)। নিকটবর্তী এলাকার অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৮৯৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১।

পাত্রী বি-এ, উঃ কায়স্থ, সুন্দরী (২৩), বাৎস্য গোত্র। উপার্জনশীল পাত্র চাই। ২৮/৩২ হইলে ভাল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বাঞ্ছনীয়, দঃ কায়স্থও চলিবে। পঃ বঙ্গ। বক্স নং ৭৬৮২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৪)

তিলী পাত্র চাই

পাত্রী উচ্চপদস্থ গভর্নমেন্ট অফিসারের কন্যা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, বি-এ (২২), উচ্চতা (৫'-৪") ১·৬৩ মিঃ। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সি-এ অথবা উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮৯৭০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

বি-এ, বি-টি ২৭ শিক্ষিকা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী। উপযুক্ত বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৮৮৮৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৯)

পঃ বঃ মুখোপাধ্যায় (২২) বি-এ সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর জন্য কলিকাতা/নিকটস্থ বাড়ী সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৮৮৮২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৮)

উদয়পুরের বসু রায় চৌধুরী সুশ্রী ফর্সা গৃহকর্মনিপুণা বি-এ (ইকন) পার্ট-টু পরীক্ষার্থিনীর (২৪), ৫'—১" (১·৫৫ মিঃ) সুপাত্র চাই। রাশিচক্রসহ লিখুন। বক্স নং ৮৯১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮১)

ঢাকার ব্রাহ্মণ, সুশ্রী, ম্যাট্রিক-ফেল, গৃহকর্মনিপুণা, সাবর্ণ গোত্রের পাত্রীর (২৮/২৯) উপযুক্ত পাত্র (৩৫/৩৬) চাই। বক্স নং ৮৯১৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৮)

পাত্রী চাই

পাত্র (২৮) পূর্ববঙ্গীয় কর্মকার বি-এ বৃটিশ মার্কেনটাইল ফার্ম (কলিঃ) চাকুরী (৫২৫৲) নিজস্ব বাড়ী পিতা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অগ্রহায়ণেই বিবাহ শিক্ষিত পরিবারের সুশ্রী ফর্সা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। অসবর্ণও চলিবে। বক্স নং ৮৬৬৭ আনন্দবাজার, কলি—১। (সি ৭২৬)

Kayastha (34) small family only son Management Graduate Law finalist Bank Clerk 600/- seeks goodlooking bride Mistress/ Bank employee from cultured family Box No 8569 Ananda Bazar, Cal.-1. (C 692)

ঢাকার (বিক্রমপুর) কায়স্থ মৌদ্গল্য, স্বাস্থ্যবান (৩০), বি-এসসি, কলকাতায় বাড়ি-গাড়ি, ব্যবসা ও ফ্যাক্টরী। লন্ডনে বর্তমানে ইঞ্জিনীয়ারিং অধ্যয়নরত, যৌথ পরিবার। স্নাতক (বিজ্ঞানে অগ্রগণ্য). স্লিম, ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী সুরুচিসম্পন্না, বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থ গমনেচ্ছু সম্ভ্রান্তীয়া পূঃ বঃ ২২/২৩ (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ পাত্রী চাই। পাত্রীই বিবেচ্য। বক্স নং ৮৯২৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৩)

"বৈদ্য পাত্রী চাই"

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, লন্ডনে কর্মরত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্যবান, ফর্সা পূর্ববঙ্গের বৈদ্য পাত্রের জন্য স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, ফর্সা এবং উচ্চশিক্ষিতা ২৫ বৎসরের অনূর্ধ্ব পূর্ববঙ্গের বৈদ্য পাত্রী চাই। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র করগুপ্ত, ঘোড়াপুকুরপার, পোঃ চন্দননগর, জেলা হুগলী। (সি/এম ৮৯৬৩)

বৈদ্য পাত্রী চাই—পাত্র Cost Accountant বয়স ৩২, সরকারী কর্মে নিযুক্ত, বেতন ৭০০৲, দীর্ঘদেহী সুপুরুষ। মৌদ্গল্য গোত্র ভিন্ন সুন্দরী শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রী বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৮৯৬৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের (২৮) জন্য প্রকৃত সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট ১·৬০ মিঃ অভরম্বাজ পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৯২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৪)

শ্রীহট্টের অভিজাত কায়স্থ পারিবারিক দায়িত্বমুক্ত ক্যাপ্টেন আর্মি ইঞ্জিনিয়ার-এর (২৫) জন্য একমাত্র বিবেচ্য সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৪)

পূঃ বঃ মিত্র (৩১) বি-কম (৫'—৬½") ১·৬৯ মিঃ প্রথম শ্রেণী মার্চেন্ট অফিসে ৬০০৲ উপর। স্বাস্থ্যবান পাত্রের ফর্সা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬৬৯ আনন্দবাজার, কলি—১। (সি ৭২৫)

পাত্র পূঃ বঃ (২৮) বন্দ্যোপাধ্যায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার পদস্থ কর্মরত একমাত্র পুত্র সুদর্শন দক্ষিণ কলিকাতায় নিজস্ব গৃহ: শিক্ষিতা সুশ্রী পাত্রী বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৮৬৭০ আনন্দবাজার, কলিকাতা ১। (সি ৭২৭)

মুখার্জী ভরদ্বাজ (৩০) সুদর্শন হিন্দুস্থান এরোনটিকের সুপারভাইজার, বেতন ৬০০৲, কলিকাতার শহরতলীতে বাড়ী। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী দীর্ঘাঙ্গী গৌরাঙ্গী ও ম্যাট্রিক পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬৭১ আনন্দবাজার, কলিকাতা—১। (সি ৭২৮)

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ নাহা নোয়াখালী বি-এসসি, বি ই (মেক) (৫'-৮") ১·৭৩ মিঃ শিল্পে স্থায়ী অফিসার। সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী ফর্সা শিক্ষিতা পাত্রী (উভয় বঙ্গের) চাই। অগ্রহায়ণে বিবাহ বক্স নং ৮৬৭২ আনন্দবাজার, কলি—১। (সি ৭৩০)

পাত্রী চাই

"পাত্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বাৎস্য (৩২) বি-এ (অনার্স) এম-এ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চাকুরে। পূঃ বঃ সুন্দরী শিক্ষিতা কলিকাতায় চাকুরে পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬০৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৫)

পঃ বঃ কুলীন বঙ্গজ বসু, টাকী সমাজ, স্বাস্থ্যবান সুন্দর সুশ্রী (২৭ বঃ) বি-কম সঃ চাকুরে (৩২৫৲) একমাত্র পুত্র ছোট সংসার কলিকাতার অদূরে নিজ বাড়ী দাবিহীন পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬০৮ আনন্দবাজার, কলি- ১। (সি ৫৫০)

পাত্র পঃ বঃ মিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী উচ্চশিক্ষিতা ২৩-২৫ পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬৯১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৬)

বৈদ্য পাত্র (২৬) ইঞ্জিনীয়ার এম টেক, সুদর্শন, জামসেদপুরে কর্মরত, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর একমাত্র পুত্র, নিজবাড়ী,—দাবী নাই। উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৫০)

গ্রাজুয়েট স্থায়ী ব্যাংক কর্মচারীর জন্য ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট বা ময়মনসিংহের অভরম্বাজ ২৩ অনূর্ধ্ব সুশ্রী পাত্রী চাই। পরিচয় সহ বিস্তারিত সত্বর লিখুন। বক্স নং ৮৭০৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬৪)

সম্ভ্রান্ত যোগ্যা সুপাত্রী চাই—চ্যাটার্জী (২৫) বি-কম, ধনী ব্যবসায়ী, বাৎস্য আই এ এস। রায়, ৭১/১/১, বিধান সরণি। (সি ৭৫৫)

এম-এ বি-টি সহঃ প্রধান শিক্ষক নিজ বাড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (৩১, ১·৫৪ মিঃ)। গ্রাজুয়েট চাকুরে (শিক্ষয়িত্রী অগ্রগণ্যা) পাত্রী চাই। এস ব্যানার্জি, ৭/৯১, শহিদনগর, পোঃ হালতু, ২৪ পরগণা। (সি ৭৫৮)

ব্যবসায়ী, নিজ বাড়ী, গাড়ী, পূর্ববঙ্গীয় (২৫) মুসলমান, সংস্কার মুক্ত। গৌরবর্ণা, সুন্দর মুখশ্রী, স্লিম ১·৫৫-১·৬১ মিঃ (৫'—১"—৫'-৩½") শিক্ষিতা বাঙ্গালী (১৬—১৯) পাত্রী চাই।
A. K. M. S. Alam, 30 Upper Motagu St., Flat B, London W. 1. (৮৫৯০)

পঃ বঃ চ্যাটার্জী, বি-এসসি (টেক) ৩০ বঃ সুন্দর টেক্সটাইল কমিশনার্স অফিস বোম্বাইতে ইনভেস্টিগেটর (এখন ৭০০৲)। সুন্দরী গৌরবর্ণা স্নাতক পাত্রী চাই। বাড়ী কলিকাতায়। বক্স নং ৮৫১৮ আনন্দবাজার, কলি—১ (সি ৪১৩)

পাত্র (৩৩) সুদর্শন কায়স্থ। বিদেশী কোম্পানীতে পদস্থ অফিসার (২০০০৲)। নিজের গাড়ী। প্রকৃতসুন্দরী শিক্ষিতা দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৪১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৪৪০)

চাকুরিয়া পাত্রী চাই—পাত্র চ্যাটার্জী (৩৩), চাকুরী কঃ কর্পোরেশন. সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট. কলিকাতায় দুইখানি বাড়ী। লিখুন ঃ দত্ত. ৯/৩বি. আরপুলি লেন. কলি—১২। (সি ৭০৯)

বৈদ্য পাত্রী (৩২) চাই—সুশ্রী ফর্সা কনভেন্ট অথবা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রাপ্ত। ছোট সংসার। পাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের অফিসার (পি-এইচ ডি)। বক্স নং ৮৫৫৯ আনন্দবাজার, কলি—১। (সি/এম)

সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট (২২।২৩) শাণ্ডিল্য গোত্র ভিন্ন বৈদ্য পাত্রী চাই। পাত্র পূঃ বঃ বি-এসসি এল ই ই কেঃ সঃ চার্জম্যান। বক্স নং ৮৬৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২৯)

পূঃ বঃ কায়স্থ (৩৪) বি কম বিখ্যাত বৃটিশ কোম্পানীতে কর্মরত (৭০০৲) বালীগঞ্জে নিজ বাড়ি। সম্ভ্রান্ত বংশের গ্র্যাজুয়েট ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬৮৪ আনন্দবাজার, কলি—১। (সি ৭৪১)

পশ্চিমবঙ্গীয়া ফর্সা সুন্দরী স্কুল-ফাইনাল পাত্রী চাই। পাত্র রাঢ়ী বন্দ্যোপাধ্যায় (৫'—৬") ১·৬৮ মিঃ দেবারিগণ গৌরবর্ণ সুদর্শন ২৮ স্টেট ব্যাঙ্ক কর্মচারী আয় ৬০০৲। নিজস্ব বাড়ী। বক্স নং ৮৬৭৫ আনন্দবাজার, কলি—১। (সি ৭৩২)

চাকুরিয়া বৈদ্য পাত্রী চাই

পাত্র (৩০) পূঃ বঃ শক্তি এম এক পাস পঃ বঃ সেক্রেটারিয়েটে এল ডি সি (৩০০৲) কলিকাতার উপকণ্ঠে নিজের বাড়ী আছে। বক্স নং ৮৬৪৫ আনন্দবাজার, কলি—১। (সি ৭১৭)

সদগোপ পাত্রী চাই

পশ্চিমবঙ্গীয় পাত্র (২৮) বি ই (সিভিল) স্থায়ী পঃ বঃ সরকারী চাকুরে (৫১০৲) কলকাতায় নিজেদের বাড়ি। শিক্ষিতা গৌরবর্ণা প্রকৃতসুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৫৪৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৫)

বারুজীবী পাত্রী চাই

পাত্র (৩৩) বি এ. সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান, স্থায়ী সরকারী চাকুরে (৪৮০৲)। বক্স নং ৮৫৩৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭২)

মাহিষ্য, এম কম, সি এ কেন্দ্রীয় সংস্থার অফিসার (২৮)। গৌরবর্ণা, প্রকৃতসুন্দরী, ২১ অনূর্ধ্ব পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৮৫৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৪৮)

সুন্দরী, শিক্ষিতা, দীর্ঘাঙ্গী, বিদেশ গমনেচ্ছু পাত্রী চাই। পাত্র পূর্ববঙ্গীয় কর্মকার. উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার (২৮), সুদর্শন, বিদেশে কর্মরত। উচ্চশিক্ষিত পরিবার। অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৮৮৪৫, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৯৪২)

সিনেমাটোগ্রাফার, বিলাতে চাকুরীরত, পূর্ববঙ্গীয় (২৯), মুসলমান, সংস্কারমুক্ত। গৌরবর্ণা, সুন্দর মুখশ্রী, স্লীম, ১·৫৭—১·৬৩ মিঃ (৫'-২"—৫'-৪"), উচ্চশিক্ষিতা বাঙ্গালী (২০/২৪) পাত্রী চাই।
A. K. M. S. Alam, 30 Upper Motagu St. Flat B, London W.I. (৮৫৯১)

বৃটিশ কোম্পানিতে কর্মরত (৭০০৲) চট্টগ্রামের কায়স্থ, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা পাস পাত্রের (৩০) জন্য সুন্দরী শিক্ষিতা ও ফর্সা পাত্রী চাই। কলকাতার নিজস্ব বাড়ি। বক্স নং ৮৮০৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯০১)

পাত্রী চাই

আমেরিকায় কর্মরত গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের (২৯) জন্য অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ সিনিয়র কেমব্রিজ/সায়েন্স পাশ সম্ভ্রান্ত বংশীয় প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৮২৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৬)

সুদর্শন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (৩৮) ইঞ্জিনীয়ার, বৃটিশ ফার্মে অফিসার (৩৭০০৲ ভাতা সহ) পাত্রের সুন্দরী, শিক্ষিতা (কনভেন্ট অগ্রগণ্য) দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। দাবী নাই। বক্স নং ৮৮৬২ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৯৫২)

পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, কেঃ সরকারের ক্লাস ওয়ান ইঞ্জিনীয়ার (২৭) পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, শিক্ষিতা পাত্রী (অনূর্ধ্ব ২২) চাই। বক্স নং ৮৮৬৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৮)

বঙ্গজ গুহ, ইঞ্জিনীয়ার (এম ই) উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, লন্ডনে কর্মরত পাত্রের (৩০) জন্য প্রকৃত সুন্দরী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, এম-এ/এম-এসসি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৫৮৪ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫০১)

পাত্র (৩২) স্বাস্থ্যবান, বিক্রমপুর (ঘোষ), স্কুল ফাইনাল অনুত্তীর্ণ, সঃ চাকুরীরত (৩০০৲) কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী। পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৮)

বিদেশের প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটির উচ্চশিক্ষিত, বিদেশ প্রত্যাগত, পূঃ বঃ, অভিজাত সম্ভ্রান্ত, কৃষ্টিসম্পন্ন কায়স্থ গৌরবর্ণ, সুন্দর, সপ্রতিভ পাত্রের জন্য সংস্কৃতিসম্পন্ন পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ/বৈদ্য শিক্ষিতা, গৌরবর্ণা, সুন্দরী, লম্বা সঙ্গীতজ্ঞা, গৃহকর্মে নিপুণা, যোগ্যা ২৩/২৫ পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬১৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৫)

পঃ বঃ বসু (৩৫) আই এ ব্যাঙ্ক চাকুরে (৫'-২½") ১·৫৮ মিঃ, ফর্সা, সুন্দর মুখশ্রী ব্যতীত পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন। ২০৪/১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬। (সি ৬৯৪)

প্রকৃত সুন্দরী, নম্রস্বভাবা, ফরসা, অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। পাত্র বৃটিশ ফার্মে কর্মরত ও নিজস্ব ব্যবসা রয়েছে। মোট আয় ১২০০৲, দাবী নাই। বক্স নং ৮৫৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৩৬)

উদার কায়স্থ (৩১/আয় চার ফিগার), ইঞ্জিনিয়ারের জন্য ফর্সা, পরমাসুন্দরী পাত্রী চাই। স/অসবর্ণ, প্রকৃত দায়গ্রস্ত এবং রেজেস্ট্রিতে আগ্রহীগণই বিস্তারিত লিখুন। কোনও দাবী নেই। পাত্রীই বিবেচ্য। বক্স নং ৮৫৯৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৩৮)

কায়স্থ পাত্রী চাই

বিক্রমপুরের কায়স্থ (৩০) ১·৬৭ মিঃ, সুদর্শন স্বাস্থ্যবান, এম-এসসি, লন্ডনে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অটোমেশন প্রোগ্রামার স্ট্যাটিস্টিশিয়ান (মাসিক তিন হাজার ৩০০০৲) পাত্রের জন্য সুন্দরী, গৌরবর্ণা, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পোস্ট গ্রাজুয়েট, অঙ্কে ফিজিক্সে অগ্রগণ্যা। লিখুন—DAS, C-2/129, LODI COLONY, NEW DELHI-3. (সি/এম ৮৫৬১)

পঃ ব্রাঃ কায়স্থ ঘোষ (২৭) লাইসেন্সিয়েট ইঞ্জিনীয়ার বেসরকারী ফার্মে স্থায়ী চাকুরীরত পাত্রের জন্য সুন্দরী, সুরুচিসম্পন্না, অনূর্ধ্ব ২০ বসু/মিত্র পাত্রী আবশ্যক। উপকণ্ঠে নিজ বাড়ি। কোন দাবী নাই। বিবরণসহ লিখুন। বক্স নং ৮৭৭০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৯৫)

মুখার্জি (৩৪), আই কম (৪৫০৲) পাত্রের প্রকৃতসুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৮৩৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৩৫)

বারেন্দ্র কায়স্থ (২৮) প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের গৌরবর্ণা, সুন্দরী, শিক্ষিতা (২২) পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৮২৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২১)

শ্রীহট্টের বৈদিক ব্রাঃ বাৎস্য (৩৮) আই এস-সি মান সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১০০০৲ পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৯৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

তন্তুবায় ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইসিং লাইসেন্স হোল্ডার আসামে নিজ ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত (আয়—৮০০৲) পাত্রের (৩৪) জন্য পশ্চিমবঙ্গীয় সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা পাত্রী চাই। মাঘেই বিবাহ। দাবী নাই। অসবর্ণে বিবাহ চলিবে। বক্স নং ৮৯৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

তন্তুবায়, সুদর্শন (২৯) পি এইচ ডি রিসার্চফেলো (৫০০৲) শীঘ্রই আমেরিকা যাওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী (বিদেশে আছেন এমনও চলিবে) চাই। অসবর্ণও চলিবে। লিখুন। বক্স নং ৮৮৪৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বি ও ৩৪০৭)

পাত্র ব্যানার্জী (৩৪) (বিক্রমপুর) কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানে এসোসিয়েট প্রফেসর (১২০০৲)। সুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। রাশিচক্রসহ লিখুন। বক্স নং ৮৮৮৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ১১৬৭)

পাত্র সুউপায়ী ২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (২৯) কলিকাতার নিকট নিজস্ব বাড়ী। সুন্দরী অ-কাশ্যপ পাত্রী চাই। অ-বারেন্দ্রও চলিবে। বক্স নং ৮৯১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৪)

পূঃ বঃ, মুখার্জী, স্বাস্থ্যবান, বিখ্যাত ব্রিটিশ ফার্মে কর্মরত, বেতন ৫৫০৲, বয়স ৩১, আই এস-সি পর্যন্ত পড়া পাত্রের জন্য পূঃ বঃ, গৌরবর্ণা, সুন্দরী স্কুঃ-ফাঃ/হাঃ-সেঃ পাশ পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৮৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ১৪৯৬)

মুখার্জী রাঢ়ী ৩৩ আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্থায়ী সরকারী চাকরী ৪০০৲ মাহিনা, সুশ্রী পাত্রী চাই। চাকুরিয়া বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৮৯২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৭)

সুবর্ণবণিক পাত্রী চাই—শিক্ষিতা সুন্দরী অগ্রগণ্যা। পাত্র শিক্ষিত সুউপায়ী চাকুরে। কলিকাতায় বাড়ী আছে। ঘটকও লিখুন। বক্স নং ৮৯২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৬)

পাত্রী চাই

বৈদ্য পাত্রী চাই—সুন্দরী, শিক্ষিতা, দীর্ঘাঙ্গী। পাত্র সুশিক্ষিত, সুবৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে একজিকিউটিভ (৩১), সুপুরুষ, বিক্রমপুরের প্রবাসী পদস্থ অফিসার-পুত্র। বক্স নং ৮৫০০, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৬৭)

পাত্র (২৭) ডিফেন্স সার্ভিস-এ ফ্লাইট অফিসার. অনূন হাঃ সেঃ, অনূর্ধ্ব ২০, অভরম্বাজ, দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণা, প্রকৃতসুন্দরী ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। যোগাযোগ—শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, ৭/৫ অরবিন্দ এভিনিউ, দুর্গাপুর-৪। (সি ৭৮০)

এইচ এস স্থায়ী শিক্ষক এম এ ৩০ সুদর্শন ফর্সা দাবীহীন সদগোপ পাত্রের জন্য শিক্ষিতা প্রকৃতসুন্দরী গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। পাত্রীই বিবেচ্য। বক্স নং ৮৭১১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬৭)

বারুজীবী কলিকাতায় নিজ বাটী ব্যাঙ্কে চাকুরীরত মাসিক আয় ৮০০·০০, ৩৫ বৎসর গ্র্যাজুয়েট ও কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরীয়া ২৬ বৎসর ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার পাত্রদ্বয়ের জন্য সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৭১৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬৯)

পাত্র—পঃ বঃ রাঢ়ী ভরদ্বাজ এম বি বি এস সুপ্রতিষ্ঠিত পুত্রের জন্য সুন্দরী ডাক্তার, এম এ বা এম এস-সি অথবা বি এসসি অনার্স পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৭১৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৭০)

পাত্রী চাই—পাত্র (২৭) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, সুদর্শন (৫'-৪") কোলিয়ারীর সেকেন্ড ক্লাস ম্যানেজার। সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৭২০, আনন্দবাজার, কলি-১।

পাত্র (৩০) শ্রীহট্টের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বি এসসি বহির্বঙ্গে কেঃ সঃ চাকুরে (৪৫০৲) শিক্ষিতা, সুশ্রী, অভরম্বাজ পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৭২৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৭৭)

পূর্ববঙ্গের (চট্টগ্রাম) সম্ভ্রান্ত বৈদ্য (৩৪) পাত্রের চাকুরীরতা সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৫৭৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৫)

পাত্র প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ইঞ্জিনীয়ার, কায়স্থ, বয়স ২৯। কলিকাতার প্রখ্যাত সংস্থায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। নির্ঝঞ্ঝাট ছোট পরিবার। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের সুরুচিসম্পন্না, সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৫৯৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪১)

পাত্র প্রখ্যাত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী ছাত্র, কায়স্থ, বয়স ২৯। প্রখ্যাত বেসরকারী সংস্থায় উচ্চপদে সুপ্রতিষ্ঠিত। অত্যন্ত ছোট পরিবার। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সুরুচিসম্পন্না, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই বক্স নং ৮৫৯৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪২)

পূঃ বঃ রাঢ়ী বাৎস্য ব্রাহ্মণ ক্যাপ্টেন ইঞ্জিনীয়ার ২৬, ১.৭০ মিঃ পাত্রের একমাত্র গৌরবর্ণা সুন্দরী অনূর্ধ্বে ২২. গ্র্যাজুয়েট পাত্রীই আবশ্যক। বি এন আচার্য, সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস, লখনউ, ইউ পি। (সি ৫৩২)

পাত্র ঢাকার চন্দ কায়স্থ (৩০) বি-এ দুর্গাপুরে কর্মরত সহরতলিতে নিজস্ব বাড়ী। অন্তত স্কুঃ ফাঃ দীর্ঘাঙ্গী ফর্সা ও সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬৩২, আনন্দবাজার, কলিকাতা—১। (সি ৫৬৪)

মুখার্জী পাত্র (২৯) বিদেশী ফার্মে কর্মরত (৫০০৲)। পাত্রী পঃ বঃ পরমাসুন্দরী ও সঙ্গীতজ্ঞা হলে দাবীদাওয়া নাই। বক্স নং ৮৬৩৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৭১৪)

পূঃ বঃ কাঃ কুলীন বসু (২৬) বি এস-সি বিলাতি ফার্মে (৮০০৲-৯০০৲) কাজ করে। নিজের প্রেস দক্ষিণ কলিকাতায় বাড়ি ও গাড়ি আছে। প্রকৃত সুন্দরী লম্বা ফর্সা শিক্ষিতা (১৬-২০) পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৬৪১ আনন্দবাজার, কলি—১। (বি ও ১৩৭৬)

বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেটালার্জিকেল ইঞ্জিনীয়ার সম্ভ্রান্ত পরিবার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সুপুরুষ বর্তমান বয়স ৩৬ পাত্রের জন্য সুন্দরী সুশিক্ষিতা সংস্কারমুক্ত উন্নতমনা গীতবিদ্যায় পারদর্শী সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রী চাই। পাত্র বর্তমানে ছুটিতে ভারতবর্ষে আছে। আগামী বৎসর হইতে বোম্বাইএ স্থায়ী বাসিন্দা হইবার সম্ভাবনা। বক্স নং ৮৬৫৬ আনন্দবাজার, কলিকাতা—১।

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

গড়িয়া পদ্মশ্রী সিনেমার কাছে আধুনিক ডিজাইন টাইলস ফিটিং ৬ কাঠা জমির মধ্যে ১টি দোতলা বাড়ী বিক্রয়। দাম ৭৫,০০০·০০ ফোনঃ ৪৭-৪৭৬১ (দুপুর ১—৮টা)। (সি ৫৯০)

আড়াই কাঠার তিনতলা খালি বাড়ী বিক্রয়, উত্তর কলিকাতায় নিরাপদ জায়গা। বক্স নং ৮৮৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬২)

মধ্য/দক্ষিণ কলিকাতায় ভিতর বাড়ী/জমি কিনিতে চাই। বক্স নং ৮৫৯৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৩৭)

বিক্রয়—রাসবিহারী এভিনুর কাছে দক্ষিণমুখী ত্রিতল বাটীর অর্ধেক। ঘোষ। ৩১/বি, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলি-২৬। (সি ৩৫২)

বাড়ী, বাগান বিক্রয়—খালি দ্বিতল বাড়ী ১০ কামরা এবং বাড়ী সংলগ্ন ২১ কাঠা বাগান। শ্রী এস এন মাহাতো, পোঃ জয়নগর-মজিলপুর, জিঃ ২৪ পরগণা। (৮৯০৪এ)

গলফ ক্লাবে/টালিগঞ্জে সাউথ কলিঃ ২ কাঠা জমি অথবা চল্লিশ হাজারে শান্ত পরিবেশে ছোট বাড়ী কিনিতে চাই। সত্বর দাম উল্লেখে লিখুন। বক্স নং ৮৭০৭ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭৬৩)

কেয়াতলায় ৯ কাঠা জমির ওপর পাঁচটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটে বিভক্ত দোতলা বাড়ী তৎসহ তিনটি প্লটে বিভক্ত ১৪ কাঠা জমি বিক্রয়। অরুণ বসু, ৬, অমৃতলাল বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৫; ৫৫-৩৭৩৬। (সি ৭৬২)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

ভবানীপুরে প্রায় আড়াই কাঠায় দ্বিতল বাড়ি, ভাড়াটিয়া সমেত সুলভে বিক্রয়। বক্স নং ৮৫২৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০৫)

রামরাজাতলা, হাওড়া ষ্টেশনের কাছে ৭ কাঠা জমিতে বড় বাংলো বিক্রয়। ফোন ৩৫-৭৮২৭। বক্স নং ৮৭১৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৭১)

সিঁথিতে (বি টি রোড হইতে তিন মিনিট) ১২ কাঠা জমি বিক্রয় আছে। বক্স নং ৮৭১৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

মধ্য কলিকাতা, ভবানীপুর, বালীগঞ্জ অঞ্চলে ২তলা খালি বাড়ি আবশ্যক। দালাল নিষ্প্রয়োজন। লিখুন—বক্স নং ৮৫৮০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫২৭)

ভুবনেশ্বরে বাড়ী কিনিতে চাই। কলিকাতা, দার্জিলিংএ বাড়ী বিক্রয়, লিজ। বিনিময় চলিবে। পোস্ট বক্স ১০০০৪ কলিকাতা-২৫। (সি ৭০৬)

কলিকাতায় শান্ত পরিবেশে ৬০,০০০৲ মধ্যে বাড়ী কিনিতে চাই। বিস্তারিত লিখুন। বক্স নং ৮৬৮১ আনন্দবাজার, কলি—১। (সি ৭০৮)

বেলঘরিয়াতে দশখানা পাকাঘর সহ দোতলা বাড়ী বিক্রয় হইবে। মেডিক্যাল অপটিক চেম্বার ২৲ মধুসূদন ব্যানার্জী রোড, বেলঘরিয়া। কলি—৫৬। (সি ৫২৪)

গোপাল মিত্র রোড, বেহালায় ৩ কাঃ ১ ছঃ ভিত সমেত জমি বিক্রয়। রবীন্দ্রনাথ সান্যাল, ২৭, চালপাড়া লেন (ব্রাহ্ম-সমাজ রোডের নিকট), বেহালা অথবা মিঃ রায়, ৩৫-২৯০৪। (সি ৯২৮)

বাড়ী-ঘর ফ্ল্যাট ভাড়া

বাগবাজারে ছোটবড় ২ ঘরের ফ্ল্যাট ভাড়া ১২৫৲। বক্স নং ৮৫৮১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫২৮)

বেহালায় ২ রুম ফ্ল্যাট (৯০৲)। ট্রাম-বাস ৫ মিঃ। চাকুরিয়া ছোট পরিবার চাই। বসু, ২৬/৭, পাঠকপাড়া রোড, কলি-৬০। (সি ৭৪০)

স্বয়ংসম্পূর্ণ ১টি ঘর। ২০/১৬, গ্রেহামস্ ল্যান্ড, বালীগঞ্জ ট্রামডিপোর পাশে। রেণু ব্যানার্জী। (বি ও ১৪৯৮)

আলমবাজার বীরেশ্বর ঢোল লেনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ৩ কামরা শয়ন ঘর ও রান্না ভাড়ার ঘর সহ পৃথক ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে যোগাযোগ মুখার্জী, ১৪ নং কাঁকুড়গাছি ২য় লেন, কলিকাতা-৫৪। (বি ও ৩৪১০)

নার্সিং হোমের জন্য বাড়ী বা সম্পূর্ণ পৃথক ফ্ল্যাট সত্বর চাই। ডাঃ দাস। ৩এ, গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা-৬। ফোনঃ ৩৫-৮০৬৬। (বি ও ১১৬৯)

ভাড়া দেওয়া হইবে

কলিকাতার ৩১ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর দ্বিতলে জল সরবরাহ, বাথরুম ও লিফট সার্ভিস ইত্যাদির আধুনিক ব্যবস্থাসমন্বিত, অল্পাধিক ৫৫০০ বঃ ফুঃ আয়তনের, উত্তম আলোবাতাস-যুক্ত অফিসের জায়গা। কোম্পানি লীজ বাঞ্ছনীয়। সীল-করা খামে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব-সহ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি (এস্টাব্লিশমেন্ট) এল আই সি অব ইন্ডিয়া, ৪নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩-এর নিকট ১৮-৯-৭১ তারিখের মধ্যে আবেদন করুন। (৮৬৫৫)

পার্কের জল তেতালায় ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া—১১৫৲। এস গোস্বামী, ২৭/২ চণ্ডী ঘোষ রোড, টালিগঞ্জ। (সি ৯৫৬)

চিড়িয়ামোড়ের নিকট ভদ্রপল্লীতে ৩টি শয়নঘর, মোজাইক ফ্ল্যাট ভাড়া। দাস, ৩০/১ইউ/১, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কলি-৫০। (সি ৮০৬)

দুই এবং তিন ঘরের ২টি নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নারকেলডাঙ্গা মেন রোড সংলগ্ন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। প্রফেসর দাশগুপ্ত, ৩২এ/২৬, সুরেন সরকার রোড, কলি- ১০। (সি ৭৫০)

১২/২এ, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট কালীঘাটে তিন কামরা ডাইনিং স্পেস সহ স্বয়ংসম্পূর্ণ একতলায় ফ্ল্যাট ভাড়া ২৫০৲। অগ্রিম লাগিবে। (৫৭৫)

উল্টাডাঙ্গার দুই এবং তিন কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া দেব। অনুসন্ধান করুন। ৩০/১ এল, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন কলি—৫০। (সি ৬৪৪)

দেওঘরে স্টেশনের কাছে ইলেকট্রিক যুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ী/ঘর। মিঃ দে. ৫৯/এম প্রতাপাদিত্য রোড। কলি—২৬, ফোন—৫৬-৯৯৭৩ (সি ৬১৭)

ভাড়া ও লীজ

বালিগঞ্জে রাসবিহারী এভিনিউ-র উপর বাড়ীর সামনের অংশ/বাগান কামরা সহ অথবা পৃথকভাবে লীজে লইতে চাই। বক্স নং ৮৬৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৮)

অফিস-গুদাম-দোকান

এন্টালী এলাকায় ২০০০ স্কোয়ার ফুটের গুদাম ভাড়া দেওয়া হইবে। ফোন নং ২২-৯১৮৪। মিঃ রায়, বেলা ১টা হইতে ৪টার মধ্যে। (সি ৭৮৫)

যন্ত্রপাতি

বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরী করিবার মেসিন ও যন্ত্রপাতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ওরিয়েন্টাল মেসিনারী (১৯১৯) প্রাঃ লিঃ, ২৫ রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-১। (সি ৯০২)

উত্তম অবস্থায় ট্যাবুলেটর, সর্টার, রিপ্রোডিউসার, কোলেটর, পাঞ্চ ও ভেরিফায়ার ইত্যাদি সমন্বিত সাতাশটি ৬৫ কলাম পাওয়ার্স সামস অ্যাকাউন্টিং মেশিন আমাদের গৌহাটি ডিভিসনাল অফিসে "যেখানে যেরূপ আছে" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। মেশিনের তালিকা ও বিবরণাদি এই অফিস অথবা গৌহাটি ডি ও হইতে পাওয়া যাইবে। সীলকরা খামে প্রস্তাব অ্যাসিঃ সেক্রেটারী (এসটাঃ), এল আই সি আই, ৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকতা-১৩ কর্তৃক ২৫-৯-৭১ তারিখের মধ্যে গৃহীত হইবে। (৮৯৫০)

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

হুক হর্স পাওয়ার ডি সি বি টি এইচ ২৮৫০ আর পি এম মোটর চাই। ২—৫টার মধ্যে দেখা করুন বা লিখুন। নন্দী, ২বি, স্কট লেন, কলিকাতা-৯। ফোনঃ ৩৫-০৭৫১। (৮৯০২ এ)

সঙ্গীত-কলা

রবীন্দ্রসঙ্গীত অতুলপ্রসাদ নজরুল দ্বিজেন্দ্রগীতি শেখাই ছন্দা দাশগুপ্ত ৫২৯, যোধপুর পার্ক, কলি-৩১ (৪৬-০৭৬৩)। (সি ৭০৪)

নতুন রেকর্ড শিল্পী হউন

নির্বাচন ভয়েস-টেস্টের দ্বারা। রেকর্ডের বিভিন্ন প্রচার, বিক্রয়াদির সুযোগ-সুবিধা। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ই সেপ্টেম্বর। বক্স নং ৮৯১৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৯)

বাড়ি গিয়া ২৫৲ সহজ পদ্ধতিতে গীটার শেখাই। বক্স নং ৮৮০৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯০৫)

ব্যবসা-বাণিজ্য

পিগ আয়রন (কলিংগ)

মজুত স্টক আছে। যোগাযোগ করুন রংগীলাল এন্ড সন্স, ৫ সিনাগগ স্ট্রীট, কলিকাতা-১, ফোন ঃ ২২-১৫৪৮/২২-৮৭৫৭। (সি ৬৫২)

স্ক্রিন প্রিন্ট-বোল্টিং, নাইলন বস্ত্র প্রস্তুত। যোগাযোগ করুন—বসন্ত সিল্ক স্টোর, ১৯৯/৫, এম জি রোড, কলিকাতা-৭। (সি ১০১৪)

নিখুঁত ব্লক তৈরী, সুন্দর রঙ্গীন ছাপা প্লাস্টিক ফিনিশ ভার্নিস করা হয়। হিন্দুস্থান আর্ট এনগ্রেভিং, ২৪, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলি-৯। (৮৬৪৩ এ)

মোটর কার-লরী

সহরের সেরা সম্পূর্ণ নতুন সুপার ডিলাক্স লাক্সারী কোচ বাস ভাড়া পাওয়া যায়। ফোন—৩৫-৬৩৪০। (সি ৬৬৫)

বিক্রয়—একটি অ্যাম্বাসাডর কার ১৯৫৭ মডেল পুরোপুরি ওভারহ্যলড্ এবং একটি বড় টোকিয়ো ও একটি ওসাকা ট্যাক্সি মিটার। খোঁজ করুন ঃ মিঃ দত্ত, ৪৬-২৮৮১। (৮৯০৬)

রেডিও-গ্রামোফোন

ন্যায্যমূল্যে মেরামত, বদলে নূতন। সস্তায় অল্প ব্যবহৃত রেডিও টেপ-রেকর্ড, রেডিওগ্রাম টেলিরেডিও নিউ-মার্কেট, ফুলপটি। (সি ৭২৩)

ঔষধ ও চিকিৎসা

দাঁত বাঁধান ২৲, দাঁত তোলা ১৲ ফুলসেট ৫০৲ সিটি ডেন্টাল হাসপাতাল, ২৪১ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২। (৮৬৬২ এ)

বিবিধ

প্রকাশক চাই—'গঙ্গাধর ব্যানার্জি কৃত (সংশোধিত) ইংরাজী ট্রান্সলেশন, কম্পোজিশন। যাঁরা স্টক কিনিতে ইচ্ছুক লিখুন—বক্স নং ৮০৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৩৩৯)

মৎস্য শিকার

ছিপে মাছ ধরার সুবর্ণ সুযোগ!!

বিষ্ণুপুরে (২৪ পরগণা) শিক্ষাসংঘ স্কুলের তিনটি পুকুরে। টিকিটের হার ২৫৲, ১৫৲, ১২৲ দৈনিক। ২২-৯-৭১ থেকে ২০-১০-৭১ পর্যন্ত। সীট রিজার্ভেশন ১২-৯-৭১-তে স্কুল-আপিসে সকাল ৮৷৷। অর্থ অগ্রিম দেয়। অন্যান্য নিয়ম সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য। বাস রুট ৭৬, ৭৬এ, ৮০। (সি ৯১৬)

হোটেল রেস্তোরাঁ—

মাদ্রাজে বাঙালীদের থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। মণি দাস, উমা লজ, কোডামবাককাম, মাদ্রাজ-২৪ (সি/এম ৮৯৬৮)

শৈলাবাস

মুসৌরী—আসবাবপত্র সহ তিনটি ঘরের ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হইবে। পি কে মল্লিক ৬০এ, কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১। (সি ৬৪৫)

নৈনিতাল—হোটেল করোনেশন—রুম এবং আরামপ্রদ ফ্যামিলি স্যুট—সংলগ্ন বাথসহ। অতি সুন্দর পরিবেশ, গৃহের আরাম, চমৎকার খাদ্য। বিশেষ করিয়া বড় পরিবার ও পার্টির জন্য পূজা কনসেসনাল চার্জ। (৮১৩৫)

ছাপাখানা

টালীগঞ্জ ফাঁড়ির পাশে চালু ছাপাখানা বিক্রয়। সাহা, ৩, প্রিন্স রহিমুদ্দিন লেন, কলি-৩৩। (সি ৯৫৯)

ঋণ-লগ্নী

অতি সত্বর নির্ভরযোগ্য সহজ শর্তে, গভর্নমেন্ট/প্রাইভেটে, কলিকাতা/মফঃস্বলে, ধানী জমী/বাড়ী/ব্যবসায়ে ঋণের প্রয়োজনে লিখুন। অনিল চক্রবর্তী, ১০ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দক্ষিণ ব্লকের দোতলায় রুম ৪০, ফোনঃ ২৩-৯২৪৮ (হাই কোর্টের পূর্বে)। (সি ৭৩৩)

কলিকাতায় বাড়ীর উপর ঋণের ব্যবস্থা; কমলা প্রপার্টী এজেন্সী, ১২, হেমকর লেন, কলিকাতা-৫। সকাল ও সন্ধ্যায়। (সি ৯৫৫)

ফটোগ্রাফী

বিক্রয়—পুরাতন ক্যামেরা। যথা, রোলিফ্লেক্স, একটি এলউড এনলার্জার (নেগেটিভ ক্যেরিয়ারের মাপ ৮"× ১০") এবং একটি ২¼"×২¼" সাইজ এনলার্জার। আনন্দবাজার পত্রিকার ফটো বিভাগে বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টার মধ্যে দেখা যাবে (রবিবার ছাড়া)। (৮২৬৫)

ব্যক্তিগত

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীব্রজেন্দ্র গোপাল দাসের পুত্র এবং মুর্শিদাবাদ

জেলার জিয়াগঞ্জ নিবাসী শ্রীশম্ভুনাথ দাসের একমাত্র জামাতা ডাঃ মৃণালকান্তি দাস (অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) আমেরিকার নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি (অ্যালবানী) হইতে কেমিস্ট্রিতে পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করিয়া এবং পশ্চিম জার্মানীর ম্যাক্স প্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফুইর কোলেন ফরসুং-এ পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করিয়া ৪ বৎসরান্তে ৯ই সেপ্টেম্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। (সি ৯৩৪)

ডাঃ কালী সেনের কন্যা কুমারী পম্পা সেন ১৯৭০ সালের স্নাতক পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। (বি ও ১১৭০)

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ

গত ২৫শে আগস্ট হাবড়া নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র পারিয়াল সকাল ১১টায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আর বাড়ী ফেরে নাই।

তাহার পার্শ্বস্থ ছবিটি দেখিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি তাহার খোঁজ খবর জানাইতে পারেন, তবে আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রীশচন্দ্র পারিয়াল, পোঃ—হাবড়া, জিলা—২৪ পরগণা। (সি ১০০২)

তীর্থ ও প্রমোদ-ভ্রমণ

জনতা স্পেশ্যাল (পূজায় ভ্রমণ)

ভূস্বর্গ কাশ্মীর সিমলা মুসৌরি উত্তর মধ্য ভারত টুরিস্ট কোচ—২৪/৯ পি-৪০, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিঃ-১. ফোন ঃ ৩৪-৯৫০১। (সি ৬০১)

ভারত তীর্থ দর্শন

পূজাবকাশে টুরিস্ট কোচে ভ্রমণ—(১) উত্তর ও মধ্যভারত ; (২) রামেশ্বরধাম, দক্ষিণ ভারত ; (৩) দ্বারকাধাম, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ; (৪) ভূস্বর্গ কাশ্মীর ; (৫) কুলু মানালী ; (৬) মধ্য ও পশ্চিম ভারত। শুভযাত্রা—২২।২৩।২৪ সেপ্টেম্বর। বুকিং চলিতেছে। শিবপদ রক্ষিত, ৩৪, স্ট্র্যান্ড রোড (তিনতলা), কলিকাতা-১, ফোনঃ ২২-৩৮৯৯। (৮৬৬১ এ)

কুণ্ডু স্পেশ্যালে

ভ্রমণ করুন। পূজাবকাশে প্রমোদ ভ্রমণঃ ১। গোয়া ও মহারাষ্ট্র—১৯/৯। ২। দক্ষিণ ভারত ও গোয়া—২২/৯। ৩। কাঠমান্ডু (নেপাল) ট্রেনে ও বিমানে—২৪/৯। ৪। কাশ্মীর প্যাকেজ ট্যুর—৪/১০। ৫। কামাখ্যাধাম, শিলং ও দার্জিলিং—১৫/১০। ৬। রাস পূর্ণিমায় বৃন্দাবন ধাম ও উত্তর ভারত—২৬/১০। বুকিং চলিতেছে। ৪০/১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১। ফোনঃ ২২-৭২৪৭। (৮৯০০ এ)

মুখার্জী স্পেশ্যালে কাশ্মীর—৩২৫৲, নৈনিতাল—২৫৫৲ নেপাল ও দেওঘর—২২৫৲ ঃ দার্জিলিং—১৫৫৲। যাত্রা ১/১০, ২৪/২বি, সাহানগর রোড। কালীঘাট। কলিঃ-২৬। (বি ও ১৪৯৯)

"পথিক" (রায় স্পেশাল) ১৯/৯ নেপাল ২৪০৲/৫/১০ কাশ্মীর ২৫৮৲ ; কাশ্মীর, অমৃতসর, হরিদ্বার, বেনারস ৩৪০৲/ ১৯১/১, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২, ৩৫-৬৫৯৭। (বি ও ৩৪১২)

ব্যানার্জী স্পেশ্যাল

পূজায় ট্যুরিস্ট কোচে—১। রামেশ্বরধাম কন্যাকুমারী দক্ষিণ ভারত ২৪।৯।৭১, ২। কাশ্মীর, ৩। কাটমান্ডু (নেপাল)—২৫।৯।৭১, ৪। সিংহল—২৪।১২।৭১, ডানলোপিলো গদি দেওয়া হইবে। বুকিং চলিতেছে। যোগাযোগ—নীলমণি হালদার এন্ড কোং, ১১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-১৩, ফোন—২৩-৩৮৮৯। (সি ৯৩০)

নবতীর্থ স্পেশ্যাল পূজায় ২৫/৯ টাটা, রাঁচি, নেতারহাট, রাজরাপ্পা, হাজারিবাগ ৪৫৲। তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, মাসানজোড়, দেওঘর, রাজগীর, নালন্দা, গয়া, পানচেৎ, মাইথন ৫৫৲। বাস ভাড়া পাবেন। পি-১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনসন, কলি-১২ (৩৪-৭০১৪)। (সি ৯১৫)

গোয়া ও মহারাষ্ট্র (টুরিস্টকোচে) আহারাদিসহ, বেঞ্চ—৪৭৫·০০। শুভযাত্রা ১২-১০-৭১। "যাত্রীক স্পেশ্যাল", ৩নং হেম দে লেন, কলিকাতা-৫০, কাশীপুর (কাটাকল স্টপেজ)। (সি ৯১৮)

সর্বভারত তীর্থ দর্শন

টুরিস্ট কোচে ভ্রমণ করুন, ১। কুলু মানালী মুসৌরী সিমলা, ২। ভূস্বর্গ কাশ্মীর. ৩। দক্ষিণ ভারত, ৪। দ্বারকা রাজস্থান গুজরাট মহারাষ্ট্র, ৫। উত্তর মধ্য ভারত, ৬। নেপাল কাঠমান্ডু, ৭। দার্জিলিং, ৮। পুরী কোনারক, ৯। পশ্চিম মধ্য ভারত। শুভযাত্রা—২৪, ২৬/৯। বুকিং চলিতেছে, ঘোষ স্পেশ্যাল, ৩৪, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিঃ-১। ফোনঃ ২২-৮৬৬৬। (সি ৭৩৫)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ (সান্ধ্য)

২০নং রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্পেশাল অনার্স কোর্সে কতিপয় আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রসাধারণদেরও ভর্তির ব্যবস্থা আছে। (৮৯৪৯)

M.A. (ENGLISH). Notes with suggestions for 1971 by regular student. Box 8779 Ananda Bazar, Calcutta-1. (C 807)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা

প্রথম বার্ষিক ডিগ্রী ক্লাসে (আর্টস ও সায়েন্স) ভর্তি

যে সমস্ত ছাত্র প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা বা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা অথবা ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট বা অন্য কোনরূপে সমতুল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে প্রথম বার্ষিক ডিগ্রী ক্লাসে (আর্টস ও সায়েন্স) ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। কোন কোন বিষয়ে দরখাস্ত করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের যোগ্যতা সংক্রান্ত শর্তাবলী কলেজ অফিসে জানা যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হায়ার সেকেন্ডারি বা প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখ হইতে সাত দিনের জন্য বেলা ২টা ও বেলা ৪টার মধ্যে (শনিবার ও ছুটির দিন বাদে) নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত গৃহীত হইবে। যে সব প্রার্থী আই এসসি পরীক্ষা অথবা তৎসমতুল অন্যান্য পরীক্ষা পাস করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই কলেজে ভর্তি হইতে চান, তাঁহাদিগকেও উপরোক্ত দিনগুলির মধ্যে যে-কোন দিন ভর্তির ফরম দেওয়া হইবে। নির্ধারিত ফরম মূল মার্কশীট দেখাইয়া কলেজ অফিস হইতে বেলা ১১টা ও বেলা ১টার মধ্যে (শনিবার ও ছুটির দিন বাদে) অথবা উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে যথোপযুক্ত ডাক-টিকিট-লাগানো নিজ নামঠিকানা-লেখা খাম (৯"×৩½") রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাইয়া পাওয়া যাইবে। পাস ডিগ্রীতে পড়িতে ইচ্ছুক ছাত্রদের ভর্তি করা হয় না। সকল বিষয়ে অনার্স ক্লাসগুলিতে ভর্তির জন্য পূর্ববর্তী শিক্ষা সংক্রান্ত রেকর্ডের ভিত্তিতে প্রাথমিক মনোনয়নের পর যোগ্যতা নির্ধারণার্থ লিখিত ভর্তির পরীক্ষা, ভর্তির জন্য দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখের অল্প কিছুদিন পরেই অনুষ্ঠিত হইবে। এই সমস্ত পরীক্ষার তারিখ এবং সেগুলির জন্য মনোনীত প্রার্থীদের নাম কেবল কলেজের নোটিস বোর্ডে ঘোষণা করা হইবে। ভর্তির জন্য মনোনীত প্রার্থীদের নাম এবং ফী দেওয়ার তারিখ কেবল কলেজের নোটিস বোর্ডে ঘোষণা করা হইবে। প্রয়োজন হইলে আরও তথ্য কলেজ অফিস হইতে পাওয়া যাইবে।

আসনের শতকরা পনের শতাংশ এবং পাঁচ শতাংশ যথাক্রমে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত, অবশ্য যদি তাঁহারা উপরে বর্ণিতমতো বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা পূরণ করিতে পারেন। (৮২৪৪)

৩৩৪৯(৩)আইপিআর/এ/৭১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেন

হেস্টিংস হাউস, আলিপুর, কলিকাতা-২৭

১৯৭১ এর বি এড পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়াতে ১৯৭০-৭১ এর ছাত্রীদের লাইব্রেরীর সমস্ত বই ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফেরত দিয়ে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অধ্যক্ষা (৮৮৫৮)

ইংরেজীতে এম এ-র ফার্স্ট ক্লাস নোটস। মিঃ দত্ত। ৫৯-এ কালী টেম্পল রোড, কলিকাতা-২৬ উজ্জ্বলা সিনেমার কাছে। (সি ৭১৭)

খান্না মোটর ট্রেনিং স্কুল

১০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, ফোন ঃ ৩৫-৩৬৪২। মোটর ড্রাইভিং শিক্ষার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। তিন মাসের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। লেডীর ড্রাইভিং শিখিবার ব্যবস্থা আছে। ভর্তি চলিতেছে। ব্রাঞ্চ—আসানসোল। (সি ৯৪৪)

কলিকাতা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ

রেজিঃ অফিসঃ ১২৯, ল্যান্সডাউন রোড, (শিশু মঙ্গলের দক্ষিণে) কলিকাতা-২৬।

১৯৭১-৭২ সালের সেশনে এম-এস পাশ অথবা পি-ইউ বা এইচ-এস পাশ অথবা এ্যাপিয়ার হইয়াছে এইরূপ ছাত্রদের সিনিয়র ওভারসীয়ার, মেকানিক্যাল, ড্রাফটসম্যান, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং লেডী আর্কিটেক্ট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। প্রস্পেক্টাস—২৲। (৮৮১১এ)

স্কটিশ চার্চ কলেজ

কলিকাতা-৬

১৯৭১—৭২ সালের সময়সূচী অনুযায়ী তৃতীয় বার্ষিক ক্লাস (১৯৭১-৭২) আর্টস ও সায়েন্স (কেবলমাত্র থিওরেটিক্যাল) ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ বুধবার বেলা ১০টায় শুরু হইবে।

১৯৭১-৭২ সালের সময়সূচী অনুযায়ী দ্বিতীয় বার্ষিক ক্লাস (১৯৭১-৭২) আর্টস ও সায়েন্স (কেবল থিওরেটিক্যাল) ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ বুধবার বেলা ১০টায় শুরু হইবে।—প্রিন্সিপ্যাল (অ্যাক্টিং) (৮৯৭৬)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ

দুর্গাপুর-১০ (বর্ধমান)

পশ্চিমবঙ্গের মধ্য শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ১৯৭১ সালের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে দশম দিন পর্যন্ত ১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বার্ষিক কলা বিভাগে ভর্তি হইবার জন্য প্রিন্সিপ্যাল, দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ, দুর্গাপুর-১০, জেলা বর্ধমান-এর অফিসে দরখাস্ত গৃহীত হইবে। যে-কোনো কাজের দিন মূলমার্কশীট দেখাইয়া কলেজ অফিস হইতে দরখাস্তের ফরম পাওয়া যাইবে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

৩৩২০(৩)আইপিআর/এ/৭১ (৭১১৪)

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ১৯ ভাদ্র, ১৩৭৮

দিনের বাণী

সর্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী কোন জাতির উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসে লেখে না।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

জঙ্গীশাহীর নূতন চাল

রুশ-ভারত শান্তি-চুক্তির পরে জেনারেল ইয়াহিয়া খান দিন-কয়েকের জন্য শান্ত ছিলেন। আবার তাঁহার লাফালাফি দাপাদাপি শুরু হইয়া গিয়াছে। প্যারিসের এক সংবাদপত্র প্রতিনিধির কাছে তিনি হুংকার ছাড়িয়াছেন—দরকার হইলে তিনি ভারতের সঙ্গে লড়াই করিবেন, এবং সে লড়াই হইবে—"টোটাল ওয়ার।" ভারত ইয়াহিয়া এবং তাঁহার পূর্ব-সূরীদের নিকট হইতে এ-জাতীয় অনেক হুমকি শুনিয়াছে। তাহার জবাব দেওয়ার হিম্মত যে এ দেশের আছে পাকিস্তানের জঙ্গী নায়কেরা একাধিকবার সে প্রমাণও পাইয়াছেন। সুতরাং, ইন্দিরাজী "না জেনানা, না দেশনেত্রী", এ ধরনের নানা অভদ্র অসৌজন্যমূলক প্রলাপের পরও ইয়াহিয়া খানের দম্ভোক্তিকে হয়তো অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে। কিন্তু বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে তিনি যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় নিছক প্রলাপ নহে,—রীতিমতো ইঙ্গিতবহ। ইয়াহিয়া, চক্রান্তকারী একজন সাধারণ ভাড়াটে জেনারেল ইয়াহিয়া মুজিবরকে আখ্যা দিয়াছেন একটি "বীর", মুজিব এখনও তাঁহার কাছে "ক্ষুদে ফ্যাসিস্ট", আর তিনি নিজে একজন গণতন্ত্রসেবী, পাকিস্তানের ত্রাতা! বস্তুত ইয়াহিয়ার কথাবার্তা এমন উদ্ধত এবং রুচি-বিগর্হিত যে, 'লে ফিগারো' এই সাক্ষাৎকার বিবরণের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র সম্পাদকীয় ছাপাইয়া পাঠকদের জানাইয়া দিয়াছেন—এই সব উক্তি হজম করা কষ্টকর হইলেও আমরা নিরুপায়, কথাগুলি আমাদের নয়, পাকিস্তানের সর্বোচ্চ পদাধিকারী জেনারেল ইয়াহিয়া খানের!

এই খোলাখুলি কথাবার্তায় ইয়াহিয়া খান বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন—যদিও পদ্মা-মেঘনা-বুড়ি-গঙ্গায় ইতিমধ্যে অনেক রক্ত বহিয়া গিয়াছে, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও নানা পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে, রাওয়ালপিণ্ডির জঙ্গী-চক্রের মনোভঙ্গী তবু অপরিবর্তিত। ইয়াহিয়া মুজিবর এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনও আপসে রাজী নহেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের নাম কাটা যাইতেছে, সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার জন্য পরোয়ানা জারী হইতেছে। এসব নিশ্চয়ই আপস-চিন্তার ফল নয়। "মুজিবর বাঁচিয়া আছেন"—এই সংবাদের বেশী তিনি আর-কিছু বলিতে নারাজ।—মুজিবর কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার বক্রোক্তি: ফরাসী প্রেসিডেন্ট কি জানেন, দেশের কোন্ অপরাধী কোন্ কারাগারে। বাংলাদেশের দেশত্যাগী নাগরিকদের সম্পর্কেও তিনি নির্লজ্জের মতো উদাসীন। সত্তর-আশি লক্ষ নহে, ভারতে শরণার্থীরা নাকি সংখ্যায় বড়জোর কুড়ি লক্ষ। ইয়াহিয়ার কথা—তাহারা একদিন ফিরিবে, তখন বাছিয়া ঘরে তুলিলেই চলিবে! অর্থাৎ ইয়াহিয়া এখনও তাঁহার আদি মতলব হাসিল করিতে বদ্ধপরিকর। তিনি মুজিবরকে দণ্ড দিবেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে পাক প্রতিনিধির মতে আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিচার শুরু হইয়াছে, এবং দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যেই সে প্রহসন নাকি সাঙ্গ হইবে। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগ এবং দেশের এক বিপুল জনগোষ্ঠীকে তিনি দেশের বাহিরেই নির্বাসিত রাখিতে চাহেন। তৃতীয়ত, বাংলাদেশকে তিনি উপনিবেশ বলিয়াই মনে করেন।

লক্ষণীয়, বাংলাদেশের গণহত্যা এবং ভারতে শরণার্থীদের ভিড় উপলক্ষে বিশ্ব-জনমত যাহাই বলুক, ইয়াহিয়া গোঁ ছাড়িতেছেন না। তবে জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য অবশ্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত নাই। ইয়াহিয়া ভারতের পরে ব্রিটেনকে তাহার পহেলা দুশমন বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। বন্ধু নাকি একমাত্র চীন, ফ্রান্স "কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল।" তা সত্ত্বেও মামুদের ধরাধরি করিয়া তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকে বাংলাদেশকে উহ্য রাখিবার জন্য কসুর করিতেছেন না। অন্য দিকে আসরে রাষ্ট্রপুঞ্জকে নামানোর জন্যও চেষ্টার অন্ত নাই। ত্রাণের নামে সেটা যে এক ষড়যন্ত্র আমেরিকার কাগজে তাহা ফাঁস হইয়া যাওয়ায় সেক্রেটারি-জেনারেল গোঁসা করিয়াছেন। তাঁহার আপত্তি ভারত কেন সে সব অকথা-কুকথা অন্যদের শুনাইতেছে! এই সব কুট-নৈতিক ক্রিয়াকলাপ যাহাতে আরও জোরদার করা যায় ইয়াহিয়া খান সে-জন্য তাঁহার ২৮ জুনের ভাষণ মাফিক অন্য কাজেও হাত দিয়াছেন। প্রকৃত বাদশার মেজাজে তিনি বলিয়াছিলেন—অক্টোবরের ২৭ তারিখে ঘুম হইতে উঠিয়া প্রথমে যাঁহার মুখ দেখিব তাঁহার হাতেই ক্ষমতা তুলিয়া দিব! ইয়াহিয়া তাহার আগেই বাংলাদেশে এমন একখানা মুখ খুঁজিয়া লইয়াছেন। অসামরিক গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন ডাঃ মালিক। তিনি কে বা কী, সে প্রশ্ন অবান্তর। নুরুল আমিন পর্যন্ত পিছু হঠিয়া গেলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে দৌত্য করিতেও নাকি তিনি অসম্মত। সুতরাং, কালো-ঘোড়া ছাড়া উপায় কী! ইয়াহিয়া তাহার লেজ ধরিয়াই ঝুলিয়া পড়িয়াছেন। ডাঃ মালিককে তিনি খেলাত দিয়াছেন, এবং তাঁহাকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখার জন্য টিক্কার বদলে অন্য ফৌজী পাহারাওয়ালারাও বহাল হইয়াছেন—এটাই সংবাদ। লক্ষণীয় ব্যাপার এই, তথাকথিত ক্ষমতার হাতবদল হইল পূর্বখণ্ডে, পশ্চিমে নয়। এমন কী জনাব ভুট্টো পর্যন্ত এই খেলার চালাকিটা ধরিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি ইহাকে অসামরিক প্রশাসন বলিতে নারাজ! ভুট্টোকে ইয়াহিয়া খান কীভাবে সামাল দেন সেটাই এখন দর্শনীয়। পশ্চিমে ভুট্টোই একমাত্র সমস্যা নহেন। ভুট্টোর দল দ্বিধা। জঙ্গী-জমানাও নাকি বিভক্ত। তদুপরি আছে ত্রিধা মুসলিম লীগ এবং আঞ্চলিকতার টানা-পোড়েন। অকুতোভয় ইয়াহিয়া এবং তাঁহার সাকরেদরা ইহারই মধ্যে নূতন খেলায় অবতীর্ণ। পর্যবেক্ষকেরা একবাক্যে বলিতেছেন—ইয়াহিয়ার এই চাল পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিল মাত্র। এই নৈরাশ্যে স্বাধীন বাংলা এখন আরও বাস্তব রূপ লইতে বাধ্য। তাহাতে কিছু আসে-যায় না। ইয়াহিয়া তখনও প্রকৃত ডিক্টেটারের মতো সগর্বে বলিতে পারিবেন—আমি ভাঙিয়াছি, কিন্তু মচকাই নাই!

পূজার বাজার

পূজা প্রায় আসিয়া গেল। আর মাত্র কয়েকটা দিন, তাহার পরেই ঢাকের পিঠে কাঠি পড়িবে। মূলত একটা চিন্তাই এই সময়ে ছাপোষা গৃহস্থ মানুষের চিত্ত জুড়িয়া বিরাজমান। কেনাকাটার চিন্তা। মাস-পহেলায় বেতন মিলিয়াছে, হরেক প্রতিষ্ঠানে বোনাস-বিতরণের পর্বও সমাপ্ত. সুতরাং "আর কয়েকটা দিন যাক" বলিয়া বাড়ির লোকদের ঠেকাইয়া রাখার উপায় নাই, একে একে সকলকেই এখন 'মার্কেটিং'-এ বাহির হইতে হইবে। কেনাকাটার একটা মস্ত অংশই জুড়িয়া থাকে জামাকাপড়। তাহার ফর্দও ইতিমধ্যে অনেক বাড়িতেই তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। ফর্দ, বলা বাহুল্য, একবারের চেষ্টায় তৈয়ার হয় না। দফায় দফায় তাহার আয়তনের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। কখনও বাড়িয়া যায়, কখনও-বা কমিয়া আসে। মূল প্রবণতা অবশ্য বৃদ্ধির দিকেই। গৃহকর্তাকে অগত্যা শক্ত হাতে কলম লইয়া বসিতে হয়, কিন্তর দাবি-দাওয়া তাঁহার কলমের খোঁচায় ছাঁটাই হইয়া যায়।

তাহা লইয়া ঘরে ঘরে মান-অভিমান অশ্রুমোচনের পর্বও কিছু কম জমে না। অনেক ক্ষেত্রে বাক্যালাপও হয়তো কয়েকটা দিনের জন্য বন্ধ রহে। কিন্তু উপায় কী! কাপড় অনুযায়ী কোট বানাইতে হয়, সাধ্য অনুযায়ী ফর্দ। গোড়ায় দিকে এই সহজ কথাটা মনে রহে না বলিয়াই তো শেষের দিকে গণ্ডগোল। ফর্দ যাঁহারা ঢালাও হাতে রচনা করেন, তাঁহাদেরও অবশ্য দোষ দিবার উপায় নাই। বস্তুত, সম্বৎসর তো অনেক সাধ-আহ্লাদই মেটে না. গৃহকর্তাকে কিছু বলিতে গেলেই শুনিতে হয়. "এখন থাক., পূজার সময়ে দেখা যাইবে।" ফলে. দাবি-দাওয়াগুলি মাসের পর মাস জমিতে জমিতে শেষ পর্যন্ত পাহাড় প্রমাণ হইয়া ওঠে। গৃহকর্তাকে তখন চোখে অন্ধকার দেখিতে হয়। মনে হয়, পূজা বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি না আসিলেই ছিল ভাল।

হয়তো এক-একবার মরিয়া হইয়া তাঁহার বলিতে ইচ্ছা হয়, "এবারে কিছু পারিব না।" কিন্তু তাহারই বা উপায় কী! গৃহিণী আসিয়া প্রায় নিত্যদিনই শুনাইয়া যান যে, অমুক-বাড়ির কেনাকাটার পর্ব সারা হইয়া গিয়াছে, তমুক-বাড়ির মার্কেটিংও প্রায় সাঙ্গ হইয়া আসিল। উপরন্তু আছে ছেলেপুলেরা। মস্ত একটা প্রত্যাশা লইয়া বসিয়া আছে, তাহাদের খুশি-ভরা মুখশ্রীকে ম্লান করিয়া দিতে মন সরে না। ফলে, পকেটের অবস্থা যাহাই হউক, হাতে ফর্দ লইয়া 'দুর্গা' বলিয়া পথে বাহির হইতেই হয়। সমস্ত অভাব, সমস্ত অনটনের মধ্যেও যাঁহার যেটুকু সাধ্য, সেই অনুযায়ী প্রিয়জনদের হাতে কিছু তুলিয়া দিতেই হয়। আর তাই, জেলায় জেলায় যখন বানভাসি, তখনও, সেই অশ্রুপ্লাবিত পরিবেশের মধ্যেও সাধ আর সাধ্যের মধ্যে যা-হোক কোনক্রমে একটা সেতুবন্ধনের চেষ্টা চলিতেছে। আর সেই মর্মান্তিক প্রয়াসেরই অন্য নাম—পূজার বাজার।

যৎকিঞ্চিৎ

কলিকাতায় শীঘ্রই ক্রস-বার পদ্ধতিতে এক নূতন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু হইতেছে। প্রস্তাবিত ৪১-এক্সচেঞ্জের দুই হাজার টেলিফোন লাইন ছাড়া '৪৬' এক্সচেঞ্জের কিছু লাইনও ক্রস-বার পদ্ধতির আওতায় আসিতেছে। টেলিফোনের সুযোগ লইয়া আজকাল অনেককে ভয় দেখানো এবং রাত্রে ও অন্যান্য সময়ে বিরক্ত করা হইয়া থাকে। অনেক বাড়িতে টেলিফোন থাকা কোন কোন সময় ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কারণ অটোমেটিক টেলিফোনের জন্য অন্য প্রান্ত হইতে কাহারা টেলিফোন করিতেছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রস্তাবিত ক্রস-বার পদ্ধতিতে টেলিফোন করিবার সঙ্গে সঙ্গে ওই নম্বরটি এক্সচেঞ্জের বোর্ডে ছাপা হইয়া যাইবে। ফলে পুলিসকে খবর দিলে কোন্ নম্বর হইতে বিশেষ নম্বরের লোকজনকে বিরক্ত করা বা হুমকি দেখানো হইতেছে, তাহা জানা যাইবে। পাবলিক টেলিফোন হইতে হয়তো ওই ধরনের বিরক্তিকর ব্যাপার চলিতে পারে। কিন্তু রাত্রের দিকে পাবলিক টেলিফোন ব্যবহার করিবার সুযোগ খুবই কম। ইতিপূর্বে বোম্বাই শহরে ক্রস-বার পদ্ধতির টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ ভরসা দিয়াছেন যে, কলিকাতার অন্যান্য এলাকার টেলিফোনও ক্রমে ক্রমে নূতন ব্যবস্থার আওতায় আসিবে। টেলিফোন-কর্তৃপক্ষ মহানগরীতে উন্নততর ব্যবস্থা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে যদি বর্তমানে ঘন ঘন টেলিফোন খারাপ বা ক্রস-কানেকশান হওয়া বন্ধ করিতে বা লাইন কাটিয়া দেওয়ার পর তাড়াতাড়ি লাইন ঠিক করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করিতে পারেন, তাহা হইলে কলিকাতার নাগরিকেরা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতে পারিবেন।

রাজ্য নব কংগ্রেসের সভাপতি পদ নিয়ে এখনও নানা প্রশ্ন

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

প্রদেশ কংগ্রেসের (নব) সভাপতিত্ব নিয়ে এখনও জটিলতা দূর হয়নি। এখনও পরিস্থিতিটা এইরকম: প্রধানমন্ত্রী এই পদে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে চান, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি তা বলবেন না। আবার, যাঁরা দেবীবাবুকে সভাপতি করতে অনিচ্ছুক, তাঁরাও যতক্ষণ না প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে দেবীবাবুর নাম বলছেন, ততক্ষণ তাঁকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাড়বেন না।

৭ সেপটেম্বর শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বাড়িতে বিভিন্ন জেলার নব কংগ্রেস নেতাদের বৈঠক আছে। সেখানে সর্বসম্মত নামের জন্য চেষ্টা হবে। না হলে ৯ সেপটেম্বর দলের ওয়ার্কিং কমিটিতে এই বিষয়ে আলোচনার পর দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব স্থির করবেন, কী করা।

শোনা যায়, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আরও কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও নতুন কমিটি নিযুক্ত করার কথা ভাবছেন।

পিকিং-এর নীতি রুশ বিরোধী

—প্রাভদা

মসকো, ৪ সেপটেম্বর—প্রাভদার এক নিবন্ধে ওয়াশিংটন সম্পর্কে পিকিং-এর নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এবং একে 'সোভিয়েট বিরোধী' বলে বলা হয়েছে। শ্রী আই অ্যালেকজানদ্রোভের লেখা ওই নিবন্ধটি 'তাস' প্রকাশ করেছে।

নিবন্ধে চীনা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আর যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, তার অন্যতম ইউরোপ ও এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তার বিরোধিতা। নিরস্ত্রীকরণ ও পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে বোঝাপড়ায় উপনীত হতে সুস্পষ্ট ব্যবস্থায় নেওয়ায়ও চীন বিরোধিতা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

নিবন্ধে বলা হয়েছে: চীনা নেতৃত্ব মারকসবাদবিরোধী এবং মাওবাদের লেনিন-বিরোধী আদর্শবাদের উপর ভিত্তি করে রচিত। —ইউ এন আই

শ্রীধর্মতেজার বিচার শুরু

নয়াদিল্লি, ৪ সেপটেম্বর—আজ অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা জজ শ্রীমুনিলাল জৈনের আদালতে জয়ন্তী শিপিং কোমপানির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীধর্ম তেজার বিচার শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের কৌঁসুলি শ্রীতেজার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি আদালতের সামনে পড়ে শোনান। শ্রীতেজার বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ, প্রতারণা, হিসাবে অসদুপায় অবলম্বন এবং মিথ্যা হিসাব রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে।

শ্রীতেজা তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের কৌঁসুলি শ্রী আর এল মেহেতা আদালতকে বলেন, শ্রীতেজার বিচার করতে হলে জাপান থেকে ১৪ জন, লনডন থেকে ১১ জন, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৭ জন নরওয়ে থেকে ২ জন এবং বোমবাই থেকে ৪ জন সাক্ষী আনতে হবে। এছাড়া ২০ জন আছেন খোদ দিল্লিতেই।

এই মামলায় সাক্ষ্যদানের দিন ধার্য হয়েছে আগামী ২০ অকটোবর। ভারতের সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রথম নেওয়া হবে। পরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাক্ষীদের ডাকা হবে। —ইউ এন আই

কলকাতার কড়চা

যদিও এবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সেই আগেকার মেলার আকার নেই, মহাজাতি সদনের ছোট মাপের প্রেক্ষাগৃহে দশদিনের আঁটসাট অনুষ্ঠানে অতীতের বোল-বোলাও অনুপস্থিত, তবু যে এই সম্মেলনটা অন্য সকলের চেয়ে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যময় তা প্রথমদিনের কর্মসূচী থেকেই নজরে পড়ে। এবার, অনেকদিন পরে আবার দুই বাংলার সংস্কৃতি এক হল। দুই বাংলার বিদগ্ধজনেরা এক মঞ্চের উপরে সমবেত হয়ে ভাব-বিনিময় করলেন। দুই বাংলার শিল্পীরা একত্র হয়ে শোনালেন বাংলার গান। রূপান্তরের গানে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল সমবেত শ্রোতাদের হৃদয়। দরাজ গলার তাজা গানের ডালি উপহার দিলেন ওপার বাংলার শিল্পীগোষ্ঠী।

আমাদের সংগীত সাধনার অনেকগুলি দিকই আজ অবহেলিত। কারণ এটা জনপ্রিয়তার যুগ এবং জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে যে সব জিনিস উত্তীর্ণ হতে পারে না, আমাদের সংগীত ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তাঁরা অপাংক্তেয় হয়েই থাকেন। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের ঝোঁক অতীতে এক সময় এই সব অনুষ্ঠানের দিকেই ছিল। ধ্রুপদ, টপ্পা, কীর্তন এবং লোক-সংগীত, বাংলার কাব্য-সংগীতের এই হচ্ছে চারটে প্রধান খুঁটি। এই চারটে খুঁটি ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির সম্যক পরিচয় ফুটিয়ে তোলার দিকে চোখ রেখে অনুষ্ঠান-সূচী প্রণয়ন করলে তবেই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের একটা পূর্ণরূপ (বিশেষত সাঙ্গীতিক রূপ) প্রকাশ পায়। এছাড়া পাঁচালী, কথকতা, কবিগান, তরজা ও নানা আঞ্চলিক প্রথাও আছে। আছে নাগরিক সংস্কৃতির বাহন কাব্য ও সাহিত্য। সম্মেলন আকারে ছোট হলেও এগুলিকে একেবারে ছেঁটে দিলে অঙ্গহানি ঘটে। নবীন উদ্যোক্তারা আশা করি একথা স্মরণ রাখবেন।

গত বছর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে বঙ্গ সংস্কৃতির বহু পৃষ্ঠপোষকই একটা শূন্যতা বোধ করেছিলেন। উদ্যোক্তারা যে শত অসুবিধা সত্ত্বেও এবার এত বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছেন, তার জন্য তাঁরা অবশ্যই সাধুবাদ পেতে পারেন।

রামপ্রসন্ন শতবার্ষিকী

ঘরানাগুলি নাকি ভেঙে পড়ছে, নানা ধারার মধ্যে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কথাটা মিথ্যে নয়। যুগ এগিয়ে চলেছে—একটা আইডিয়াকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকবার দিন আর নেই। তবু, ঘরানাগুলি যে ঐতিহ্য রেখে গেছে বা যাচ্ছে, তার মূল্য অপরিসীম, তার স্বীকৃতি দিতেই হবে,—সে যে ইতিহাস। বাংলায় সেই রকম অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য রেখে এসেছে বিষ্ণুপুর। এই বিষ্ণুপুর ঘরানায় এক-জন শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হল 'ইন্দিরা'র উদ্যোগে ২৯ আগসট বালি-গঞ্জ শিক্ষাসদনে। অক্লান্ত বর্ষণেও সেদিন বহু বিশিষ্ট অতিথি এসেছিলেন এই গুণী শিল্পী তথা বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, রামপ্রসন্ন গানে যেমন ওস্তাদ ছিলেন, তেমনি পারদর্শী ছিলেন সেতারে।

গানে তিনি তাঁর পিতৃদেব অনন্তলালের কাছ থেকে পাওয়া বিষ্ণুপুর ঘরানাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন কিন্তু সেতারে তাঁর নিজস্ব ধারা পরিকল্পিত হয়েছিল মহম্মদ খাঁর অনুসরণে। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তর্জনী এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলি সহযোগে বাদনপদ্ধতি, যা সেদিন তাঁর পুত্র শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজনায় পাওয়া গেল। আহা, কী চমৎকার বাজালেন সেতারে গৌড়সারং রাগ তাঁর পিতার রীতিতে। পরিষ্কার, নিটোল, স্পষ্ট অথচ সুরমাধুর্যে পূর্ণ বাজনা। শুনলেই বোঝা যায় এ এক বিশিষ্ট রীতি।

আর সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন এসরাজে শ্রীঅশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশবাবুর ছোট ভাই। অপূর্ব এবং অতুলনীয় এই দুটি শব্দই বোধহয় অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে। অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার আর একজন প্রবীণ সংগীতাচার্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তোড়ি রাগে ধ্রুপদ এবং ধামার গাইলেন আধ ঘণ্টারও কম সময়; কিন্তু এরও তুলনা নেই। দিল্লি-দিল্লি থেকে খাঁ সাহেব, পণ্ডিতজীরা কলকাতায় আসেন, অনেক ওস্তাদি দেখিয়ে যান, আমরা ধন্য ধন্য করি। কিন্তু সত্যকিঙ্কর-বাবুর গান শুনে অশ্রুসজল চোখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। এ বস্তু আমাদের আছে, এই শিল্পী আমাদের আছে, এই সাধনা আমাদের আছে—আর আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি কাদের? কী তারা আমাদের দিয়ে যাচ্ছে? কালীপদ পাঠক মহাশয় গেছেন—তার সঙ্গে গেছে বাংলার টপ্পা। সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে চলে যাবে আর এক বিরাট ঐতিহ্য বাংলায় সঞ্চিত ধ্রুপদ। আমরা এ সব রাখব কি করে? আত্ম-সচেতন হব আর কবে!

কানা ছেলে ও পদ্মলোচন

আজকের দিনে পরীক্ষার নৈরাজ্য নিয়ে কথা বলছিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী অব্যয়চৈতন্য। তিনি দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না এনে, মূল কাঠামো বজায় রেখেই সুষ্ঠু এবং সত্যকার শিক্ষাদান সম্ভব একথা তিনি যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। তাঁর মতে, বস্তুত ছাত্র বা শিক্ষক নয় এমন কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জড়িত থাকার অধিকারী নয়। ফলে, এমন একটি ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ধীরে ধীরে তারা সেই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে, কিংবা প্রকৃত ভূমিকা পালনের দায়িত্বে ফিরে আসে। কিন্তু কী সেই সোনারকাঠি যা ছোঁয়ালে শতাব্দীব্যাপী অশিক্ষা অর্ধশিক্ষার ঘুমঘোর চট্ করে কেটে যাবে? ছাত্র দাঁড়াবে ছাত্রের নিজস্ব ভূমিকায়? এবং শিক্ষক, শিক্ষকের পাদপীঠে?

ব্রহ্মচারী মৌখিক পরীক্ষার কথা প্রসঙ্গত বলেছেন। এবং বলেছেন, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়-চালিত, 'পাবলিক এগজামিনেশন' বাতিল করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষায়তনের পৃথক দায়িত্বে একদিকে যেমন তাদের প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা নেওয়া হবে, অন্যদিকে তাদের চারিত্রিক স্বীকৃতিপত্রও দেবে সেই শিক্ষায়তন। ভবিষ্যৎ-জীবনে যদি 'পাবলিক এগজামিনেশন' দিতেও হয়, যা না দিলেও চলবে তখন, তাহলে হয়তো মুড়ি-মিছরির একদর হবে না। আগে থেকেই তো মুড়ি ও মিছরির দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে, কানা ছেলে পদ্মলোচন হিসেবে চালু হতে কিঞ্চিৎ বাধা আছে। এ ব্যাপারে আবাসিক শিক্ষায়তনগুলির ভূমিকাই প্রধান। কেননা, ছাত্রকে তাঁরা ক্লাসরুমে এবং তার বাইরেও ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন॥

বাংলা ছবির সংকট কেন: মুক্তির উপায়

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা বর্তমানে কী তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি সে-কথা শনিবার ই-আই-এম-এ সংস্থার প্রযোজক-শাখার সভাপতি শ্রীবিমল দে নতুন করে সাংবাদিকদের জানালেন। তিনি বলেন, বাংলা চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আজ নানা কারণে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার ফলে নির্মীয়মাণ বাংলা ছবির সংখ্যা ক্রমশ খুবই কমে গিয়েছে। আবার সেই কারণেই স্টুডিওগুলি প্রায় নিষ্ক্রিয়, যেন বন্ধ হবারই মুখে।

স্টুডিওর ভিতরে অথবা নিকট-বর্তী অঞ্চলে গণ্ডগোল, শহরের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদির জন্য বাংলা ছবির কাজ ক্ষতিগ্রস্ত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীদে বলেন, প্রযোজকরা ওই ব্যাপারটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাঁর মতে, ওই অশান্তি সাময়িক।

শ্রীদের বক্তব্য, বাংলা ছবির টিকিট বিক্রয়-লব্ধ টাকার বেশির ভাগ চলে যায় সরকারী তহবিলে (প্রমোদকর বাবদ) এবং প্রদর্শকদের ঘরে; সম্প্রতি আবার প্রদর্শকরা হল-ভাড়ার টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া রয়েছে "প্রোটেকশন মানি"র চাপ। সরকার এবং প্রদর্শকদের দাবি মিটিয়ে প্রযোজকের হাতে শেষ পর্যন্ত লভ্যাংশের ২০ শতাংশের বেশি আসে না। এই অবস্থায় বাংলা ছবির প্রযোজকদের ক্রমশ কাজ বন্ধ করা ছাড়া উপায় কী?

ই-আই-এম-পি-এ সংস্থার প্রযোজক-শাখার দাবি: (১) রাজ্য সরকার কলকাতার ফিলম স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরিগুলিকে বর্তমান সংকট থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য আর্থিক সাহায্য দিন; (২) প্রমোদকর বাবদ প্রাপ্ত টাকার অর্ধেক সংশ্লিষ্ট চিত্র-প্রযোজককে ফিরিয়ে দেওয়া হোক; (৩) পশ্চিমবঙ্গের চিত্র-প্রযোজকদের যথোপযুক্ত ঋণ দেবার জন্য এখানে ফিলম ফিনান্‌স করপোরেশন গঠন করা হোক; (৪) অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে ফিলম ডেভালাপমেন্ট বোরড গঠিত হোক; ইত্যাদি।

অভিনেতৃ-সংঘ, শিল্পী সংসদ এবং কলাকুশলীদের দুটি সংস্থাও ওই দাবিগুলি প্রযোজকদের সঙ্গে একযোগে জানিয়েছেন।

স্টুডিও বন্ধ করার দিন পিছানো হল

ক্যালকাটা মুভিটোন লিঃ, এন টি স্টুডিও (১নং), টেকনিসিয়ানস স্টুডিও (পি) লিঃ, ইন্দ্রপুরী স্টুডিও এবং স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ লিঃ-এর পরিচালকবর্গের পক্ষ থেকে শনিবার এক বিবৃতিতে জানানো হয় যে, ই আই এম পি এর সভাপতির অনুরোধে এবং তিনি আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে দেবেন এই আশ্বাস পেয়ে সাময়িকভাবে তাঁরা স্টুডিওগুলি বন্ধ করার তারিখ পিছিয়ে দিয়েছেন। ই আই এম পি এ যে তাঁদের আরও কিছুদিন কাজ চালিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছেন সে জন্য তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিস্ফোরক দ্রব্যের চোরাই চালান নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় তদন্ত শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রিপোরট পেশ করে কলকাতা পুলিশ ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে গত আগসট পর্যন্ত যে সব বিস্ফোরক দ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র আটক করেছেন তার একটি বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়। ওই রিপোরটে বলা হয়েছে যে, গোয়ালিয়র, আগরা, কানপুর ও বহরমপুর (ওড়িশা) থেকে কলকাতা শহরে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লরিতে এবং ভুয়া ঘোষণায় রেলে বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি হয়ে থাকে। এগুলি আবার সময় সময় কলকাতা থেকে বিহারের জামসেদপুরে ওড়িশার বালেশ্বরে এবং আসামের নওগাঁ, কামরূপ ও শিলচরে চালান হয়। এছাড়া এগুলি কলকাতা থেকে এই রাজ্যের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা এবং চব্বিশ পরগণার যাদবপুর, বেহালা, বাটানগর প্রভৃতি এলাকায় চালান হয় বলে পুলিশ তদন্তে প্রকাশ।

কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ ওই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে ৫৫৫ কে জি বোমা তৈরীর মশলা আটক করেছে—এমন কি আমদানি-রফতানি কাজে ব্যবহার করা সন্দেহে একটি লরিও আটক করা হয়েছে। আটক ওই মশলায় ২ লাখ ৪২ হাজার বোমা তৈরী করা যেত বলে পুলিশের এক মুখপাত্র জানান। এ ছাড়া গোয়েন্দা পুলিশ ৩,২২৪টি তাজা বোমা, গ্রেনেড—৯৭, ডিটনেটর—১৩০, ডিনামাইট চারজার—১, ডিনা-মাইট স্টিক—২০ ও ৫টি মলোটভ ককটেল আটক করেছে।

ওই সময়ের মধ্যে কলকাতা পুলিশ ৩২টি দেশী স্টেনগান সহ ১৯৯টি আগ্নেয়াস্ত্র আটক করেছে। ওগুলির মধ্যে রাইফেল—৫, ছোট বন্দুক—৯, রিভলবার—১৬, পিস্তল—৩ ও ১৩৪টি পাইপগান আছে।

চোরাপথে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আমদানীর বিবরণ দিতে গিয়ে কলকাতা পুলিশের জনৈক মুখপাত্র অভিযোগ করেন যে, ওই শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা শুধু সমাজ-বিরোধীদের কাছেই এগুলি চড়া দামে বিক্রয় করে না, কোন কোন রাজনৈতিক দলের এক শ্রেণীর সমর্থকের কাছেও ওই বিস্ফোরক দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হয়। অন্যান্য রাজ্যের কর্তৃপক্ষ যাতে তাঁদের রাজ্যগুলি থেকে এইভাবে চোরাপথে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি পশ্চিমবঙ্গে আমদানি না করা যায় তার জন্য সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে একটা সুদৃঢ় ব্যবস্থা কী করা যায় এবং কীভাবে তা কার্যকর করা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত ওই বিশেষজ্ঞ দল তা বিবেচনা করছেন।

উ থানটের পদত্যাগের সুস্পষ্ট ঘোষণা

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৪ সেপটেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব (সেক্রেটারি জেনারেল) উ থানট গতকাল সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ৩১ ডিসেম্বর তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তিনি আর ঐ পদে থাকবেন না।

প্যারিসে আন্তঃসংসদীয় সম্মেলনে প্রেরিত এক বাণীতে উ থানট বলেন, আমি এই বছর রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে চলে যাচ্ছি। মহাসচিবরূপে কার্যকালের শেষ বছরে ওই সম্মেলনে যোগ দিতে না পারায় উ থানট দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষকদের মিছিল, বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক, অশিক্ষক ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অতিরিক্ত সরকারী মহার্ঘ ভাতা বন্ধের প্রতিবাদে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে শিক্ষকরা শনিবার মহাকরণের সামনে মিছিল করে গিয়ে বিক্ষোভ জানান।

এর আগে এদিন দুপুরে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শিক্ষকগণ এক সমাবেশে যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসত্যপ্রিয় রায়। শ্রীমতী অনিলাদেবী বক্তৃতা করেন। এখান থেকে তাঁরা মিছিল করে মিশন রোতে এলে পুলিশ তাঁদের গতিরোধ করে। ওখানে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখাবার পর তাঁরা চলে যান।

বিদ্রোহী পি এস পি আজ সোস্যালিসট পারটিতে যোগ দিচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

পি এস পি (বিদ্রোহী) আজ রবিবার থেকে সোস্যালিসট পারটিতে যোগ দিচ্ছে। শনিবার ওই দলের কর্ম সমিতির বৈঠকে ভোটাধিক্যে এই যোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে সোস্যালিসট পারটিতে যোগ দেওয়ার সাংগঠনিক পদ্ধতি নিয়ে কথা বলার দায়িত্ব দলের সম্পাদক শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্যকে দেওয়া হয়।

গত ৭ আগসট ওই দলের বিশেষ রাজ্য সম্মেলনে সোস্যালিসট পারটিতে যোগ দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছিল।

পৌর কর্মীদের গৃহ-নির্মাণবাবদ কেন্দ্রের কাছ থেকে সাহায্য দাবি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ সেপটেম্বর—কলকাতা পৌরসভার নিম্নআয়ের কর্মচারীদের গৃহনির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের বিষয়ে কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত এখানে কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহ-নির্মাণ দফতরের মন্ত্রী শ্রীউমাশংকর দীক্ষিতের সঙ্গে আলোচনা করেন।

শ্রীগুপ্ত জানান, কলকাতা পৌর-সভার প্রায় ছ' হাজার নিম্নআয়ের কর্মীর গৃহনির্মাণের জন্য সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয়ে এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি এই কাজে কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ-সাহায্য দাবি করেন।

কলকাতার নাগরিকদের পানীয় জলের মানের দিকে নজর রাখার কাজে পরীক্ষাগারের উন্নতি ঘটানোর জন্যও শ্রীগুপ্ত কেন্দ্রের কাছে অর্থ দাবি করেন।

স্ট্যানডিং ফিনানস কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এস কে খানা এবং কলকাতা পৌরসভার কমিশনার শ্রী বি মজুমদারও আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রাচীন ভারতের আদর্শ শিক্ষকদের অনুসরণ করা উচিত

– শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

নয়াদিল্লি, ৪ সেপটেম্বর—কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় শিক্ষকদের প্রতি এই আবেদন জানিয়েছেন, তাঁরা যেন প্রাচীন ভারতের "গুরু"দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষাকার্যে নিজেদের উৎসর্গ করেন। তিনি ছাত্রদের শিক্ষকদের সম্মান করতে এবং দেশের জনসাধারণকে উদার হস্তে শিক্ষক কল্যাণ ভাণ্ডারে দান করতে আহ্বান জানান।

আজ এখানে আগামীকাল শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীরায় ঐ কথা বলেন।

এই বছরে ৯৭ জন শিক্ষক শিক্ষা-ক্ষেত্রে যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রীরায় তাঁদের অভিনন্দন জানান। প্রত্যেকটি পুরস্কারের মূল্য ১০০০ টাকা। তৎসহ একটি প্রশংসাপত্র। গত বছর এই পুরস্কারের মূল্য ছিল ৫০০ টাকা। ১৯৫৮ সালে এই পুরস্কারের সূচনা হয়। এ পর্যন্ত ১১০৫ জন শিক্ষক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

শিক্ষক দিবসে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি এক বাণী মারফৎ বলেছেন, জাতি গঠনে নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রয়োজনের কথা সমাজকে ভাবতে হবে।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বাণীতে বলেছেন, তরুণদের প্রতি শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য এই যে, তাঁরা যেন ক্ষুদ্রতা. ঘৃণা, হিংসার ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত মানুষ হতে পারে সেটা দেখা।

আসাম থেকে ২ জন শিক্ষক পুরস্কার পেয়েছেন।

বিহার থেকে পেয়েছেন ৬ জন। নাগাল্যানড থেকে একজন। ওড়িশা থেকে ৩ জন। উত্তর প্রদেশ থেকে পেয়েছেন ১২ জন। পশ্চিম বাংলা থেকে পেয়েছেন শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সাহা, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদালাল পাল, শ্রীমতী এস গুরুং, শ্রী ডি সি চক্রবর্তী এবং ব্রজপাল সিং।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

রিসারচ ফেলোশিপের জন্য ২৫জন নির্বাচিত

নয়াদিল্লি, ৪ সেপটেম্বর—ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি রিসারচ ফেলোশিপের পুরস্কারের জন্য যে ২৫ জন প্রার্থী ১৯৭১-৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রানটস কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীঅমিয়শ্যাম চৌধুরী (মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রী সুভাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যব্রত চক্রবর্তী (রেডিও ফিজিকস অ্যানড ইঞ্জিনীয়ারিং এবং যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কুমারী গীতিমালা বসু ও শ্রীসমীরকুমার সরকার (ইলেকট্রনিকস অ্যানড টেলি কমিউনিকেশন ইঞ্জি-নীয়ারিং)।

জাতীয় পুরস্কারের জন্য ১৭জন শিক্ষক বিবেচিত

এ বছর জাতীয় পুরস্কারের জন্য ১৭জন শিক্ষক বিবেচিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন ৫৪জন প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক, ৩৭জন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক এবং ৬জন সংস্কৃত শিক্ষক। স্বাধীনতার পর ১৯৫৮ সাল যখন থেকে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় তখন থেকে আজ পর্যন্ত ১২০২ জন শিক্ষক এই পুরস্কার লাভ করেছেন। প্রত্যেকটি পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয় একটি 'সারটিফিকেট অব মেরিট' এবং ১০০০ নগদ টাকা। দিল্লিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

যে সকল শিক্ষক এবারের পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়েছেন তাঁদের অন্যতম হলেন প্রাইমারী শিক্ষক শ্রীমহিমারঞ্জন দত্ত (আসাম), মাধ্যমিক শিক্ষক শ্রীবনমালী মিশ্র (আসাম), সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত পুণ্ডরিকাক্ষ মিশ্র (উড়িষ্যা), সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (পশ্চিমবঙ্গ), প্রাইমারী শিক্ষক সর্বশ্রী গঙ্গানিধি দাস ও হর্ষবর্ধন শাহ (উড়িষ্যা), প্রাইমারী শিক্ষক সর্বশ্রী গোবিন্দচন্দ্র সাহা, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, গোরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দলাল পাল ও শ্রীমতী শরকিম্মায়া গুরুং এবং মাধ্যমিক শিক্ষক সর্বশ্রী ডি সি চক্রবর্তী ও ব্রজপাল সিং (সবাই পশ্চিমবঙ্গের) এবং মাধ্যমিক শিক্ষক শ্রীআর্তবন্ধু পট্টনায়ক (উড়িষ্যা)।

প্রায়ই বিদ্যুৎ বন্ধ / প্রতিকারে সোমবার বৈঠক

স্টাফ রিপোরটার

মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ বন্ধ (লোডসেডিং) থাকার দরুন জন-জীবনের বিভিন্ন স্তরে, বিশেষত শিল্প এলাকায় উৎপাদন হ্রাসের দরুন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এ অবস্থার কোন প্রতিকার করা যায় কিনা সে সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করার জন্য আগামী সোমবার বেলা ১১টায় রাজ্য শিল্পদফতর বিভিন্ন উৎপাদক সংস্থার এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন।

এছাড়া সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে

> বিদ্যুৎ সংকটের জের শনিবার রাত্রের দিকেও কলকাতার জীবন-যাত্রাকে কাবু করে ফেলে। শহরের নানা অঞ্চলই ছিল এদিন একটানা অনেকক্ষণ অন্ধকার। অপ্রদীপের জের কোথায়ও পনের মিনিট, কোথায়ও আবার তিন ঘণ্টা পর্যন্ত। বিদ্যুতের অভাবে কোন কোন সিনেমা হলে চিত্র প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। সেনট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে বাইরের বহু টেলিগ্রামই আসতে পারেনি।

সরকার পাঁচজনের এক কমিটি গঠন করেছেন।

শক্তি সরবরাহে বিঘ্ন—ট্রেন বন্ধ

গত কয়েকদিনের মত শনিবারও কলকাতা ও শহরতলির নানা জায়গায় বেশ কয়েকবার বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলে শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখায় সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিট থেকে প্রায় বিশ মিনিট ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। ওই সময় আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনেও মিনিট পনের বিদ্যুৎ-শক্তি বন্ধ ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীদের একটি ইউনিয়নের 'নিয়ম-মাফিক কাজ' আন্দোলনের ফলেই প্রধানত এই অবস্থা দেখা দিয়েছে বলে রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র শনিবার মন্তব্য করেন।

শনিবার রাজ্য শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানান, বিভিন্ন বণিকসভা এবং আই জে এম-এর পক্ষ থেকে রাজ্য শিল্পদফতরের কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার জন্য উৎপাদনে বিঘ্ন এবং এজন্য যে লোকসান হচ্ছে তার বিবরণ দিয়ে অনেক চিঠিপত্র এসেছে।

মুখপাত্র জানান, ওই বৈঠকে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপলাই করপোরেশন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, ব্যানডেল তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ডি-ভি-সি, দুর্গাপুর প্রোজেকটস প্রভৃতি সংস্থার প্রতিনিধিগণ যোগ দেবেন। লোড শেডিংজনিত সমস্যা সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হবে।

শ্রীসুশীল ধাড়ার স্বাস্থ্যের আরও অবনতি

স্টাফ রিপোরটার

অনশনের দশম দিবসে শ্রীসুশীল-কুমার ধাড়ার অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। পেটের ব্যথার জন্য তিনি রাতে ঘুমোতে পারেননি। শীর্ণ কণ্ঠে তিনি কথা বলেন। জনৈক সাংবাদিকের নিকট তিনি বলেন, হিংসার রাজনীতি ও খুনোখুনি বন্ধের ব্যাপারে জন-সাধারণ এগিয়ে না আসা পর্যন্ত তিনি অনশন চালিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প। শ্রীধাড়া বলেন: একটি জীবন বড় কথা নয়—আমার শ্মশানের ওপরও যদি এ রাজ্যের শান্তি-সৌধ রচিত হয় তাহলে আমি ধন্য হব।

এদিন আদি কংগ্রেস-এর সর্ব-ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র ভরমা এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (আদি) সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোক-কৃষ্ণ দত্ত শ্রীধাড়ার সঙ্গে দেখা করে তাঁর শরীরের অবস্থা বিবেচনায় অবিলম্বে অনশন প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনশন শিবিরে গিয়ে শ্রীধাড়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিলেন। তিনি বলেন, হিংসা বন্ধের কাজের দায়িত্ব আজ প্রত্যেকের। বিদ্রোহী পি এস পির শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্যও শ্রীধাড়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এদিকে নদীয়া থেকে শান্তি পদ-যাত্রীরা আজ, অনশন শিবিরে এসে পৌঁছেছেন।

ছাত্র কল্যাণ পরিষদের অনশনের সিদ্ধান্ত

শ্রী ধাড়ার অনশনের সমর্থনে আজ, রবিবার ছাত্র কল্যাণ পরিষদের কর্মীরা অনশন করবেন ঠিক করেছেন।

কুকমী গুঁড়ো মশলা

কেনার সময় মনে রাখবেন কুকমীর প্যাকেটের লেবেলে কুকমী নামের সঙ্গে অন্য কোন ব্র্যান্ডের নাম যুক্ত নেই

আমাদের কোন ব্রাণ্ড নেই
জনপ্রিয় কুকমীই আমাদের একমাত্র ব্র্যান্ড যার পেছনে রয়েছে ১২৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক:
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিঃ ৭, ফোন: ৩৩-০৯৯৬
মিল—কাশীপুর।

শরণার্থী ত্রাণ উপদেষ্টা কমিটি গঠন

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শরণার্থী শিবিরগুলির পুনর্গঠন এবং শিবির সংক্রান্ত কাজকর্ম দ্রুত সম্পাদনের উপায় নির্দেশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার শরণার্থী ত্রাণ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছেন। উদ্বাস্তু ত্রাণ দফতরের কমিশনার ডঃ বি কে ভট্টাচার্য এই কমিটির চেয়ারম্যান।

শুক্রবার ওই কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে শরণার্থী শিবির নির্মাণের জন্য একটি নমুনা প্রকল্প পেশ করতে বলেছেন। বৈঠকে এ সম্পর্কে আলোচনার পর স্থির হয় যে, ওই কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পি ডব্লিউ ডি এবং অন্যান্য দফতরের চীফ ইনজিনিয়াররা একটি নকসা তৈরি করে কমিটির কাছে পেশ করবেন।

সরকারী এবং বিবিধ সমাজকল্যাণ সংস্থার পক্ষ থেকে শরণার্থীদের মধ্যে যে মেডিকেল রিলিফ দেওয়া হচ্ছে তার একটি পূর্ণ তালিকা কমিটির কাছে পেশ করা হবে। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন শিবিরে মেডিকেল রিলিফ যাতে সুষ্ঠু ও সমভাবে বণ্টন করা হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন স্থানে কোথায় কত নলকূপ দরকার এবং সেগুলি ঠিকভাবে চলছে কিনা কমিটি তাও খতিয়ে দেখবেন। খাদ্য বণ্টনের ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডক লেবার বোরড কর্মীদের ৩ ঘণ্টা কর্মবিরতি

স্টাফ রিপোরটার

দু মাসের পুজো বোনাসের দাবিতে কলকাতায় ডক লেবার বোরডের ১২ হাজার শ্রমিক শনিবার দুপুরে ৩ ঘণ্টাকাল কর্মবিরতি পালন করেন।

ডক শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন ও টালি ক্লারক কমিটিও কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিলেন।

রুশ দূতাবাসে সমাজবাদী যুব জনসভার স্মারকলিপি

স্টাফ রিপোরটার

সমাজবাদী যুব জনসভার কর্মীরা শনিবার বিকালে তিনটায় রুশ দূতাবাসের সামনে গিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে 'পাক বাহিনীর পৈশাচিক অত্যাচারের হাত থেকে অসহায় মানবতাকে রক্ষা করার জন্য স্বাধীন বাংলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানে সোভিয়েট রাশিয়ার নীরবতার সমালোচনা করা হয়।

পঃ বঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির রাজ্য সম্মেলন ৮ থেকে ১০ সেপটেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। উদ্‌বোধন ৮ সেপটেম্বর বিকাল ৩টায় দ্বারভাঙ্গা ভবনে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের এবং সাক্ষরতা আন্দোলনকে সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত করার জন্য এই সম্মিলনে কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা হবে। বিশদ বিবরণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

তির্যক

পুজোর বাজার

শ্রীচবন সোমবার পঃ বঙ্গ সফরে আসছেন

স্টাফ রিপোরটার

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চবনের এবারকার দুদিনব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ সফর নানাবিধ কর্মসূচিতে ঠাসা। শ্রীচবন কলকাতায় শিল্প পুনর্গঠন করপোরেশন, সি-এম-ডি-এ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংক-এর কর্মকর্তাগণের সঙ্গে দেখা করা ছাড়াও শরণার্থী শিবির ও বন্যাপ্লাবিত কয়েকটি জেলা পরিদর্শন করবেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সোমবার সকাল ৯টায় দমদম বিমানঘাটিতে নামছেন। সকাল ৯-৩৫ মিনিটে তিনি লবণ হ্রদে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যাবেন। তিনি সেখানে এক ঘণ্টা কাটাবেন। বেলা ১১-৩০ মিনিটে তিনি শিল্প পুনর্গঠন করপোরেশনের কাজকর্ম কীভাবে চলছে তা দেখতে যাবেন। ২-৩০ মিনিটে শ্রীচবন বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ দেখতে যাবেন এবং সি-এম-ডি-এ'র কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। বিকাল ৫টায় তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। সন্ধ্যা ৭টায় ক্ষুদ্র শিল্প সমিতি ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

মঙ্গলবার সকাল ৭টায় শ্রীচবন একখানি হেলিকপটারে বন্যাপ্লাবিত বিভিন্ন জেলা পরিদর্শনের জন্য যাত্রা করবেন। তিনি মালদহ, মুরশিদাবাদ, নদীয়া, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার বন্যার অবস্থা পরিদর্শন করবেন। মধ্যাহ্নভোজের পর তিনি কলকাতায় বিভিন্ন বণিকসভার প্রতিনিধিগণের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। ৪-১৫ মিনিটে তিনি দমদম বিমানঘাটি থেকে বিমানে জামসেদপুরে যাত্রা করবেন।

পাক সেনাধ্যক্ষ করনেল সরফজ খাঁ নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিলচর, ৪ সেপটেম্বর— পাকিস্তানের ৩১ পানজাব বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ও শ্রীহট্টের পূর্বতন সামরিক আইন প্রশাসক করনেল সরফজ খাঁ এক জীপ দুর্ঘটনায় নিহত হন। মুক্তিফৌজ গেরিলাদের পেতে-রাখা মাইন বিস্ফোরণের ফলেই জীপটি বিধ্বস্ত হয়। শেষ মুহূর্তে প্রাণ বাঁচাতে আরোহী অন্য দুজন অফিসার জীপ থেকে লাফিয়ে পড়েন। কিন্তু গেরিলাদের গুপ্ত আক্রমণে তারাও মারা যান।

মিলিটারি অ্যাটাশেগণ আমডাঙ্গা শিবির দেখলেন

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রানস, ইংলনড, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের ষোলজন মিলিটারি অ্যাটাশে বারাসতের কাছে আমডাঙ্গা শরণার্থী শিবিরটি পরিদর্শন করেন। অ্যাটাশের মধ্যে অনেকেই শরণার্থীদের মুখে জঙ্গী-শাহীর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শোনেন।

বিদেশী ও মিলিটারি অ্যাটাশেদের সঙ্গে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দফতরের নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর পদস্থ অফিসাররা ছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণেই ওই ষোলটি দেশের মিলিটারি অ্যাটাশে বাংলাদেশের শরণার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াকিবহাল হবার উদ্দেশ্যে দিল্লি থেকে এখানে এসেছেন। আজ, রবিবার তাঁদের দিল্লি ফিরে যাবার কথা।

রাউরকেলা ইসপাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার ছুটি নিলেন

বিশেষ প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি, ৪ সেপটেম্বর—রাউরকেলা ইসপাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রী আর পি সিনহা ২ মাসের ছুটিতে যাচ্ছেন। টেকনিক্যাল কমিটি ওই কারখানার ছাদ ধসে যাওয়ার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন, ছাদে অতিরিক্ত ময়লা জমে যাওয়াই এর মূল কারণ। টেকনিক্যাল কমিটির এই রিপোরট অনুযায়ী শ্রীসিনহা ছুটি নিলেন।

ওই কমিটি, কারখানার ছাদ যথাযথ পরিষ্কার না হওয়ার জন্য কয়েকজন অফিসারকে দায়ী করেন। কমিটির মতে, ছাদ পরিষ্কার করার পদ্ধতি 'সন্তোষজনক' নয়।

হিন্দুস্থান স্টীলের ডাইরেকটর (উৎপাদন) শ্রী বি আপ্পু রাওকে অবিলম্বে রাউরকেলা ইসপাত কারখানার দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। তাঁর বর্তমান কাজ যেমন আছে তেমনি থাকবে।

কতিপয় অফিসারের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং হিন্দুস্থান স্টীলের চেয়ারম্যান সেগুলি পরীক্ষা করে দেখছেন। খুব শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শরণার্থী শিবিরে পুলিশের গুলি: তিনজন নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

জলপাইগুড়ি, ৪ সেপটেম্বর— পুলিশ জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত মনুয়াগঞ্জ শরণার্থী শিবিরে গতকাল রাত্রে গুলি চালনা করে। তার ফলে তিনজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়।

সংবাদে জানা যায় রেশন ও জ্বালানি কাঠ নিয়ে শরণার্থীদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতা ক্যাম্পের অফিস এবং সেখানে নিযুক্ত পুলিশকে আক্রমণ করে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে এবং আত্মরক্ষা করতে পুলিশ গুলি চালায়। তিনজন নিহত হয়।

ওই এলাকায় উত্তেজনা থাকায় ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশ সুপার দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়নি।

আলিপুরদুয়ার পুলিশের গোপন তথ্য বিভাগের একটি দল আলিপুরদুয়ার শহরের নিকট থেকে বোমা ও বুলেট ভরতি একটি ব্যাগ হস্তগত করেছে। এ ছাড়া রেলওয়ের যন্ত্রপাতিও আছে। এ সম্পর্কে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কারিগরি পরীক্ষা নবেমবরে

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গ স্টেট কাউনসিল ফর ইনজিনিয়ারিং অ্যানড টেকনিক্যাল এডুকেশন-এর সমস্ত লাইসেনসিয়েট ও ডিপ্লোমা পরীক্ষা ৭ ও ৮ সেপটেম্বর হচ্ছে না। হবে নবেমবরের প্রথম সপ্তাহে। বুধবার কাউনসিলের সচিব এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছেন।

পরিসংখ্যান বিভাগ খুলবে ৬ সেপটেম্বর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের সচিব ডঃ এস পি সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, সোমবার ৬ সেপটেম্বর থেকে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে স্ট্যাটিসটিকসে নিয়মিত ক্লাস শুরু হবে।

পারট ওয়ান প্র্যাকটিক্যাল

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কনট্রোলার শ্রীদেবপ্রসাদ ব্যানারজি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, বি-এ, বি এস-সি পারট ওয়ানের স্থগিত অ্যানথ্রপলজি অনারস প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ৭ সেপটেম্বর থেকে শুরু হবে।

শ্রীব্যানারজি অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, পারট ওয়ান অনারসের বটানি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ৮ সেপটেম্বর থেকে না হয়ে ১৩ সেপটেম্বর শুরু হবে।

হকারসদের নিয়ন্ত্রিত দরে কাপড় সরবরাহের দাবি

অল বেংগল ন্যাশনালিসট হকারস অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সভাপতি শ্রীনকুলচন্দ্র দে এক বিবৃতি প্রচার করে ব্যবসায়ীদের পুজোর আগে নিয়ন্ত্রিত দরে কাপড়চোপড় সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন। শ্রী দে কলেজ স্কোয়ার হকারস অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি।

বেঙ্গল হকারস অ্যাসোসিয়েশনের শ্যামবাজার শাখার সভাপতি শ্রী রবি চাটারজি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তিনি অসুস্থ। এজন্য শ্যামবাজার অঞ্চলে ফুটপাতে হকার স্টল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলে যেন ৮১ বিধান সরণীতে সমিতির কাছে সরাসরি দরখাস্ত পাঠান।

শনিবার বিকালে আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাত থেকে ফলের রস নিয়ে শ্রীমতী আভা মাইতি অনশন ভাঙেন। —নিজস্ব-চিত্র

আদি কংগ্রেস অফিস ফেরৎ, অনশন ভঙ্গ

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

গণ-অনশনে যোগ দেন। নিখিল ভারত কংগ্রেসের (আদি) সাধারণ-সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র ভর্মাও তাঁদের সঙ্গে অনশন করেন।

কিন্তু সওয়া সাতঘণ্টার বেশি অনশন তাঁদের করতে হয়নি। বিকাল সাড়ে তিনটার মধ্যে মেদিনীপুরে থেকে ওই অফিসের দখল পাওয়ার খবর আসে। চারটে দশ মিনিট নাগাদ শ্রীমতী মাইতি সকলের আগে তাঁর ছয়দিনের অনশন ভাঙেন। তারপর শ্রী সেন এবং একে একে আর সকলে।

এরপর গান্ধীজীর মূর্তির নিচে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস (আদি) সভাপতি ডঃ চন্দ্র অনশন ভাঙার খবর জানান। কিছু নব কংগ্রেস কর্মী ওই অফিস দখল করেছিলেন, এই অভিযোগ করে তিনি বলেন, আনন্দের কথা শেষ পর্যন্ত সেই কর্মীরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। এ সম্পর্কে ওইখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি রাজ্য নব কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীআবদুস সাত্তারের ভূমিকার প্রশংসা করেন। প্রদেশ কংগ্রেসের (আদি) সাধারণ সম্পাদক শ্রীদত্তও সাত্তার সাহেবর প্রশংসা করেন।

শ্রীমতী মাইতি বলেন, সত্যের জয় হয়েছে। এই অহিংসার পথেই পশ্চিমবঙ্গে শান্তি আসবে। হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করা যায় না। নিখিল ভারত কংগ্রেসের (আদি) সাধারণ সম্পাদক শ্রীভর্মা বলেন, শ্রীমতী মাইতির অনশনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের জয় সূচিত হল। এই ঘটনা সারা ভারতকে উৎসাহিত করবে।

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের (চৌরঙ্গী) অস্থায়ী সভাপতি শ্রীঅসীম ব্যানার্জি এক বিবৃতিতে বলেন, একমাত্র অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিংসাকে রুখতে পারে।

এদিন ওই অফিস দখলের প্রতিবাদে জানিয়ে সি পি এম-এর রাজ্য সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, সংযুক্ত সোস্যালিসট পারটির (বিদ্রোহী) পক্ষে শ্রীশম্ভু দাস এবং ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় বিবৃতি দেন।

প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে ভবন খালি করে দেওয়া হয়েছে

মেদিনীপুর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, মেদিনীপুরের ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস শাখা শনিবার সকালে মাণিকপুরে জেলা কংগ্রেস ভবন (আদি) খালি করে দিয়েছেন। জেলা কংগ্রেস কমিটির (আদি) সম্পাদক শ্রীপ্রদ্যোৎ মহান্তি বিকালে ভবনটির দখল নেন। বাইরে থেকে ভবনটি তালাবন্ধ ছিল এবং চাবি পাওয়া যায়নি। সেজন্য তিনি পুলিশের সাহায্য নেন।

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের (মহাজাতি) সাধারণ সম্পাদক শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য শনিবার সকালে এখানে আসেন এবং ভবনটি খালি করে দেওয়ার জন্য তিনি ছাত্র পরিষদ সদস্যদের অনুরোধ করেন। ছাত্র পরিষদের জনৈক মুখপাত্র বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর অনুরোধে তাঁরা ভবনটি খালি করে দিয়েছেন।

আলি সাবরির মৃত্যুদণ্ড চাওয়া হয়েছে

কায়রো, ৪ সেপটেম্বর—মিশরের সরকার পক্ষের প্রধান কৌঁসুলি (প্রোসিকিউটর জেনেরল) আজ তিনজনকে নিয়ে গঠিত বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেনট আলি সাবরি ও আরও আটজনের মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানান।

শ্রীসাবরি (৫১) এবং আরও ৯০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ: তাঁরা গত মে মাসে প্রেসিডেনট আনোয়ার সাদাতের সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

গত সপ্তাহে শ্রীসাবরির কৌঁসুলি বলেছিলেন যে, এই আদালত সংবিধানসম্মতভাবে গঠিত নয়। আজ ট্রাইব্যুনালের অধ্যক্ষ বিচারপতি বলেন যে, তাঁরা বিবেচনার পর ওই যুক্তি বাতিল করছেন। অতঃপর আদালতের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রীসাবরি ও আরও এগার জন আদালতে হাজির ছিলেন।

—রয়টার এ পি

কাশীপুরে বন্‌ধ পালন

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

কাশীপুর এলাকায় পুলিশী অত্যাচার ও স্থানীয় যুব কংগ্রেসের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে শনিবার কাশীপুর বন্‌ধ পালন করা হয়। বিবিরবাজার সহ আশে পাশের অঞ্চলে দোকানপাট বন্ধ থাকে। যানবাহনও চলেনি। এদিন যুব-কংগ্রেসের তিনজন কর্মী কাশীপুর থানার সামনে অনশন করেন।

বরানগর-কাশীপুর নাগরিক শান্তি কমিটির সম্পাদক শ্রীনীতিশ গুপ্ত জানিয়েছেন, পুলিশ নির্যাতনের প্রতিবাদে ওই কমিটির আটজন সদস্য শনিবার সকাল ৮টা থেকে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন। যুবনেতা রামচন্দ্র দীক্ষিতের মুক্তি না ঘটা পর্যন্ত অনশন চলবে।

কৃষ্ণনগরে দুজন যুবতী অপহৃত

কৃষ্ণনগর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, শুক্রবার রাত্রে কয়েকজন যুবক রেল স্টেশন এলাকায় হামলা করে দুটি যুবতীকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। অপহৃত যুবতীদের শনিবার পর্যন্ত কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বিদ্রোহী কবির ভাতা মিটিয়ে দিলেন

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

ভূমিকা পালন করে এসেছেন। আজ সেই বন্ধন মোচনের দিন সমাগত। অচিরেই তাঁর কবিতা তাঁর লেখা তাঁরই প্রিয় জনসাধারণের মধ্যে অবাধে বিচরণের সুযোগ পাবে। কাজী নজরুল যে তারুণ্যের স্তব করেছিলেন আজ তারা বাংলাদেশের নিসর্গের ফাঁকে ফাঁকে বন্দুক উঁচু করে অপেক্ষায় কালযাপন করছে। তাদের নিক্ষিপ্ত বারুদ অচিরকালের মধ্যেই কবিতার ও মানুষের শত্রুদের বাংলাদেশের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করবে।"

চুম্বনে মাদকতা!

ডারহাম, ইংলনড, ৪ সেপটেম্বর—ডারহাম জেলের কয়েদীদের সঙ্গে যে সব মেয়ে দেখা করতে যান, তাঁরা না কি কয়েদীদের কাছে চুম্বনের সময় মুখে করে মরিজুয়ানা (মাদক) পাচার করে দিচ্ছেন। একজন প্রাক্তন কয়েদী এ কথা কবুল করেছেন।

উকিলের কাছে এক বিবৃতিতে সেই কয়েদী বলেন, কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে তদন্ত করা উচিত। জেলে প্রচুর মাদকদ্রব্য পাচার করা হচ্ছে। উকিল অভিযোগটি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। —এ পি

টিক্কা খাঁ'র নতুন পদ

নয়াদিল্লি, ৪ সেপটেম্বর—পূর্ব বাংলার ভূতপূর্ব গভরনর ও সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের কোর কমানডার পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

আজ রাওয়ালপিনডিতে সরকারীভাবে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে। রেডিও পাকিস্তান এ খবর প্রচার করেছে।

আমেরিকায় নতুন রাষ্ট্রদূত

মেঃ জেঃ নবাবজাদা এ এম রাজাকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়েছে। আগা হিলালির স্থানে তাঁকে নিয়োগ করা হল।

নেপাল ভারতকে সমর্থন জানাবে

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে ব্যাপারেও দুই দেশ জোর দিয়েছেন।

শ্রীবিস্তা শীঘ্রই ভারত সফর করবেন

কাঠমাণ্ডু, ৪ সেপটেম্বর—নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রীকীর্তিনিধি বিস্তা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে জানান যে, তিনি শীঘ্রই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমন্ত্রণে ভারত সফরে যাবেন।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

উন্মাদ আইন সম্পর্কে আলোচনা চক্র

তারাতলার সরকারপুল মানসিক হাসপাতালে কলকাতার বিশিষ্ট মনোচিকিৎসক, আইনজীবী ও আইনজ্ঞরা এক আলোচনাচক্রে মিলিত হন এবং অর্ধশতাব্দীর পুরাতন ১৯১২ সালের উন্মাদ আইন সম্পর্কে আলোচনা করেন। মানসিকব্যাধি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেনট ডাঃ অজিতশংকর মুখারজি বলেন, এ আইন যে শুধু রোগীদের পক্ষে অসুবিধাজনক তা-ই নয়, অনেকক্ষেত্রে চিকিৎসকরাও নানা বিভ্রাটে পড়ছেন। অনেক রোগীর চিকিৎসা করারও অসুবিধা হচ্ছে সংশোধনী বিল প্রস্তুতের জন্য ডাঃ মুখারজি, ডাঃ ডি রক্ষিত, ডাঃ বি আইচ সরকার, প্রাক্তন বিচারপতি হরিদাস ঘোষ ও অ্যাডভোকেট শ্রীঅমল ঘোষালকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়ায় বন্যার অবস্থা ভয়াবহ

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

৯০০ বর্গ মাইল, হুগলি ৭৫০ বর্গ মাইল, বীরভূম ৫০০ বর্গ মাইল, হাওড়া ৪৩০ বর্গ মাইল, বর্ধমান ৪০০ বর্গ মাইল, ২৪ পরগণা ২০০ বর্গ মাইল, পশ্চিম দিনাজপুর ৪০ বর্গ মাইল, বাঁকুড়া ৩০ বর্গ মাইল, জলপাইগুড়ি ২০ বর্গ মাইল, কোচবিহার ১০ বর্গ মাইল।

বন্যার কারণ তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তা

দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাসহ এ রাজ্যে বন্যা ও প্লাবনের জন্য দায়ী যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত ও বন্যার কারণগুলি বের করার উদ্দেশ্যে কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বন্যা তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীডায়াস অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবেন।

শনিবার সকালে মহাকরণে রাজ্যপাল তাঁর ঘরে মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত এবং চীফ ইনজিনিয়ার, সেচ দফতর সচিব ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। পশ্চিমবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রায় দু ঘণ্টা আলোচনা চলে। এই আলোচনাকালে রাজ্যপাল শ্রীডায়াস পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর এরকম ব্যাপক বন্যার কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি 'উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বন্যা তদন্ত কমিটি' গঠনের প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিকতা উল্লেখ করেন এবং এ সম্পর্কে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন বলে জানান।

আরও প্রকাশ, শ্রীডায়াস নাকি বলেন যে, ডি-ভি-সি ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা যদি বহু অঞ্চলে ব্যাপক বন্যার জন্য দায়ী বলে গণ্য হয় তবে এসব পরিকল্পনার সার্থকতা কী তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এ দুটি পরিকল্পনার জন্য এ বছর কান্দি, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি স্থানকে একাধিকবার বিধ্বংসী বন্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে তাঁকে জানানো হয়। এবারকার মত এত দীর্ঘকাল স্থায়ী বন্যা এর আগে আর কোন বছর হয়নি।

মুখ্যসচিব শ্রীসেনগুপ্ত সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন যে, বন্যাপ্লাবিত জেলার বহু অঞ্চলে খাদ্যশস্য ও রিলিফের সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফরাক্কায় রেল সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। রেল বোরডের চেয়ারম্যান শীঘ্রই ফরাক্কা কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনের জন্য আসবেন।

শ্রীসেনগুপ্ত আরও জানান যে, বন্যাপ্লাবিত জেলাসমূহের জেলা শাসকদের খাদ্য বণ্টনের ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে একটি সারকুলার পাঠানো হয়েছে। এই সারকুলারে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে বন্যার জন্য যেসব অঞ্চলে খাদ্যশস্য পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না সেসব অঞ্চলে মজুত খাদ্যশস্য ভাগবাটোয়ারা করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে রেশনের বরাদ্দও প্রয়োজনমত কমানোর ক্ষমতাও জেলা শাসকদের দেওয়া হয়েছে। পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য যেকোন উঁচু জায়গায় অস্থায়ীভাবে নলকূপ খননেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেডিকেল রিলিফ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্যা-উপদ্রুত জেলাগুলির স্বাস্থ্য দফতরের প্রত্যেক চীফ মেডিকেল অফিসারের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ত্রাণ কার্য চালানোর জন্য ৩ লক্ষ টাকা দিয়েছেন এই সব এলাকায় ওষুধপত্র এবং সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

মালদহের বন্যাপীড়িত এলাকাসমূহে কাজ করার জন্য সরকার ৪ সেপটেম্বর ১৫জন এবং ৫ সেপটেম্বর ৯জন চিকিৎসককে পাঠাচ্ছেন।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে আগত ২০জন চিকিৎসক ও আধা-চিকিৎসকের একটি দলকে পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর শরণার্থীদের মধ্যে কাজ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

বন্যাবিধ্বস্ত কালনা মহকুমায় কলেরায় ১৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

মালদহে বন্যাত্রাণে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সেবাকার্য

ভারত সেবাশ্রম সংঘের সহসভাপতি স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী বিজয়ানন্দ সদলে সম্প্রতি মালদহের বন্যাকবলিত এলাকা ঘুরে এসেছেন। ওখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের বন্যাপীড়িত জনগণকে সংঘের পক্ষ থেকে খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি বিতরণ করা হচ্ছে। এই সেবাকার্য আরও কিছুদিন চলবে। অতএব সংঘের পক্ষ থেকে জনগণের কাছে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ প্রভৃতি পাঠানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। ঠিকানা—২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা—১৯।

অপারেশন ওমেগা আজ আবার বাংলাদেশে ঢুকবে

নিজস্ব সংবাদদাতা

আজ, রবিবার আবার অপারেশন ওমেগার চারজন স্বেচ্ছাসেবক বাংলাদেশের ভিতরে যাবেন। ভারতীয় সীমান্ত পেট্রাপোল অতিক্রম করে তাঁরা যশোর রোড ধরে হেঁটে এগিয়ে যাবেন। তাঁদের সঙ্গে কিছু ত্রাণসামগ্রী থাকবে। তাঁদের উদ্দেশ্য পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ অমান্য করে দুর্গত মানুষের সেবা করা। গত ৭ আগসট এই দলের এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ওপারে যান এবং পাক সেনারা তাঁদের আবার ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

এক ছাদের তলায় সব পেয়েছির দেশ। সকলের মনের মত সাজঘর। যেমন সস্তা, তেমনই পছন্দসই।

বেনারসী শুরু করে সব ধরণের সিল্ক টেরিভয়েল, সিফন, তাঁত, মিল, সব ধরণের ছাপা—এককথায় যতকিছু শাড়ি আছে মেয়েদের ভাষাতে, যত রকমের রেডিমেড পোষাক হতে পারে এই দেশে তা তো আছেই, তাছাড়া আছে শাল আলোয়ান সোয়েটারের অভাবিত পসরা। এক আসনে বসে নিঝঞ্ঝাটে পরিবারের সকলের সওদা

হাওড়া স্টোর্স

৬৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া • ফোন ৬৭-২৮৭০

মেঘের আবরণ সরিয়ে চলে আসুন নীল আকাশের নীচে ঝকঝকে সূর্যের আলোয়। দার্জিলিং থেকে যখন ফিরবেন তখন প্রতিটি দিন আপনার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে থাকবে। এমনই জায়গা দার্জিলিং।

আর নতুন খবর শুনেছেন। সিঞ্চলে লেকের কাছেই যে একটি শ্যালে (বিশ্রাম কুটির) তৈরি হয়েছে! এখানে দিনে পিকনিক করুন; রাত্রে থাকুন।

টাইগার হিল থেকে তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখুন, আর দেখুন এভারেস্ট বিজয়ীদের পাহাড়ে চড়ার কৌশল। টেনিস, বিলিয়ার্ড, রেস আর হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠুন, পরিবারের সবাইকে নিয়ে।

কালিম্পং, গ্যাংটক, সিংলাবাজার ঘুরে আসুন আর নয়ত লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজে চুপচাপ বিশ্রাম নিন।

লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার (ফোন ৬৫৬) 'শৈলাবাস' (ফোন ৬৮৪) সিঞ্চলে শ্যালে বা যে কোন সম্ভ্রান্ত ট্র্যাভেল এজেন্টের কাছে কিংবা নীচের ঠিকানায় খোঁজ নিন:

ট্যুরিস্ট ব্যুরো
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ
(ডালহৌসি স্কোয়ার) ইস্ট, কলিকাতা-১
ফোন: ২৩-৮২৭১ গ্রাম: 'TRAVELTIPS'
অথবা দার্জিলিং ফোন: ৫০
গ্রাম: 'DARTOUR'

TCP/TB 195

অন্যান্য চিত্রগৃহে

পূরবাশ্রী ৪৬-২৩৩৯ ১, ৪, ৭
লগন

নবীনা ভাপনিয়ঃ ৪৬-৮০১১ প্রত্যহ ১২, ৩, ৬
গ্যাম্বলার

অতীন্দ্র ধারাকপুর—৩২০ প্রত্যহ ১, ৪, ৭৪
দুনিয়া ক্যা জানে

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১৯ ১২॥ ৩॥ ৬॥
পথে হল দেরী

অলকা ফোন—৬৭-২০২৭ আজ সকাল ১০টায়
Foot Prints On The Moon—Apollo-11

নারায়ণী ভাপনিয়া ৫৬-৩০৩৮ ১, ৪, ৭
জানে আনজানে

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৪১৯ ১ ৩৮ ৬৪
আপ আয়ে বাহার আয়ী

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৬ ১২, ৩, ৬
শচীমার সংসার (২য় সপ্তাহ)

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৬৫ ১২ ৩ ৬
শচীমার সংসার (২য় সপ্তাহ)

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ ১॥, ৪॥, ৭॥
শচীমার সংসার

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ১, ৪, ৭টায়
পুরস্কার

জয়া ৫৭-৩১৩৬ বারাজিত ১ ৪ ৭
দুনিয়া ক্যা জানে

জেম আগামীকাল বেলা ১১-৩০ মিঃ রাজকাপুর, বৈজয়ন্তীমালা
দো উস্তাদ

রূপম ফোন—৩৪-৪৩১৭ ১ ৪ ৭
শচীমার সংসার (২য় সপ্তাহ)

মেলোডি বাগুইআটি ১, ৪, ৭
লালভুলু

আনন্দময় ৫ম সপ্তাহ!
অধিকার
জ্যোতি ● এবং অন্যত্র
(২, ৫-১৫ এবং ৮-৩০)
পার্কশো-তে 'পেয়ার কা দেবতা' দেখুন

১৭শ জনপ্রিয় সপ্তাহ!
প্রমোদ চক্রবর্তীর
নয়া জমানা
লোটাস (২॥, ৫॥, ৮॥) এবং অন্যত্র।

খান্না প্রত্যহ ১॥ ৪॥ ও ৭॥টায়
বর্মণ - আশা পারেখ অভিনীত
আয়ে দিন বাহারকে
(ইস্টম্যান কলার) ● (নূতন প্রিন্ট)
সঙ্গীত: লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল

পথে হল দেরী
সুচিত্রা উত্তম-এর অনুরাগ মধুর অপূর্ব অভিনয়
শ্রী : পূরবী : ইন্দিরা
১২, ৩, ৬ ১২ ৩ ৬ ৯ ৩ ৬ ৯
অশোকা (২য়) মানসী (৩য়) রূপা (২য়) গৌরী (২য়)

স্টার থিয়েটার ফোন : ৫৫-১১৩২
দেবনারায়ণ গুপ্তর
সীমা
বৃহ ও শনি ৬টায় রবি ২॥ ও ৬টায়
রূপায়ণে : অজিত, নীলিমা, সুব্রতা, গীতা, প্রেমাংশু, শ্যাম লাহা, বাসন্তী, সুখেন, পঞ্চানন, দীপিকা, কল্পনা, কালিদাস, মেনকা, শৈলেন, করুণ, প্রিয়া, সুশীল, রিন্কু, বঙ্কিম ও সতীন্দ্র
দৃশ্য ও আলো : অনিল বসু

বিশ্বরূপা ফোন-৫৫-৩২৬২
আজ ২॥ ও ৬টায়, বৃহ ৬টা
শেষ ৭টি অভিনয়
কোথায় পাবো তারে
নাটক ও নির্দেশনা
রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে—জয়শ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ, নির্মল, মনু, সুধাংশু, প্রহ্লাদ, সংগীতা, গীতা, উমা, রত্না, পতুল এবং কণিকা মজুমদার ও দিলীপ রায়

রঙমহল ফোন : ৫৫-১৬১৯
আজ : ২॥ ও ৬টায়
আশাপূর্ণা দেবীর
উত্তরণ
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ সর্বেন্দু ইন্দিরা দে ॥ রত্না ঘোষাল ও সরযু দেবী

বুধবার ॥ মুক্ত অঙ্গন ॥ ৭টা
ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের
দপনে মিছিল
নাটক/নির্দেশনা ॥ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
হলে টিকিট পাবেন
(সি ৪১৭)

প্রভাত প্রত্যহ ২, ৫-১৫ ৮-৩০টা সংশোধিত প্রিন্ট
রাজ - বৈজয়ন্তী - রাজেন্দ্র
সঙ্গম (রঙীন)

জনবহুল ৫ম সপ্তাহ!
— শাশুড়ী-বউ-এর ঝকমারী কথা —
সাস ভী কভি বহু থী
জনতা ● মুনলাইট
(২, ৫॥, ৮॥) (২॥, ৫৯, ৯)
এবং অন্যান্য

২য় অভিনন্দিত সপ্তাহ!
● মনমাতানো পারিবারিক চিত্র ●

লগন
পরিচালনা রামন্না
সঙ্গীত লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
রাক্সি রূপালী লবার্টি
৩, ৬ ৯ ২॥, ৫॥, ৮॥ ১২, ৩, ৬
ন্যাশনাল - অজন্তা - নীলা - শৈলশ্রী
চলচ্চিত্রম - পূর্বাশা - প্রফুল্ল - জয়শ্রী
তটিনী - করোনেশন (রাণীগঞ্জ) - বিহার (ঝরিয়া) ও তৎসহ আজ সঃ ১০॥ রক্সি-তে প্রিয়া প্রত্যহ দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী ১১টায় ইন্তেকাম

উত্তেজনাপূর্ণ ৩য় সপ্তাহ!
মোহনকুমারের অনবদ্য প্রেম-গীতিকাব্য

আপ আয়ে বাহার আয়ী
অপেরা
[৩, ৬ ও ৮-৪৫]
পার্বতী • বর্ণা • পরমার্থিক (রানাঘাট)
গোধূলি জি. টি. সিনেমা
(আসানসোল) (জামশেদপুর)
এলফিনস্টোন (পাটনা)

মুক্ত অঙ্গন ১০।৯।৭১ সন্ধ্যা ৭টা
রূপকার প্রযোজিত
ব্যাপিকা বিদায়
নির্দেশনা—সবিতাব্রত দত্ত

আসছে বৃহস্পতিবার ৯ই সেপ্টেম্বর ৭টায়
সব্যসাচী প্রযোজিত সত্তরের নাটক
গোলাপ কাঁটার মৃত্যু
মুক্ত অঙ্গনে ॥ অগ্রিম টিকিট হলে
(সি ১০২৯)

মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী-সংঘ প্রযোজিত
প্রবাহ
আজ ৩ ও ৬॥টায়
বৃহস্পতি ও শনি ৬॥টায়
মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯

৪র্থ সপ্তাহ!
স্মরণীয় কাহিনীর অবিস্মরণীয় চিত্ররূপ

প্রথম প্রতিশ্রুতি
আশাপূর্ণা দেবীর রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত কাহিনী
পরিচালনা দীনেন গুপ্ত
সংগীত : নচিকেতা ঘোষ
মিনার - বিজলী - ছবিঘর
(প্রত্যহ ২॥, ৫॥, ৮॥)
চিত্রা (আসানসোল) • অরোরা (মেদিনীপুরে)
ছায়াগীতি (উলুবেড়িয়া) • উত্তরা (কাটোয়া)

আজ রবীন্দ্র সদনে সন্ধ্যা ৬॥
॥ শাশ্বতী বাঙলা ॥
(নৃত্যনাট্যে বাঙলার সংস্কৃতি)
শ্রেঃ সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখার্জী, গীতশ্রী ছবি ব্যানার্জী ও ৫০ জন সংগীত ও নৃত্যশিল্পী
হলে টিকিট
(সি ৮৩৬)

১২শ জনপ্রিয় সপ্তাহ
হাতী মেরে সাথী
রিগ্যাল — প্রিয়া
১১, ২॥, ৫৯, ৯ ২, ৫॥, ৮॥
মিত্রা — জয়ন্তী — কমল
২, ৫॥, ৮॥ (রিবড়া) (মেটিয়াবুরুজ)
রিজেন্ট (পাটনা) — শেখর — রামকৃষ্ণ
গীতাঞ্জলি
প্রিয়ায় বেলা ১১-৩০টায় "ইন্তেকাম"

তরুণ মজুমদারের
কুহেলি
রাধা - পূর্ণ - প্রাচী
(২, ৬, ৮) (২॥, ৫॥, ৮॥) (২, ৫ ৮)
রবীন্দ্র—তারকেশ্বর, লো-হাউস—খারাগপুর, জনতা—পুরুলিয়া, রূপকথা—হাবড়া, শিবানী—বেলঘরিয়া, রূপছায়া—বেড়াচাঁপা, রানাঘাট টকীজ, বাটা সিনেমা ও আমতলা টকীজ

লাইট হাউস
সময় পরিবর্তন লক্ষ্য করুন!
আজ বেলা ১২-৩০, ৩ ও ৬টায়
অন্যান্য দিন ১২-৩০, ৩ ও ৬টায়
আফ্রিকার পটভূমিকায় শিহরণপ্রদ চিত্র!
(ইউ)

The Academy Award Winner!
SERENGETI
EASTMAN COLOR!
An ALLIED ARTISTS Release

মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্ক
ছাপা শাড়ী
মাত্র ৪৩, টাকা
হরলালকা স্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড) ৬ পর্তুগীজ চার্চ লেন, কলিকাতা-১ ● ফোন ৩৩-৮৭৪৯
৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড (শিয়ালদহ) কলিকাতা

নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি
১০৭ শোভাবাজার স্ট্রীট ॥ কলি-৫
৩৮এ, ক্রীক রো, কলি ১৪। ২৪-৩২৬৯
আজ সকাল ৯টায় **ষ্টার থিয়েটারে**
আদর্শ হিন্দু হোটেল
● পঃ বঙ্গ ও আসামের বুকিং চলিতেছে ●

জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে
মহাজাতি সদনে ১৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
নিউ প্রভাস অপেরার
রাহুমুক্ত রাশিয়া
রচনা ও পরিচালনা রমেন লাহিড়ী
সুর হেমাঙ্গ বিশ্বাস আলো অজাতশত্রু
টিকিট : ৫, ৩, ২, ১,
৭ই সেপ্টেম্বর হলে টিকিট পাবেন।

একটি জ্বলন্ত ধূপ
অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের
শুভদা
নাট্যরূপ নামভূমিকায়
ব্রজেন দে বন্দনা দেবী
প্রতিরোধের তীক্ষ্ন হাতিয়ার
বাঘা যতীন
রচনা নির্দেশনা
বীরু মুখার্জি জ্ঞানেশ মুখার্জি
টেগার্ট : নাম ভূমিকায়
সুজিত পাঠক জহর রায়
প্রযোজনা :
ভারতী অপেরা / ৫৫-২০৬১

রবীন্দ্র সদনে
৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
টিনের তলোয়ার
রচনা-পরিচালনা ও অভিনয়ে
উৎপল দত্ত
সঙ্গীত—প্রশান্ত ভট্টাচার্য
ভারতের শ্রেষ্ট সমিতি
(সি ৮৩৮)

এবার কলিয়ারী সফরে
অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
১১৭/১, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৫, ফোন, ৫৫-২৮৫২
কাশ্মীরের ভারতভুক্তি, কাশ্মীরের বুকে যুদ্ধের নামে পাকিস্তানের রক্ত-তৃষ্ণার কাহিনী—
চণ্ডী ব্যানার্জী রচিত—
রক্তে রাঙা কাশ্মীর
বিশ্বকর্মা পূজার জন্য হেড অফিসে ও পরবর্তী বায়নার জন্য যোগাযোগ করুন—
অনিলকুমার ভাণ্ডারী
C/o. শিয়ারশোল জুটো সার্ভিস
ফোন : রানীগঞ্জ—৫৩৮
রানীসাহের মোড়

৬ষ্ঠ সঃ হাসি ও আনন্দের ফুলঝুরিতে উপভোগ্য
শাম্মী কাপুর-হেমা মালিনী-রাজেশ খান্না
আন্দাজ
সোসাইটি ১২, ৩, ৬ ৮৭
বিভা - বিজলী
রে (ধানবাদ) • জামশেদপুর টকীজ
ষ্টার (জামশেদপুরে) • রতন (রাঁচী)
ভিক্টোরী • ক্রেসেন্ট দীপ্তি
(বিষ্ণুপুরে) (ইম্ফল) (জলপাইগুড়ি)

প্রত্যহ ২-৩০, ৫ ও ৭-৩০টা
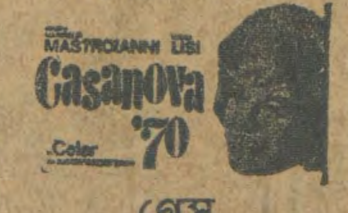
MASTROIANNI **Casanova '70** Color
গ্রেস

শেষ হাসিখুশী সপ্তাহ
উত্তম-সাবিত্রী-জয়া
ধন্যি মেয়ে
পরিচালনা - অরবিন্দ মুখার্জি
সঙ্গীত - নচিকেতা ঘোষ
উত্তরা ১২, ৩ ৬টা উজ্জ্বলা ২৫ ৫৭, ৮॥
ভবানী (কোচবিহার)

কাল বিশ্বরূপা সন্ধ্যা ৬টা
অমৃত মহলের
"মাসজীবী"
নির্দেশনা ও প্রধান চরিত্রে
তরুণ কুমার
হলে টিকিট : ৩, ২, ১,
(সি ৯২৯/২)

রবিরশ্মির
৮ম বার্ষিক উৎসব • ১৬ই সেপ্টেম্বর •
বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন হলে • সন্ধ্যা ৭টায়
সাগর সেনের পরিচালনায়:—
শারদোৎসব
(নৃত্যনাট্য)
প্রবেশপত্র ৫, ৩, ও ২ টাকা • ষ্টাইলোতে পাওয়া যাচ্ছে ॥
(সি ৮০২)

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির
রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন উপলক্ষে
নট্ট কোম্পানীর
যাত্রাভিনয়
'করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর'
শুক্রবার, ১০ই সেপ্টেম্বর
বিকাল সাড়ে পাঁচটায়
রবীন্দ্র সদনে
বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের তহবিলে অর্থসাহায্য করা হবে। রবীন্দ্র সদন ও সমিতির আশুতোষ ভবনস্থিত দপ্তর থেকে অবিলম্বে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করুন।
(সি ১০০৭)

ইউনিটি থিয়েটারের
অভিনয়
মৌন মঞ্জরী
নাটক/নিরূপ মিত্র
নির্দেশনা/অরুণ চৌধুরী
৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে সাড়ে ছটায়
রঙ্গনায় টিকিট
(সি ১১৮৫)

বুবঙ্গন কর্তৃক অভিনন্দিত
সকল শ্রেণী ও সকল বয়সের উপযোগী পরম রমণীয় চিত্র!

জানে অনজানে
আজ অতিরিক্ত প্রাতঃকালীন প্রদর্শনী :
প্যারাডাইসে বেলা ১০-৩০টায়
ও জেম-এ বেলা ১১-৩০টায়
প্রত্যহ ৪টি প্রদর্শনী : গণেশ (১২, ৩, ৬, ৮-৩০) ও আলেয়া (১০-৪৫, ২, ৫, ৮)
প্যারাডাইস — কৃষ্ণা — জেম
৩, ৬, ৯ ২, ৫॥, ৮॥ ২॥, ৫॥, ৮॥
গণেশ — দর্পণা — মেনকা
১২, ৩, ৬, ৮॥ ২, ৫, ৮ ২, ৫, ৮
ছায়া — কালিকা — আলেয়া
২, ৫, ৮ ২॥, ৫॥, ৮॥ ১০৭, ২ ৫ ৮
নিউ রয়াল (২॥, ৫৭, ৮৭) — শুকতারা (১, ৪, ৭) — মৃণালিনী (১, ৪, ৭)
ইলোরা (২, ৫, ৮) — খাতুনমহল (৩, ৬, ৯)
নবভারত (২, ৫, ৮) — শান্তি (১, ৪, ৭)
শিবানী (১, ৪, ৭) — লিলুয়া সিনেমা (১১, ২, ৫) — নারায়ণী (১, ৪, ৭)
রিজেন্ট (২॥, ৫॥, ৮॥) — ইন্দ্রবন্দ (২, ৫, ৮) — উদয়ন (১॥, ৪॥, ৭॥)
জ্যোতি (১॥, ৪॥, ৭॥) — রূপালী (১, ৪, ৭) — চম্পা (১, ৪॥, ৭॥)
শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল, ২, ৫॥, ৮॥) — মৈহাটী সিনেমা (১॥, ৪॥, ৭॥) — শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া, ২, ৫, ৮) — রূপকথা (আসানসোল) — রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি)
বিহার (ঝরিয়া)) — রিগ্যাল (জামশেদপুরে)
মেঘদূত (বের্মো) — আলপনা (বোকারো)
সুরজ (কটক) — অপ্সরা (রাউরকেল্লা)
অশোকা (সম্বলপুরে)

টেরিকটন বুশশার্ট
মাত্র ২২, টাকা
টেরিন প্যান্ট—৪২,
হরলালকা স্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড) ৬, পর্তুগীজ চার্চ লেন, কলিকাতা—১ ● ফোন ৩৩-৮৭৪৯
ও
৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড (শিয়ালদহ), কলিকাতা।

গৌরবোজ্জ্বল দশ বছর
ঘরোয়া
সাহিত্য ও সিনেমার একমাত্র পারিবারিক সাপ্তাহিক
প্রতি সংখ্যার দাম ৭৫ পয়সা
বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩৮ টাকা
• বিশেষ ঘোষণা •
পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে পনেরই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এককালীন বার্ষিক গ্রাহক হলে ১৯৭১ সালের ৫ টাকা দামের পূজা সংখ্যা ঘরোয়া এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর ১-৫০ টাকা দামের পূজা সংখ্যা রেকর্ড সঙ্গীত বইটি বিনা মূল্যে পাবেন
৭৯/৫বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলিঃ-১৪, অশোক প্রেস।

বিশ্বরূপা ৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায়
আমি সুভাষ
রচনা, পরিচালনা—অমর ঘোষ
শ্রেষ্ঠাংশে : শান্তিগোপাল, বর্নালী
হলে টিকিট ৫৫-৩২৬২
৫-৩০টায় ভারতীয় সেবায়ন কর্তৃক শান্তিগোপালের সম্বর্ধনা।

জনতা অপেরা
১১৭ রবীন্দ্র সরণী, কলিঃ-৬
ফোন—৫৫-৭৮৬২
জঙ্গী পশুরে মাথা নিতে কোমর বেঁধে এগিয়ে চল
নবাব হোসেন শা
রচনা—ব্রজেন্দ্রকুমার দে
সুর—অমিয় ভট্টাচার্য
বাঁদীর বন্দী
রচনা—সত্যপ্রকাশ দত্ত
সুর—অনিল বাগচী (ফিল্ম)
নাট্য পরিচালনায় ও অভিনয়ে—
পান্না চক্রবর্তী
তৎসহ—চিত্রা মল্লিক
বায়নার জন্য যোগাযোগ করুন :
(পরিচালক)

নান্দীকার ॥ মঙ্গলবার ৬॥টায়
অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ এ্যাকাডেমী টিকিট আজ ১০টা—৭টা ॥

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় নাট্যকারের সন্ধানে
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ সকাল দশটা / রঙ্গনা
রাজরক্ত
থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাটক

মুক্ত অঙ্গন **শৌভনিক**
৪৬-৫২৭৭
আজ ও প্রতি রবিবার ৬/৩০টায়
শৌভনিক-এর
নতুন ও নতুন ধরনের নাটক
উটপাখি
১১ই—প্লটের রঙ মুহূর্ত
[এ মাসে একটিমাত্র অভিনয়]

আজমুক্ত অঙ্গনে সন্ধ্যা ৭টায়
রম্যানি **সূর্যসন্ধান**
রচনা ও পরিচালনায়:—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়
শ্রেঃ—অমরেশ দাস
হলে টিকিট
(সি ৪২৭)

১৪ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে
শারদীয় **ঘরোয়া**
সাতটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস :
বিমল মিত্র
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
অবধূত
দিব্যেন্দু পালিত, প্রফুল্ল রায়, ধ্রুবজ্যোতি রায় চৌধুরী
হেনরী মিলার
উপন্যাসোপম বড়গল্প :
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
বেলা মুখোপাধ্যায়
ছোটগল্প :
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী, নির্মল সরকার
চিত্রতারকাদের রচনা :
উত্তমকুমার, অপর্ণা, মাধবী, সন্ধ্যা, সুভাষ দত্ত, কবরী চৌধুরী, রাজেশ খান্না ও মমতাজ
বিশেষ রচনা :
শচীন ভৌমিক
বহু বিচিত্র ফিচার, মনপসন্দ রচনা। ভালোবাসা এল জীবনে, সওয়াল জবাব, সাক্ষাৎকার, চিত্র-তারকাদের ছবি, স্বরলিপি, অজস্র ছবি সহ প্রায় চারশো পাতার বই। প্রিয় তারকাদের মনের মত তিন রঙা এলবাম। প্রায় চারশো পাতার বই। পাঁচ টাকা। অশোক প্রেস
৭৯/৫বি, জগদীশ বসু রোড, কলি-১৪

আজ ১০০তম রজনী
কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ ৩৫-৫৫১৮
আজ ২॥টা ও ৬টা
বৃহস্পতি ও শনি ৬টা
সমরেশ বসুর
সওদাগর
শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র, জ্ঞানেশ মুখার্জী, রথীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, অলকা গাঙ্গুলী, আরতি দাস এবং তরুণকুমার ও রবি ঘোষ
কণ্ঠসংগীত—হেমন্ত, সতীনাথ, শ্যামল

সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন
সপ্তম বার্ষিক : ১৫ই—১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
আকাদেমী অফ ফাইন আর্টস হলে
সম্বর্ধনা—পণ্ডিত শান্তা প্রসাদ (বেনারস) এবং শ্রীমতী শিপ্রা বসু (বাংলা)
কণ্ঠে : শ্রীমতী পদ্মাবতী শালিগ্রাম (মহারাষ্ট্র), পণ্ডিত দীনকার রাও দেশপাণ্ডে (বোম্বে), ওস্তাদ মুনাবর আলী খান, কুমার মুখার্জী, জামিল হায়দার, ফাল্গুনী মিত্র (ধ্রুপদ), শিপ্রা বসু, আরতি বাগচী ও আশালতা গাঙ্গুলী।
যন্ত্রে : হালিম জাফর খান, ভি জি যোগ, কালীজীবন সোম, ওস্তাদ আহমদ রেজা খান (বিচিত্রবীণা—দিল্লী), পণ্ডিত ইন্দরলাল (সারংগী—দিল্লী), বীণা এবং সেতার (দ্বৈত) —পণ্ডিত ভি রাঘবন ও পণ্ডিত এম জনার্দন (মাদ্রাজ), পণ্ডিত গুরুভায়ুর দুরাই (মাদ্রাজ—মৃদঙ্গ), পিটার, রো ও মালশ্রী সেন। নৃত্যে : নীরজা দেবী (মাদ্রাজ), শর্মিষ্ঠা, দেবযানী ভট্টাচার্য। সহযোগিতায় : শ্যামল বোস, শংখ চ্যাটার্জি, মানিক দাস, গোবিন্দ বসু, মহেশ প্রসাদ, মেহফাজ, কুমার মিশ্র (বেনারস)।
সিজন টিকিট : ৫, ১০, ১৫, ২৫ এবং ৩, (সংগীত শিক্ষার্থীদের জন্য অফিস হইতে।)
প্রাপ্তিস্থান : অফিস—৬/২, রামময় রোড, ভবানীপুর : ফোন : ৪৭-৭৯৭৩
আকাডেমী অফ ফাইন আর্টস (সন্ধ্যা ৫টা—৮টা) ও স্টাইলো, বালিগঞ্জ
(সি ৯৫৩)

বহুআকাঙ্ক্ষিত সেই অসামান্য পালাই এবার
সকল আসরের অলংকার
লোকনাট্যের বিজয়দীপ্ত প্রযোজনা
শের-ই-তুঘলক
শীর্ষে আছেন বাঙলার তিন প্রতিভা
রচনা
পালা সম্রাট — ব্রজেন্দ্রকুমার দে
পরিচালনা — উৎপল দত্ত
নামভূমিকায় — বিজন মুখার্জি
শ্রেঃ—ভোলা পাল, শিবদাস মুখার্জি, রীতা দত্ত, সোনালী গোস্বামী ও শর্মিলা
আমাদের 'জয়বাংলা' (রচনা ও পরিচালনা উৎপল দত্ত) আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনে সন্ধ্যা ৬টায়। টিকিট মঞ্চে—কিন্তু অনেক আগে থেকে সংগ্রহ করতে হবে। টিকিট ৭, ৫, ৩, ২,
৩৩৩বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৬, ফোন : ৩৩-২৫১৭

মঞ্জীর নিবেদিত প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত
রবীন্দ্র সঙ্গীতের দ্বৈত সম্মেলন
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শিল্পী:—
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগঠনে : বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র সদন : ১৫ সেপ্টেম্বর : সন্ধ্যা ৭টা
টিকিট—১০, ৭, ৫, ৩, টাকা, প্রাপ্তিস্থান: স্টাইলো, মেলোডি ও রবীন্দ্র সদন
(সি ৪২৩)

নিখিল ভারত সদারঙ সঙ্গীত সম্মেলন
অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন
কলামন্দির
সেক্সপীয়ার সরণী
৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ১১ই সেপ্টেম্বর
১১ই সেপ্টেম্বর সারারাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠান
অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত
পৃষ্ঠপোষক : ১০০, টাকা : তদূর্ধ্বে, ডোনর : ৫০, টাকা
সিজন টিকিট : ১৫, ২০, ও ৩০, টাকা
দৈনিক টিকিট : ৫, (১১ই সেপ্টেম্বর ব্যতীত), ১০, ১৫, ও ২৫,
সমস্ত অনুষ্ঠানের দৈনিক টিকিট কলামন্দিরে ৭ই সেপ্টেম্বর বৈকাল ৫টা হইতে অগ্রিম বিক্রয় হইবে।
অনুসন্ধান : ১৬/এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড (৪৭-৫৪৪০) কলিকাতা-২৬

শুভারম্ভ : ২৪শে সেপ্টেম্বর!
শরৎচন্দ্রের অমর কাহিনী 'বিন্দুর ছেলে'র 'ছোটি বহু রূপে আত্মপ্রকাশ...
শর্মিলা • রাজেশ খান্না • নিরুপা রায় • শশীকলা • মাস্টার সুরজ জুনিয়র মেহমুদ

ছোটী বহু
ইস্টম্যানকলার
পরিচালনা কে. বি. তিলক সংগীত কল্যাণজী আনন্দজী
অপেরা : নাজ : লিবার্টি : দর্পণা : চিত্রপুরী
অনন্যা (নবনির্মিত) - বিজয়া এবং অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে
পরিবেশনা : চিত্রনিকেতন

অবনীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী
উপলক্ষে
"অবনীন্দ্রগীতি" ও
"লম্বকর্ণ পালা" অভিনয়
প্রযোজনা—নটরাজ
পরিচালনা—বিশ্বজিৎ রায়
মহালয়ার দিন—সকাল ১০টা
১৯শে সেপ্টেম্বর
অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে
টিকিট—২, ৩, ৫,
অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, স্টাইলো ও মাছঘরে (গড়িয়াহাট) টিকিট পাওয়া যাচ্ছে।
(সি ৮৪০)

রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীতানুষ্ঠান
বসুশ্রী ১৯শে সেপ্টেম্বর মহালয়া সকাল ১০টা
শিল্পী ঃ
অশোকতরু বন্দ্যো
ধীরেন বসু
চায়া ঃ দেবদুলাল বন্দ্যো, প্রদীপ ঘোষ
সংগঠনে ঃ বাবু দত্ত
টিকিট ঃ ২, ৩, ও ৫, | বুধবার থেকে বসুশ্রীতে পাওয়া যাবে।

আজ সন্ধ্যা ৬টা
প্রতাপ মেমোরিয়াল হল
'শতাব্দী'র/বাদল সরকারের
সাগিনা মাহাতো
(গল্প ঃ গৌরকিশোর ঘোষ)
টিকিট ঃ হলে সকাল ৯টা থেকে

গ্লোব
প্রত্যহ ৩টা, ৬টা ও রাত ৮-৩০টায়
শেষ ৪ দিন!
একটি ত্রিকোণ প্রেমের রোমান্টিক কাব্য!
"হ্যালো-গুডবাই" (এ)
* মাইকেল ক্রফোর্ড * কারট, জারগেনস *
অদ্য সকাল ১০-৩০টায় (হ্রাস মূল্যে)
উরসুলা এ্যানড্রেস অভিনীত
"চাইনিস এ্যাডভেনচার ইন চায়না" (ইউ)

অসামান্য শিল্পী সমন্বয়ে আসাম, ত্রিপুরার পথে
মাধবী নাট্য কোম্পানী
৩৩৫বি, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৬। ফোন ঃ ৫৫-৬৪৫৪
বিখ্যাত নাট্যকার কিরণ মৈত্রের প্রথম পালা-রচনা
ব-হ্নি-শি-খা
সুর ঃ অপরেশ লাহিড়ী
কমলেশ ব্যানার্জির — আগামী পৃথিবী — সুর ঃ গোপাল মল্লিক
প্রসাদ ভট্টাচার্যের — সেলাম শহীদ — সুর ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য
এবং হেড মাস্টার, মার্ডার ও সম্রাট শাহজাহান
অভিনয়ে ও পরিচালনায় অভিনয় যাদুকর পঞ্চু সেন
মধু ব্যানার্জি, ননী চক্রবর্তী, অজয় ব্যানার্জি, কমলেশ ব্যানার্জি, সমর মুখার্জি
সাহানা বোস, কেয়া রায়, মিতা দে, বেলা দেবী
নৃত্য পরিকল্পনায় চিত্তশঙ্কর ও কোনথ, সংগীতে সুধীর ধাড়া
এবং বাণীবিনোদ শক্তি ভট্টাচার্য
পঃ বঙ্গে দল-পরিচালনা-উপদেষ্টা শ্রীশম্ভু ঘোষ বিশ্বকর্মা পূজোর বায়নার জন্য যোগাযোগ করুন—পরিচালক ঃ মুকুল বোস, কামাখ্যা হোটেল, তিনসুকিয়া। শারদীয়া ষষ্ঠী থেকে দশমী বড়পেটা রোড, পরে তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড় ও ডিগবয়ে দলের গান

গতকাল, সমকাল অথবা চিরকালের গান
এন. ওয়াই, সি (পূর্বতন ন্যাশানাল ইয়ুথ কয়ার)
নিবেদিত
ঘুম ভাঙার গান
নাচ, গান ও ব্যালের সমন্বয়ে গন সংগীতের অভিনব অনুষ্ঠান
অংশ গ্রহণে ঃ পঞ্চাশজন শিল্পী
নির্দেশনা ঃ অরুণকুমার বসু • আলোক সম্পাত ঃ কণিষ্ক সেন
একাদেমী অব ফাইন আর্টস
১২ই সেপ্টেম্বর সকাল দশটা • টিকিট ঃ ২, ৩, ৫, ১০,
হলে টিকিট (দুপুর ১টা থেকে ৭টা)
রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক ৫এ, রুম ৪
(সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা)
দপ্তর ঃ ৫ পরাশর রোড, কলকাতা ২৯, ফোন ঃ ৪৬-৪৪০৬
(সি ৫৯১)

পূজার আনন্দোৎসবে
পছন্দমত কাপড় কিনুন।
সর্বভারতীয় তাঁত ও সিল্কের ফ্যান্সী শাড়ী এবং বোম্বে তৈয়ারী নানান রকমের আধুনিক ডিজাইনের রেডিমেড পোষাকের বিপুল আয়োজন।
হাতীবাগান ৫৫-৮৩৫০ পদ্মা স্টোর্স শিয়ালদহ ৩৫-৫৫২৮
স্টকিস্টঃ—লিবার্টি সার্ট ও মেডেনফরম ব্রেসিয়ার্স।

উদ্বোধন মূল্য আট টাকা
ছোটদের জন্য দেব সাহিত্য কুটীরের এ বছরের পূজাবার্ষিকী
এবারের বিশেষ আকর্ষণ বাঁটুলের বাংলাদেশ অভিযান
তাছাড়া উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও নানা রঙীন ছবিতে ভরা
লিখেছেন:—
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বনফুল — বিমল মিত্র
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
প্রমথনাথ বিশী — নীহাররঞ্জন গুপ্ত
বিধায়ক ভট্টাচার্য — আশাপূর্ণা দেবী
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র — গজেন্দ্রকুমার মিত্র
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
নরেন্দ্রনাথ মিত্র — শিবরাম চক্রবর্তী
ডাঃ বিশ্বনাথ রায় — অন্নদাশঙ্কর রায়
কুমারেশ ঘোষ — পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র — মায়া বসু
শক্তিপদ রাজগুরু
সুধীন্দ্রনাথ রাহা — রাজকুমার মৈত্র
নটরাজন — শৈলেশ ভড়
কোমল চক্রবর্তী — দৃষ্টিহীন
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় — বীরু চট্টোপাধ্যায়
আরও অনেকে।
দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯
প্রাপ্তিস্থান
দেব লাইব্রেরী
১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৯৬এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

চলুন! চলুন!!
কারকো চলুন!!!
পূজার বাজার করে পরিশ্রান্ত?
কারকোতে একটু বিশ্রাম করে নিন।
সস্তায় মনোমত খাবার।
আবার ভালো ভালো গানও শোনা যাবে:
* কারকো * কারকো * কারকো *
নিউ মার্কেট — ২৪-১৯৮৮
ক্যা - টা - রা - র - স্।
(২১১৮এ)

শুক্রবার ১০ই সেপ্টেম্বর
আরম্ভ
এমন গান, মনোলোভা সুন্দরী, রুদ্ধশ্বাস আর রঙে ভরা নাটকীয় কাহিনী আর দেখেননি...

নিউ সিনেমা - প্রভাত - খান্না
রূপালী - ভবানী - পার্কশো
তসবিরমহল - ন্যাশনাল - অজন্তা
পূর্বাশা - নবভারত - অশোক
গণেশ এবং জেম-এ দ্বিপ্রাহরিক শো
লিলুয়া সিনেমা - চণ্ডীচরম
স্বপনা - অন্নপূর্ণা - রজনী
রামকৃষ্ণ - লীলা - নীলা
কুইন - অরোরা - করোনেশন
(বজবজ) (খড়গপুর) (রানীগঞ্জ)
চিত্রা (আসানসোল) — রূপক (পাটনা)
মঙ্গলবার ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে বুকিং আরম্ভ

এবারের পূজা সংখ্যা
প্রসাদ
পেয়েছেন কি?
যাতে আছে ৮টি উপন্যাস
প্রেমেন্দ্র মিত্র • প্রবোধকুমার সান্যাল
সমরেশ বসু • আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী • বিমল কর • প্রফুল্ল রায় ও বিমল মিত্র
২টি বড় গল্প
সন্তোষকুমার ঘোষ • সুনীল গাঙ্গুলী
বিশেষ রচনা
সৈয়দ মুজতবা আলি
৭টি ছোট গল্প
শঙ্কর • অচিন্ত্য সেনগুপ্ত • জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী • নরেন মিত্র • মনোজ বসু
মহাশ্বেতা দেবী • গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৩টি রম্য রচনা
শিবরাম চক্রবর্তী • রূপদর্শী • বিক্রমাদিত্য
ব্যক্তিগত
রাজেশ খান্না • শর্মিলা • শক্তি সামন্ত
জীবন চরিত • উত্তমকুমার
পুনঃমুদ্রিত সংখ্যা • মূল্য ৫.০০
আজই প্রকাশিত হল
(সি ৮২১)

গৌতম মুখোপাধ্যায়ের যোজনো
সম্ভাবনা নিবেদিত
বিচিত্রানুষ্ঠান
শিল্পিবৃন্দ ঃ সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, স্বপন গুপ্ত, সাগর সেন, চিন্তাপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
তৎসহ
সুন্দরমের
রাজকীয় মৃত্যুদণ্ড
নাটক, সঙ্গীত, নির্দেশ ঃ
পার্থপ্রতিম চৌধুরী
একাডেমী অব্ ফাইন আর্টস্ হল
৮ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, সন্ধ্যা ৬টা
মঞ্চে বিশিষ্ট চিত্রতারকারা উপস্থিত থাকবেন।
টিকিট প্রাপ্তিস্থান ঃ
স্টাইলো, মেলডি, বসুশ্রী, কাফে-ডি-মনিকো
মূল্য ঃ ২, ৩, ৫, ১০, টাকা
(সি ১০১০)

ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে, যাদুকর এম, কুমারের ইন্দ্রজাল। ১১ই সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। টিকিটের হার— ৩, ২, ১,
হলে টিকিট
(সি ৮৪১)

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম
আজ ঃ নতুন প্রদর্শনী
ইংরেজি ঃ বেলা ১০টা ও বিকাল ৫-১৫টা
হিন্দি ঃ বেলা ১১টা, ১-৩০টা, বিকাল ৪টা ও রাত্রি ৮টা
বাংলা ঃ বেলা ১২-৩০টা, ২-৪৫টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

এমনকি ১০৬ দিন
এলিটে ক্রমাগত প্রদর্শনীর পরও ছবিটি দেখার জন্য দর্শকগণ এত দাবি জানাচ্ছেন যে, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলিকাতায় দর্শকদের সুবিধার জন্য সেখানে 'চেতনা' ছবির মুক্তিলাভ হচ্ছে
শুক্রবার ১০ সেপ্টেম্বর

রূপবাণী অরুণা ভারতী
ও অন্যত্র

যাত্রা যাত্রা যাত্রা
পরিবর্তনশীল জগৎ, তাই মানবমনের একটু খোরাক জোগাতে সম্পূর্ণ নূতনত্বের দাবী নিয়ে নূতনের আত্মপ্রকাশ। আসাম, কাছাড়, ত্রিপুরা, ডুয়ার্সের অভিমুখে ধীর পদক্ষেপ।
আপনাদের সহানুভূতিপ্রার্থী
সুতপা নাট্য কোম্পানী কলিকাতা—৫
উপদেষ্টা ও নির্দেশনায়—পশুপতি ঘোষ
ম্যানেজার—দিলীপ দাশগুপ্ত
আলো—অনিল সাহা
পরিচালক—গোপেন দেব
যুগোপযোগী নাট্যসম্ভার; চিত্র, মঞ্চ, বেতার ও যাত্রাশিল্পীর অভূতপূর্ব সমাবেশ দেখুন, দেখান।
ইতি—প্রোঃ শিখারাণী সাহা
(সি ৮২০)

বিস্ফোরক লেখা
ও দুঃসাহসী ছবি নিয়ে
৮ সেপটেমবর
প্রকাশিত হচ্ছে
শারদীয়
জীবন
প্রায় ৪০০ পাতার বই
তিন টাকা। অশোক প্রেস
৩১/৩ সুরি লেন। কলিঃ ১৪

প্রতিটি পরিবারের বিশেষ আকর্ষণীয়
ভারতীয় নারীর সুমহান আদর্শ

সংগীত শঙ্কর জয়কিষণ • গীত ও সংলাপ রাজেন্দ্র কৃষণ
হিন্দ — বসুশ্রী — নাজ — বীণা — পূর্ণশ্রী
(২, ৫, ৮) (২া, ৫া, ৮া) (১১া, ৩, ৬, ৯) (১২, ৩, ৬) (২া, ৫া, ৮া)
প্যারামাউন্ট — ভবানী — পি-সন — চিত্রপুরী — পুষ্পশ্রী
(২া, ৫া, ৮া) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৯) (১১া, ৩, ৬, ৯) (বেহালা)
কুইন ॥ কল্পনা ॥ পিকাডিলি ॥ মায়াপুরী ॥ নবরূপম ॥ জয়া ॥ সন্ধ্যা ॥ অতীন্দ্র
রজনী ॥ দীপক ॥ শ্রীদুর্গা ॥ চিত্রালয় ॥ রূপকথা (মালদা) ॥ বর্ধমান সিনেমা
বোম্বে সিনেমা
হিন্দ-এ আজ অতিরিক্ত শো সকাল ১১টায়

পাস থিয়েটার্স
পরশু ॥ সন্ধ্যা ৭টায়
মুক্ত অঙ্গনে
গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর
নির্দেশনা ॥ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
হলে টিকিট

• মর্মস্পর্শী নাটক
• মিষ্টিমধুর গান
• অনবদ্য অভিনয়
সবাইকে মুগ্ধ করেছে...

পরিবেশনা-এস. বি. ফিল্মস
সুরশ্রী • রূপম • রূপায়ণ
(১২, ৩, ৬) (১, ৪, ৭) (১া, ৪া, ৭া)
পদ্মশ্রী (২, ৪৮, ৭া, ২য়) • সুচিত্রা • নেত্র (২য়) • শ্যামাশ্রী (২য়) • মায়া (২য়) অলকা (২য়) • বীণা (২য়) • শ্রীরামপুর টকীজ (২য়) • কৈরী (২য়) • কল্যাণী (২য়) • স্বপ্না (চন্দননগর) • মেঘদূত (২য়)
• এ ছবির হিট গানগুলি কলম্বিয়া রেকর্ডে শুনুন •

CUT PIECE
কার্টাপস, কার্টাপস,
টেরিন টেরিকটন, কটন শার্ট ও প্যান্টের কাপড়, ফিনলের আন্দি, কেম্ব্রিক, লংক্লথ
হরলালকা স্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড) ৬ পুকাস লেন
কলিকাতা—১ • ফোন ৩৩-৮৭৪১
•
৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(শিয়ালদহ, কলিকাতা)

লাইটহাউস
পূজর বিশেষ আকর্ষণ
১০ই সেপ্টেম্বর আরম্ভ!
৮ই সেপ্টেম্বর থেকে বুকিং শুরু

৩৫% পর্যন্ত
বাঁচান
প্যান্ট পিস ও শার্ট পিস-এ
'বিনী'র প্যান্টপিস ২৬,
বিনামূল্যে!
প্রত্যেক ক্রেতাকে একটি পেন
গোলছা
কিংগ অফ স্যুটিংস প্রাঃ লিঃ
মনোহরদাস কাটরা, বড়বাজার
একমাত্র ব্রাঞ্চ ঃ
কমার্স হাউস, ২ গণেশ চন্দ্র অ্যাভেন্যু
কলিঃ ১৩ (প্রবেশপথ ঃ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট)

RAJASTHAN
STATE LOTTERIES
FIRST PRIZE
Rs.10 LAKHS
TICKET Re. 1/- | 23rd Draw 18-9-1971
৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল।
একটি পুরস্কার—৫,০০০, টাকা
টিকিট নং A-971665
প্রত্যেকটি ৫০০, টাকার ১০টি পুরস্কার
টিকিট নং

B-942389	B-769842
C-777255	C-415352
D-637142	D-783384
E-197424	E-253144
F-371324	F-351033

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ৫৫টি সান্ত্বনা পুরস্কার।
ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর

এই সপ্তাহেই শুভ উদ্বোধন...
তাপানিয়ন্ত্রিত
সুপ্রিয়া
২, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬
ভারতের নানা অঞ্চল থেকে আনা
হাতে-বোনা সিল্ক ও সুতী বস্ত্রসম্ভার | বাছাই-করা ড্রেস পীস ও গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি
প্যারিস ও রোমের ফ্যাশন-বিলাসীদেরও প্রিয়
শাড়ি • সকলের রুচি ও সঙ্গতি অনুযায়ী পাবেন
এ-ছাড়া, নানারকম ড্রেসপীস • তৈরি পোষাক • কস্টিউম জুয়েলারি
• লেদার হ্যান্ডিক্রাফট
• উদ্বোধনের দিন
প্রত্যেক ক্রেতার জন্য প্রীতি-উপহার

যেকোন পরিবেশে
Bapé REGD
ইন্টারলক জাঙ্গিয়া
বাপী গেঞ্জি
স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তি দেবে
হিন্দুস্থান টেক্সটাইল
কলিকাতা-৫

ভারত ঐতিহ্যের বাহক
দুর্গাপুজা, দশেরা ও দীপাম্বিতা ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী উৎসব

লক্ষ্মীবিলাস
কেশতৈল শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী নাম। প্রতিটি উৎসবে ও দৈনন্দিন প্রয়োজনে অপরিহার্য্য।
এম. এল. বসু এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা

CMVS-41-203 BEN

...-শিক্ষা

... ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর্ ইনস্ট্রাক্টর্, কলিকাতা
... হাওড়া
শিল্প ...দের জন্য পার্ট-টাইম সান্ধ্য ক্লাস

ভারত সরকার, ডি জি ই অ্যান্ড টি, ... সি টি আই, দাশনগর, হাওড়া-৬ ... শিল্পকর্মীদের জন্য পার্ট-টাইম ... কোর্সের (১৬শ সেসন) ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কোর্স ১-১০-৭১ হইতে ...-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত হইবে। থিয়োরি ও প্র্যাক্টিকাল ক্লাস প্রতি সপ্তাহের সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত পরিচালিত হইবে। শিল্পকর্মীদের সাড়ার উপর নির্ভর করিয়া টার্নার, ফিটার, ওয়েল্ডার, মেশিনিস্ট (মিলার), মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার), ইলেকট্রিশিয়ান, লাইনম্যান, ওয়্যারম্যান, টুলস ও ডাই-মেকার-এর ট্রেডে হ্যান্ডটুলস, গজ ও প্রিসিশন ইন্সট্রুমেন্ট, ব্লু প্রিন্ট রীডিং, ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন, ওয়ার্কশপ সায়েন্স, ট্রেড থিয়োরি এবং ট্রেড প্র্যাকটিস বিষয়ে প্রোগ্রাম-'এ' এর অধীন পৃথক পৃথক বিষয়ের ইউনিটের ভিত্তিতে এবং প্রোগ্রাম ...

নোটিস

আমাদের মক্কেল লিপটন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড কলিকাতার ৯নং ওয়েস্টন স্ট্রীট প্রেমিসেস (কলিকাতার ৪ ও ৫ গ্রান্টস লেন এবং ১০ ও ২৭ ওয়েস্টন লেন এবং ১০, ২৭ ও ৯ ওয়েস্টন স্ট্রীট প্রেমিসেসের অংশ লইয়া গঠিত) ক্রয়ের জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন।

উপরোক্ত প্রেমিসেস (১) ৯,০০০, টাকার জন্য এ এস ম্যাকারসটীন এবং জে এ ওব্রিয়েন-এর অনুকূলে ১৮৯৭ সালের ১৯ আগস্ট তারিখের এক বন্ধকী দলিল, (২) ১,৩০০, টাকার জন্য ডিগ্‌নাম অ্যান্ড কোং-এর অনুকূলে ১৯০০ সালের ৩০ মার্চ তারিখের এক বন্ধকী দলিল, (৩) ৫,৫৬,২১৬, টাকা ১১ আনার জন্য সুবোধচন্দ্র সিংহ, সুশীলচন্দ্র সিংহ, পূর্ণচন্দ্র সিংহ, জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ, নরেশচন্দ্র সিংহ এবং প্রভাসচন্দ্র সিংহের অনুকূলে ১৯২১ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখের এক বন্ধকী দলিল, (৪) যোগেশচন্দ্র সিংহকে তাঁহার জীবদ্দশায় ৪,৮০০, টাকা লাইফ অ্যানুইটি প্রদানের জন্য যোগেশচন্দ্র সিংহের অনুকূলে ১৯২২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের এক বন্ধকী দলিল দ্বারা রেহাণাবদ্ধ করা হইয়াছিল।

টেন্ডার

১৯৭১—৭২ সালে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মিলের তৈরি ৩০,০০০ মিটার "লংক্লথ" সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে অ্যাসিঃ ডিরেক্ট অব হেলথ সার্ভিসেস (ইকুপমেন্ট অ্যান্ড স্টোর্স), পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স, ১৪২, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ কর্তৃক সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। কাপড়ের স্পেসিফিকেশন, টেন্ডার দাখিলের বিশদ শর্তাদি (যাহা টেন্ডারদাতাদের মানিয়া চলিতে হইবে) সকল কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ১-৩০টা পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ১২-৩০টা পর্যন্ত উপরোক্ত ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। নির্ধারিত ফরমে টেন্ডার দাখিল করিতে হইবে, উহার একটি স্পেসিফিকেশন কপি ২, টাকা মূল্যে উক্ত ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। টেন্ডারদাতাগণকে বায়না স্বরূপ ৫০০, টাকাও ট্রেজারী বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ...

টেন্ডার

ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড

টেন্ডার নং প্রকিউরমেন্ট/৩/৭১, দাখিলের শেষ তারিখ ২২-৯-৭১ —আমাদের পাহাড়পুর ইনস্টলেশনে পড়িয়া থাকা অ্যাসফাল্ট ও বহু অচেনা অন্যান্য দ্রব্য সম্বলিত আনুমানিক ২৩·৯৫০ এম টি সংগৃহীত মালপত্র বিক্রয়ের জন্য।

আমাদের পাহাড়পুর ইনস্টলেশন প্রেমিসেসে পড়িয়া থাকা অ্যাসফাল্ট ও অচেনা অন্যান্য দ্রব্য সম্বলিত আনুমানিক ২৩·৯৫০ এম টি সংগৃহীত মালপত্র ক্রয়ের জন্য প্রখ্যাত/ইচ্ছুক পক্ষগণের নিকট হইতে টেন্ডার নং ও দাখিলের শেষ তারিখ উপরিলিখিত সীলকরা দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আমাদের ব্রাঞ্চ অফিসের ৫ম তলে অবস্থিত আমাদের ক্যাস ডিপার্টমেন্টে নগদে অফেরতযোগ্য ৫, টাকা আদায় ...

টেন্ডার

দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬ লিটল রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
টেন্ডার নোটিস
নং ১১পি-আর/২৯/৭১-৭২

নিম্নলিখিত পরিমাণ ও স্পেসিফিকেশনের মাল্টিওয়াল পেপার ব্যাগ সরবরাহের জন্য সঙ্গতিপন্ন সরবরাহকারক এবং প্রস্তুতকারকদের নিকট হইতে "মাল্টিওয়াল পেপার ব্যাগ সরবরাহের জন্য টেন্ডার" শীর্ষাঙ্কিত সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

(১) **পরিমাণ :** ৩০,০০০ ব্যাগ।
(২) **ডেলিভারি :** বিভিন্ন পর্যায়ে।
(৩) **ক্যাপাসিটি :** প্রতি ব্যাগ-এর ক্যাপাসিটি ৪০ কেজি হওয়া চাই এবং সকল কোণ ও ভালভ মাউথের নিকট অংশ যথোপযুক্তভাবে মজবুত হওয়া চাই।
(৪) **সাইজ :** প্রতি ব্যাগের সাইজ ৩৪" × ২৩½" × ৬½" (ভালভের ...

টেন্ডার

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস (ই অ্যান্ড এস) পশ্চিমবঙ্গ, সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স, ১৪২, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা-১৪, ১৯৭১-৭২ সালে সোডি-বাইকার্ব, আই পি, ৫০ কেজি ব্যাগ সরবরাহের জন্য সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেন্ডার দাখিল করিবার শর্তাবলী সপ্তাহে কাজের দিনে বেলা ১১টা হইতে বেলা ১-৩০টা এবং শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ১২-৩০টার মধ্যে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সে পাওয়া যাইবে। নির্ধারিত ফরমে টেন্ডার দাখিল করিতে হইবে। প্রতিটি ২ টাকা মূল্যে উক্ত ঠিকানায় টেন্ডার ফরমের স্পেসিমেন কপি পাওয়া যাইবে। টেন্ডারদাতাগণকে বায়না বাবদ ৫০০, টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া/ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে। টেন্ডার ফরমের স্পেসিমেন কপি এবং বায়নার টাকা জমা দেওয়ার ...

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে]

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ঃ ৫টায় স্বামী ভূতেশানন্দের কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা। **চব্বিশ পরগনা জেলা স্নাতক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিঃ** ১টায় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন হলে (২, জওহরলাল নেহরু রোড,) সাধারণ সভা। **ফরিদপুর সম্মিলনীঃ** ৩টায় ১, বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রিটস্থিত 'কৃপাশরণ হলে' শরণার্থীদের সমস্যা আলোচনায় সাধারণ সভা। **অনঙ্গমোহন হরিসভাঃ** ৭টায় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের 'গীতায় শরণাগতি' ভাষণ ও পদকীর্তন। **সি পি আইঃ** ৩টায় মেটিয়াবুরুজ গান্ধী ময়দানে কলকাতা জেলা সম্মেলন উপলক্ষে জনসভা, বক্তা—ভবানী সেন, ইন্দ্রজিত গুপ্ত ও অন্যান্য। **জগাছা থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিঃ** সকাল ৯টায় হাওড়ার দাশনগর চপলা দেবী বালিকা বিদ্যালয় ভবনে 'শিক্ষক দিবস' অনুষ্ঠান। **গীতি কলা মন্দিরঃ** ৬টায় নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে বার্ষিক উৎসবে বিচিত্রানুষ্ঠান। **বিপ্লবী হিরণ্ময় গাঙ্গুলী স্মরণ সভাঃ** ৫টায় স্টুডেনটস হলে জনসভা, সভাপতি —শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। **বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিঃ** কলকাতা জেলা সম্মেলন উপলক্ষে সকাল ১০টায় প্রতিনিধি সম্মেলন, ২টায় প্রকাশ্য অধিবেশন। **দেশবন্ধু শতবর্ষ উৎসব কমিটিঃ** সাড়ে ৫টায় ১৫, হাজরা রোডে আলোচনাচক্র 'আইনজ্ঞ দেশবন্ধু এবং তাঁর জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের কর্ণধারে রূপান্তর', পরে বিচিত্রানুষ্ঠান। **পেটরল পাম্প কর্মচারী সমিতিঃ** সাড়ে ৪টায় মহাবোধি সোসাইটি হলে সংগ্রামের প্রাথমিক সাফল্যে সাধারণ সভা। **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদঃ** ৫টায় পরিষদ ভবনে শ্রীঅমিত ভট্টাচার্যের 'ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ধর্মচিন্তা ও অক্ষয়কুমার দত্ত' সম্পর্কে আলোচনা। **পূর্ণিমা মিলনঃ** ৬টায় ৪৩বি, প্রতাপাদিত্য রোডে শ্রীপাহাড়ী সান্যালের 'অতুলপ্রসাদ' সম্বন্ধে আলোচনা। **শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠঃ** সাড়ে ৭টায় ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'বেদান্ত ও সাধনা' আলোচনা। **শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটঃ** ৫টায় ৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউতে সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে ধর্মসভা। **পানিহাটি টাউন কংগ্রেস (নব)ঃ** সকাল ১১টায় সুখচর শতদল বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মী সম্মেলন, সাড়ে ৪টায় সোদপুর স্টেশন রোডে প্রকাশ্য অধিবেশন। **রবিবাসরঃ** সাড়ে ৪টায় ১২৯এ, বালিগঞ্জ গারডেনসে অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবর্ষ উৎসব। **পূর্ব রেল লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনঃ** সকাল ১০টায় রাণাঘাটে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের যুক্ত সম্মেলন। **সপ্তডিঙাঃ** সকাল ১০টায় নারিকেলডাঙা শুকতারা সিনেমায় শিশু প্রতিভা বিচিত্রানুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। **বিড়লা শিল্প সংগ্রহশালাঃ** দেড়টায় ১৯এ, গুরুসদয় রোডে বিজ্ঞানবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। **কলকাতা হোটেল কর্মচারী সমিতিঃ** ৫টায় মনোহরপুকুর ময়দানে সাধারণ সভা। **গুণী সংবর্ধনাঃ** সকাল সাড়ে ৪টায় ২২৫-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে খেয়াল গায়ক শ্রীসত্যেন ঘোষালের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংবর্ধনা।

দিল্লিতে ছাত্রদের উপর পুলিশের কাঁদানে গ্যাস

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর—দিল্লি পরিবহণ সংস্থার একখানি ছোট বাসে একদল ছাত্র আগুন লাগিয়ে দিলে পুলিশ আজ উচ্ছৃঙ্খল ক্রুদ্ধ ছাত্র জনগণকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।

অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্য ঘটনাস্থলে বহু পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ছাত্রদের ইটপাটকেলে বারোজন পুলিশ কর্মচারী আহত হন।

—ইউ এন আই

ইউনিটের দর

বোম্বাই ৪ সেপ্টেম্বর—আগামী সোমবার ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০. টাকা ৬৫ পয়সা এবং ১০. টাকা ২৫ পয়সা বহাল থাকবে।

—পি টি আই

রেলওয়ে

দাক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

গুডস ট্রাফিক বুকিংয়ের উপর বিধিনিষেধ

শালিমার ও আর্মেনিয়ান ঘাট হইতে নিম্নোক্তমত বুকিং এখন হইতে গৃহীত হইবে না:—

(ক) ভায়া মেন লাইন এবং ভায়া গ্র্যান্ড কর্ড সমেত পূর্ব রেলওয়ের মোগলসরাইয়ের পরবর্তী সকল স্টেশনের জন্য প্রাইওরিটি 'এ' অধীন মিলিটারি ট্রাফিক বাদে 'স্মলস' সমেত যাবতীয় সাধারণ গুডস ট্রাফিক ৭ দিনের জন্য।

(খ) জয়পুর এলাকায় (অর্থাৎ জয়পুর সাউথ, ওয়েস্ট এবং খাস) স্টেশন সমূহের জন্য স্মলসসহ 'কতু প্রায়রিটি 'এ' অধীন মিলিটারি ট্রাফিক এবং ক্লাস রেট ৬০ ও তদূর্ধ্ব অধীনে চার্জকরা পণ্যদ্রব্য বাদে যাবতীয় গুডস ট্রাফিক ৫ দিনের নিমিত্ত।

(গ) আসর্ভ মিটার গেজ লোকালের জন্য স্মলসসহ 'কতু প্রায়রিটি 'এ' অধীন মিলিটারি ট্রাফিক এবং ক্লাস রেট ৬০ ও তদূর্ধ্ব অধীনে চার্জকরা পণ্যদ্রব্য বাদে যাবতীয় গুডস ট্রাফিকের আরও ৩ দিনের নিমিত্ত অর্থাৎ ৯-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত।

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

আইন-আদালত

টিটাগড়ে হত্যাকাণ্ডে দু'জন দায়রা সোপর্দ

সহকর্মী দীপককুমার মজুমদারকে হত্যা এবং হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করার অভিযোগে শিয়ালদহের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসট্রেট শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অশোক দাশগুপ্ত ও চিত্তরঞ্জন গুহকে বিচারের জন্য দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছেন।

অভিযোগ এই যে, গত ১৮ জুলাই টিটাগড়ে দুইদলে ঝগড়া বাধে। আসামীদের মধ্যে একজন দীপককে গুলি করে। দীপক হাসপাতালে মারা যায়।

তিনটি মামলায় উগ্রপন্থী তরুণী অভিযুক্ত

হত্যার চেষ্টা, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা, বে-আইনী সমাবেশ প্রভৃতি অভিযোগে তিনটি মামলায় অভিযুক্ত উগ্রপন্থী বলে বর্ণিত শ্রীমতী স্বাতী ব্যানারজি ওরফে লীলা ওরফে সবিতা ওরফে সতীকে শনিবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী এম এন দাসের আদালতে হাজির করা হয়।

ম্যাজিসট্রেট আসামীকে আরও তদন্ত সাপেক্ষে জেল হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

বিহার থেকে আনীত ১৭জন ট্রাইব্যুনালে হাজির

কয়েকটি সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে অনন্ত সিংহ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে আলিপুরে চতুর্থ ট্রাইব্যুনালে জজ শ্রীহরিসাধন বাড়রির আদালতে আবার তার শুনানী ওঠে। যে ১৭জন আসামীকে বিহার সরকারের হেপাজত থেকে কলকাতায় আনা হয়েছে এইদিন তাদের আদালতে হাজির করা হয়।

জজ আসামীদের ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

শেয়ার বাজারে তেজীভাব

৪ সেপ্টেম্বর—আজ কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই তেজীভাব দেখা যায়। লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে। বাজার খেয়ার ও বন্ডের দর নিচে দেওয়া গেল:—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি : ডানলপ ইনডিয়া ৩৪।১০; ইনডিয়ান অ্যালু: ৩৪।২০ ৩৪।৫০; ইনডিয়ান কপার ৩।৬৫; গেসটকিন উইলিয়াম ৩৫।৫০ ৩৬।১০; ইনডিয়ান অয়রন ৯।৮৫ ১০; ইনড ১৩।৮০; উড়িশা সিমেন্ট ১৫।৭৫; ১৫।৭০; ওরিয়েন্ট পেপার ৩২. ৩৩।২০।

ক্লিয়ারিং তালিকা বহির্ভূত

সরকারী ঋণপত্র : ৫% (১৯৮৫) ৯১।৪০; ৪½% ইউ পি (১৯৭৬) ৯৮।৭৫।

নাইনিতালে
পুজোর ছুটিতে সোজা
হোটেল সিলভারটনে
চলে আসুন
• স্টাইলে আধুনিক • থাকতে আরাম • বিলাসবহুল অথচ খরচ কম • নিপুণ এবং চটপট কাজ পাবেন।
হোটেল সিলভারটনে
থাকার আনন্দ আপনি ভুলবেন না।
(৭৪৫১এ)

এইচ. বি. লেবোরেটরীর
আনিকা
হেয়ার অয়েল

দুরারোগ্য
রোগের প্রতিকার
৭৫ বৎসরের চিকিৎসা কেন্দ্রের গবেষণালব্ধ নব-আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যাবতীয় রক্তের দাগ শ্বেত-চর্ম একজিমা সোরাইসিস দাবিত ক্ষত বাতরক্ত, ফুলাসহ আরও অনেক কঠিন ও জটিল রোগ স্থায়ী নিরাময় হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন।
হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর
প্রতিষ্ঠাতা- পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ
১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট হাওড়া
ফোন : ৬৭-২৩৫৯
শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি ৯
(হ্যারিসন রোড)

অ্যালুমিনিয়াম ড্রস বিক্রয়

জেকেনগরের এ. সি. আই. ফ্যাক্টরীতে অ্যালুমিনিয়াম ড্রস পাওয়া যায়। আগ্রহী পার্টিগণ নিম্নঠিকানায় মাল দেখিতে পারেন এবং সীলকরা খামে প্রস্তাব দাখিল করিতে পারেন :

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার
অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ
পোঃ অঃ জেকেনগর, জেলা বর্ধমান

মান্না দে
বিজয়ীদের
অভিনন্দন জানাচ্ছেন!

হরলিক্স গানের আসর প্রতিযোগিতা

২২শে আগস্টের অনুষ্ঠান

এঁদিনের আসরের গানগুলির পুরস্কার-বিজয়ী ক্রম হলো :
১. না না না আজ রাতে আর......
২. আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না......
৩. এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়......
৪. এই মাল নিয়ে চিরকাল......
৫. হয়তো তোমারি জন্য......

এবার পুরস্কার-বিজয়ীর সংখ্যা ৪৬। পুরস্কারের মোট ৪০০০ টাকা বিজয়ীরা সকলে সমানভাবে পাবেন। মনিঅর্ডার ক'রে তাঁদের টাকা পাঠানো হচ্ছে।

আজ দুপুর ১২-৪৫ মিনিটে 'বিবিধ ভারতী' ধরুন। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মান্না দে পরিচালনা করবেন হরলিক্স গানের আসর—গানবাজনায় জমজমাট ১৫ মিনিটের মনমাতানো অনুষ্ঠান।

মনে রাখবেন, হরলিক্স গানের আসর বসে প্রতি রবিবার দুপুর ১২-৪৫ মিনিটে।

হরলিক্স
-পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

আজ থেকে
বিশেষ রিবেট
টাকা প্রতি ১০ পয়সা

॥ সকল রকম তাঁত বস্ত্রের উপর ॥

• শনি ও রবিবার এবং ছুটীর দিনসমেত প্রতিদিন এম্পোরিয়াম সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা।

রু-সিল্ক • সিল্ক • সুতী
হ্যাণ্ডলুম
শাড়ি — পশমী শাল, ড্রেসপীস, স্টোল • টাই

স্যুটের ও শার্টের কাপড় • ধুতি • গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি
তৈরী জামাকাপড় • বিছানার চাদর • লুঙ্গি
তোয়ালে • সুতীর কার্পেট প্রভৃতি

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত
হ্যাণ্ডলুম হাউস

২, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
পাইকারী বিভাগ : ২, পার্সি'ন লেন, কলি-১
দি অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম ফ্যাব্রিক্স্ মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কর্তৃক পরিচালিত।

শারদীয়া পূজায়
সকল প্রকার আধুনিকতম
শাড়ীর মেলা
ভীড় এড়াতে আজই আসুন।
পছন্দসই কাপড় বেছে নিন।

সিল্ক মিউজিয়াম
৫৪/৩, গ্রে স্ট্রীট, হাতিবাগান,
কলিকাতা—৫

আজ আগমনী আবাহনে : সবার হৃদয় উঠুক ভরে
SRP রেডিওর মন মাতানো সুরে

৩ ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টার : টাঃ ১৩৫, মাত্র

—: সোল ডিস্ট্রিবিউটার্স :—
শাহ রেডিও ষ্টোরাস্
৩/বি ও ৪/১, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিঃ ১৩ (ফোন : ২৩-৭৬৪৩)
ভারতের সর্বত্র ডীলার আবশ্যক

(৯০১৩)

SALE

BOMBAY STANDARD-এ প্রস্তুত নানাবিধ টেরিলিন, টেরিকটন ও নাইলনের
• বুশশার্ট — মাত্র ২৪, ২৭, ২৮, ৩৪, ৩৮,
(পূর্বমূল্য—৪০, ৫২, ৫৬, ৬১, ৬৮)
• ঐ শার্ট — ৩০, ৩৪, ৪২,
(পূর্বমূল্য — ৪৮, ৫২, ৬০, ৭২,

• বেনারসী নতুন রেশম এমব্রয়ডারী ও JARI পিওর সিল্ক Heavy Quality Fresh শাড়ী—মাত্র ৮০, (পাইকারী মূল্য—১২৮)

• কোয়েম্বাটোর, কোয়েম্বাটুর, ত্রিপুর প্রভৃতি সুতী শাড়ী SALE-এ বিক্রয় হইতেছে—২০, ২৪, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৬, ৪০, ৪৮, ৫২, ৫৬, (পাইকারী মূল্য ৩০, হইতে ৯০,)

• গত বুধবার (৩১।৮।৭১) হাওড়া হাটে বাজার খারাপ থাকার দরুন তাঁতের ধুতি, শাড়ীর দাম অসম্ভব পড়িয়া যাওয়ায় আমরা ধনেখালি, টাঙ্গাইল, রাজবলহাট, বেগমপুর, শান্তিপুর প্রভৃতি আরঙের বহু প্রকার নতুন নতুন শাড়ী সস্তায় ক্রয় করিয়া অভাবনীয় কম মূল্যে বিক্রয় করিতেছি।
১·৫০ টাকা থেকে ৩৫, টাকা পর্যন্ত

• বোম্বের বহুপ্রকার হালফ্যাসনের টেরিকট, টেরিভয়েল প্রভৃতি মনমাতানো প্রিন্টেড Fresh শাড়ী মাত্র ২৪, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১

• বেনারসের জরী ও রেশম এমব্রয়ডারী কাজের একেবারে নতুন ডিজাইনের প্রায় ৫০০০ পিস মনোরম শাড়ী—২০, ২২, ২৫, ২৮, ৩২, ৩৬, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫২,

• AMAR DRESSES Mfg. Co. ও MEENA'র বহু নূতন নূতন প্রায় ৫০০০ পিস পোষাক টাকায় ছয় আনা বাদে SALE-এ বিক্রয় হইতেছে।

• BOMBAY'র হালফ্যাসনের ছোটদের শার্ট, বুশশার্ট ও ফ্রক (প্রায় ১০,০০০ পিস) প্রায় অর্ধমূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

নতুন চুক্তির জন্য EMPLOYEES' CO-OPERATIVE SOCIETY'র চেয়ারম্যান / সেক্রেটারীকে তাঁহাদের সভ্যগণের সুবিধার্থে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।
বর্তমানে চুক্তিবদ্ধ SOCIETY'র সভ্যগণ PERMIT-এ আমাদের SALE-এ পূজোর কেনাকাটা করার সুবর্ণ সুযোগ নিন।

হরলালকা
• ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
• ২২৪, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা-৭
(সম্পূর্ণ নতুনভাবে সুসজ্জিত)
• ২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
• প্রতিদিন রাত্রি ১০টা পর্যন্ত দোকান খোলা

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

মহাজাতি সদনে আজ রবিবার বিকাল ৫টায় রবীন্দ্রসংগীতের আসর; অংশগ্রহণে—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, ভবানী ঘোষ, নীলিমা সেন, সুমিত্রা সেন, সাজেদা খাতুন, রাখী চক্রবর্তী, গোরা সর্বাধিকারী ও ঋতো গুহঠাকুরতা; বেহালায় রবীন্দ্রসংগীতের সুর

হাওড়ায় 'বেবি শো'

১৯ সেপটেম্বর, রবিবার বিকাল ৩টায় উত্তর সালকিয়া 'সংস্কৃতি' পরিচালিত 'বেবি শো' অনুষ্ঠিত হবে। দুটি বিভাগে প্রতিযোগিতা 'ক' বিভাগে ২-৪ বছর পর্যন্ত এবং 'খ' বিভাগে ছ মাস থেকে দু বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট। যোগাযোগের ঠিকানা—সংস্কৃতি কার্যালয়, ১নং হালদারপাড়া লেন, সালকিয়া, হাওড়া।

খগেন্দ্রচন্দ্র দাশের মৃত্যুবার্ষিকী

গত বুধবার ৩৫ পাঁচুতিয়া রোড-এ ক্যালকাটা কেমিকেল কোমপানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত খগেন্দ্রচন্দ্র দাশের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ শান্তিভূষণ দত্ত। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী বি কে দত্ত। খগেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থে কোমপানির কর্মিবৃন্দের শিক্ষা ও আনন্দলাভের জন্য কর্তৃপক্ষ যে 'খগেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি পুস্তক সংগ্রহশালা' সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্বোধন করেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবিবাসর

গত ৫ ভাদ্র রবিবার শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর আহ্বানে রবিবাসরের ৪২তম বর্ষের অষ্টম অধিবেশন সর্বাধ্যক্ষ কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে সম্পাদক সন্তোষকুমার দে রবীন্দ্রসংগীতে গবেষক ডকটর প্রিয়ব্রত চৌধুরীর সংগে সকলের পরিচয় করিয়ে দেন। ডঃ চৌধুরীর উদ্বোধন সংগীতের পর বনফুল তাঁর সুদীর্ঘ কবিতা—'কৃষ্ণা চতুর্দশী' পাঠ করেন। কবিশেখর কৃষ্ণধন দে, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, দিব্যেন্দু লাহা এবং কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরচিত 'কালো বৌ' এবং 'ক্ষ্যাপা গোসাই' নামক দুটি ছোট গল্প পাঠ করেন। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর ভবনে তারাশঙ্কর ও বনফুলের স্বরচিত রচনা পাঠ এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধিবেশন।

বেতার জগৎ

শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৮

অনন্য রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ এবারের শারদ সংখ্যা বেতার জগৎ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে রয়েছে বাংলার প্রখ্যাত লেখকদের রচিত তথ্যবহুল সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী আর মনোজ্ঞ, সুখপাঠ্য ও রুচিশীল ছোটগল্পের এক অপূর্ব সমাবেশ।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত বহুবর্ণ মূল চিত্রের প্রতিলিপি এবারের শারদ সংখ্যা বেতার জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

এবারকার বিশিষ্ট গল্প লেখকদের মধ্যে রয়েছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, বনফুল, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বাণী রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আশা দেবী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সবিতা সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন রসের এবং ভিন্ন বৈচিত্র্যের আধুনিক বাংলা কবিতার লেখকসূচীতে রয়েছেন বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রাম বসু, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বিশু মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ ও আরো অনেক প্রতিশ্রুতিবান তরুণ কবি।

এ ছাড়া আছে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও মনীষীদের প্রবন্ধ। রচনাসম্ভারে, বিষয় বৈচিত্র্যে এবং অলংকরণে এই অনন্যসাধারণ শারদ সংকলনের মূল্য মাত্র দুই টাকা। (রেজেস্ট্রী ডাকযোগে ২. টাকা ৯৫ পয়সা)।

বেতার জগৎ শারদ সংখ্যার জন্য নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—
সম্পাদক, বেতার জগৎ
আকাশবাণী ভবন, ইডেন গার্ডেনস, কলিকাতা-১

(৮১৮১)

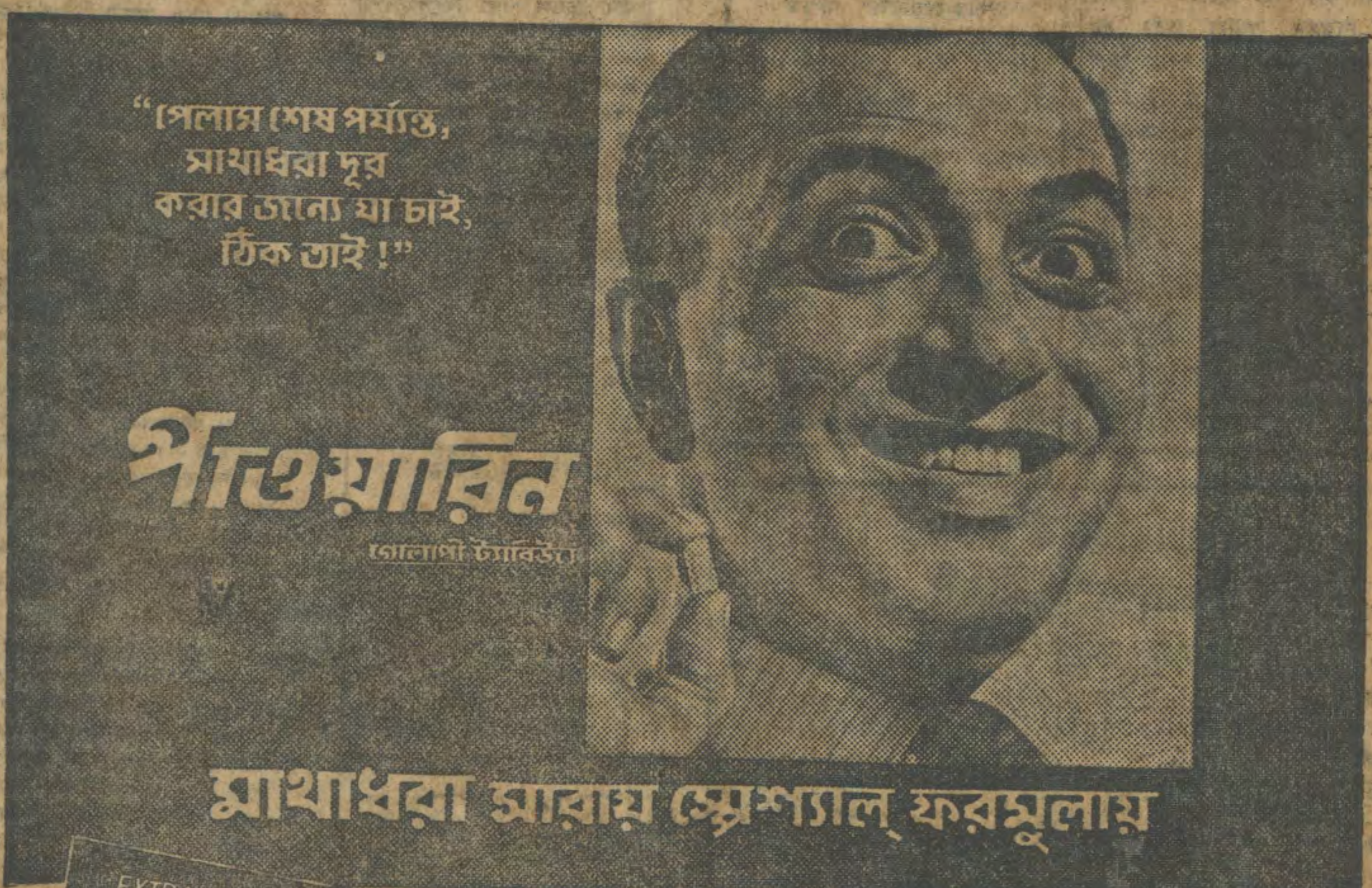

নতুন পাওয়ারিন কাজ করে, যাচাই করা চিকিৎসা প্রণালীতে : অর্থাৎ, এতে আছে বহু রকমের ওষুধ—অল্প, নিরাপদ মাত্রায়। যন্ত্রণার সঙ্গে যে টান টান আড়ষ্ট ভাব থাকে তাও সারিয়ে দিয়ে পাওয়ারিন আপনাকে বাড়তি আরাম দেয়। এতটুকু ছোট পাওয়ারিন ট্যাবিউল, অথচ আরাম দেয় কত বেশী! ট্যাবিউল হ'ল, ক্যাপসিউল আকারের ট্যাবলেট, যা খুব সহজে গেলা যায়।

মাথাধরা, দাঁতব্যথা, পেশীব্যথা এবং সর্দি ও জ্বরের কষ্টের জন্যে

ট্রেড মার্কের রেজিস্ট্রীকৃত ব্যবহারকারী : জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ

পাওয়ারিন জয় করে যন্ত্রণাকে

ব্যাঙ্কো-রয়াল

...ভারতে প্রস্তুত উন্নত ধরণের ছোটবড় রকমারি গ্যাসকেট—আধুনিকতম ইঞ্জিনের জন্যে বিশেষভাবে তৈরী।

এই ব্যাঙ্কো শিল্পপ্রয়োগবিদ্যা ক্রমাগত উন্নতি করে চলেছে, যাতে বেড়েওঠা কমপ্রেশন হার, লঘু থেকে লঘুতর কাস্টিং ডিজাইন, ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাওয়া মেটিং সারফেস আর ইঞ্জিনের ক্রমবর্ধমান চাপ—সাফল্যের সঙ্গে আয়ত্তে আনতে পারে। সিলিণ্ডার-হেডকে চিড়খাওয়া থেকে, ম্যানিফোল্ডকে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। ইঞ্জিনের কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলে খরচ কমিয়ে আনে। আর সবসময় সমান নির্ভরযোগ্য থাকে।

৪০০০ রকমের ব্যাঙ্কো-রয়াল গ্যাসকেট-এর প্রতিটিতে আছে বিশ্ব-বিখ্যাত "রয়াল" উৎকর্ষতা। আর আছে, আমাদের সহযোগী, ডেনমার্কের হেরাল্ড নীলসন ফাউণ্ডেশন-এর অমূল্য পুরুষাণুক্রমিক শিল্পপ্রয়োগ জ্ঞান। তাই সবরকমের মোটর জাতীয় গাড়ী আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনের নির্মাতারা আজ মূল-যন্ত্রাংশ হিসেবে ব্যাঙ্কো-রয়াল গ্যাসকেট ব্যবহার করছেন।

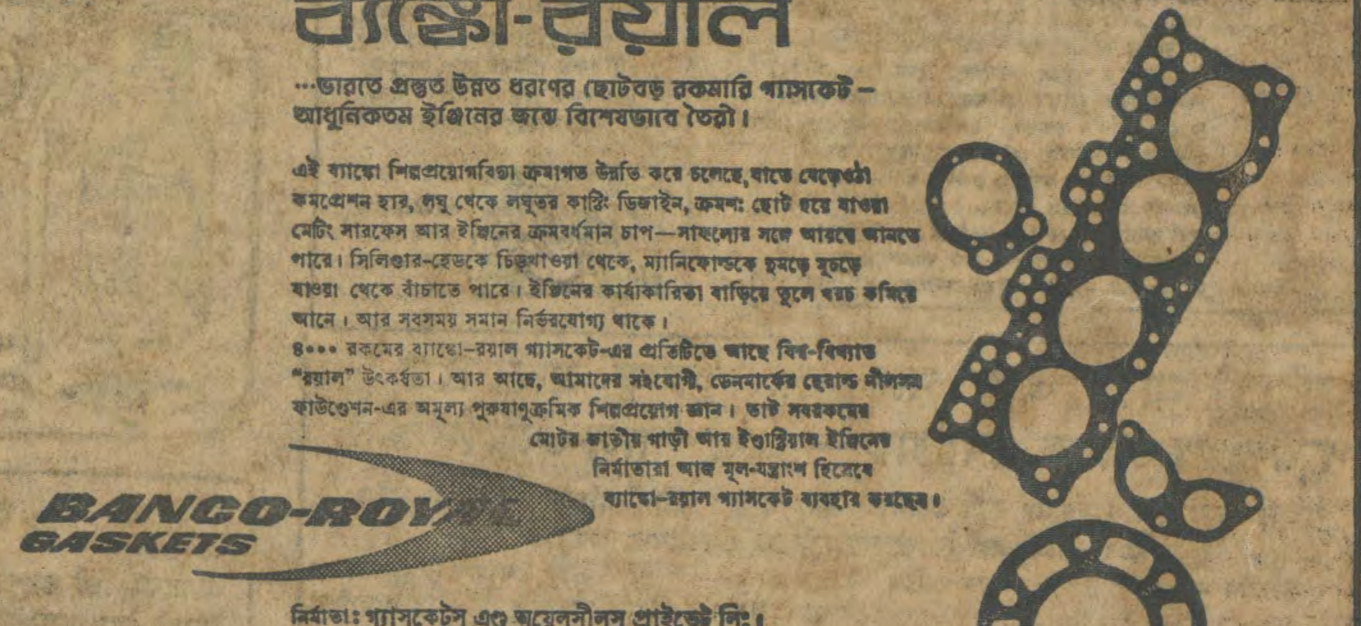

নির্মাতাঃ গ্যাসকেটস্ এণ্ড অয়েলসীলস্ প্রাইভেট লিঃ।

সোল-সেলিং এজেন্টসঃ গ্যাসকেটস্ এণ্ড রেডিয়েটর্স ডিস্ট্রিবিউটর্স, পোষ্ট বক্স নং ১৬৯, বরোদা।
রেজিঃ অফিসঃ বিল, ভাইলি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, পদ্রা রোড, বরোদা।

পূর্বাঞ্চলের ডিস্ট্রিবিউটার :—(অটোমবাইল এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসকেট) মেসার্স ওভারসিজ ইমপেক্স কর্পোরেশন, ১৩/বি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা—১৩। (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এঞ্জিন গ্যাসকেট) মেসার্স এইরূপ প্রাইভেট লিঃ, ১০, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১। (অটোমবাইল এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসকেট) মেসার্স হিন্দুস্তান সেলস এজেন্সি, পি-২৯, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা—১৩।

আপনার ভাগ্য আপনার হাতে

গ্রহশান্তির জন্য খাঁটি গ্রহরত্ন ধারণ করুন

এম পি জুয়েলার্স এণ্ড কোং

আসল গ্রহরত্ন ব্যবসায়ী

রত্ন ধারণ ?

অভিজ্ঞ জ্যোতিষীর পরামর্শমতো রত্ন ধারণই শ্রেয়। জ্যোতিঃসরস্বতী শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে বৈকাল ৫টা হইতে ৭-৩০টা পর্যন্ত আমাদের (প্রতিদিন বৃহস্পতিবার বাদে) রত্ন বিভাগে পাওয়া যায়। রত্ন ধারণ আপনার একান্ত প্রয়োজন কিনা এবং প্রয়োজন হইলে কোন রত্নের প্রয়োজন তাহা আপনার নিশ্চয় জানা উচিত।

পি. সি. চন্দ্র এণ্ড সন্স

জুয়েলার্স

১২৭/১এ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২,

ফোন : ৩৫-০৫০৪ | ৩৫-০৫০৮

এ সপ্তাহের আপনার রাশিফল

শ্রীজ্যোতিষ

সৌর জগতে বর্তমান গ্রহ-পরিস্থিতি এই রকম:—শনি বৃষে। কেতু কর্কটে। বুধ, রবি ও শুক্র সিংহে। (শুক্র শনিবার কন্যায় সরে যাবে)। বৃহস্পতি বৃশ্চিকে। রাহু ও মঙ্গল মকরে। চন্দ্র আজ আছে কুম্ভে। সোমবার চন্দ্র যাবে মীনে। বুধবার চন্দ্র যাবে মেষে। শুক্রবার চন্দ্র সরে যাবে বৃষে।

রাশীর ফল:—'বাংলা দেশে'র মুক্তি সংগ্রাম সমান তালেই চলবে। জঙ্গী শাসক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি আরো দৃঢ় হয়ে উঠবে। পশ্চিম পাকিস্তান 'বাংলা দেশে'র সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা চালাতে পারে। 'বাংলা দেশ' বিশ্বের কয়েকটি রাষ্ট্রের অপ্রত্যক্ষ সমর্থন লাভ করতে পারে। ভারতে অবর্ণনীয় বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতি রাষ্ট্রের আর্থিক কাঠামোর ওপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনা কিছুটা হ্রাস হতে পারে।

আজ থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত ব্যক্তিগত রাশি অনুযায়ী সম্ভাব্য ফলাফল দেওয়া হল।

মেষ—ব্যয়বাহুল্যের চাপ চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। শত্রু নিন্দা প্রচার করতে পারে। কোনো ভ্রাতা বা আত্মীয়ের স্বাস্থ্য উৎকণ্ঠার কারণ হতে পারেন। কোনো বৈষয়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

বৃষ—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বিষয়ে সম্মান লাভ করতে পারেন। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। কোনো ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অনুগ্রহলাভ করতে পারেন। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

মিথুন—আর্থিক ইঙ্গিত অপেক্ষাকৃত শুভ। ব্যবসাক্ষেত্রের ফল অনুরূপ। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো ভ্রাতার সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। সম্পত্তি বা বাসগৃহ সংক্রান্ত সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে আশা করা যায়।

কর্কট—আর্থিক ইঙ্গিত অনুকূল। ব্যবসায় ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত থাকতে পারে। কোনো ভ্রাতার দ্বারা বিরুদ্ধাচরণের আশংকা দেখা যায়। কোনো ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

সিংহ—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। মনের কোনো বিশেষ আশা ফলবতী হতে পারে। শত্রু বশ্যতা স্বীকার করবে। কোনো বৈষয়িক বা পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

কন্যা—ব্যয়বাহুল্যের বিশেষ চাপ চলবে। ব্যবসাক্ষেত্র ভিন্নে তাদের চলবে। চাকুরিস্থলে মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত থাকতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য উদ্বেগ হতে পারে। কোনো ভুলের ফলে অর্থক্ষতি, দ্রব্যক্ষতি বা মনস্তাপ হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

তুলা—আর্থিক ইঙ্গিত অনুকূল। ব্যবসাক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বন্ধু বা নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে মানসিক ক্লেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

বৃশ্চিক—আর্থিক ইঙ্গিত শুভ। ব্যবসাক্ষেত্রের ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মানলাভ করতে পারেন। মনের কোনো বিশেষ আশা ফলবতী হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে বিশিষ্ট বন্ধুলাভ যোগ দেখা যায়। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

ধনু—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে শত্রু-ভয়ে মন বিক্ষিপ্ত থাকতে পারে। কোনো নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

মকর—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোনো বিষয়ে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

কুম্ভ—ব্যয়বাহুল্যের বিশেষ চাপ চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে বড় রকমের চিন্তার কোনো কারণ দেখা যায় না। কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। কোনো বিষয়ে সম্মানলাভ করতে পারেন। কোনো ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অনুগ্রহলাভ করতে পারেন। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

মীন—আর্থিক ইঙ্গিত অনুকূল। ব্যবসাক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মানলাভ করতে পারেন। কোনো ব্যাপারে ভুলের ফলে মনস্তাপ হতে পারে। কোনো সন্তানের শিক্ষা ব্যাপারে মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে।

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত

শান্তিভূষণ জ্যোতিরত্ন

বর্তমানে নিম্ন ঠিকানায় বসিতেছেন। ঠিকুজি, কোষ্ঠী বা জন্মসময় সহ সাক্ষাৎ করুন ৩টা হইতে ৮টা।

আসল গ্রহরত্নের প্রয়োজনে

গ্রহমিত্র

১৬, বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন (সুকিয়া স্ট্রীট), কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫৪৮৬০ ● মঙ্গলবার বন্ধ।

১০ হাজার টাকা গ্যারান্টিতে

আসল গ্রহরত্ন

রত্নাগার

মোটরিস্টদের জন্যে

বিনাব্যয়ে আরও

একটি কাজ

করে দিচ্ছে

INDIANOIL

ইণ্ডিয়ান অয়েল

কলকাতার

নতুন

টেলিফোন

ডাইরেক্টরি

এখন পাওয়া যাবে

ইণ্ডিয়ান অয়েলের পেট্রল পাম্পগুলিতে!

পুরনোটি বদলে জুন ১৯৭১ ইস্যু-এর কলকাতার নতুন টেলিফোন ডাইরেক্টরিখানি সংগ্রহ করুন। ৬ই সেপ্টেম্বর — ২০শে সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা আর বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে নিচের যে কোনো পাম্পে গাড়ি নিয়ে আসুন :—

উমা সার্ভিস স্টেশন, গড়িয়াহাট মেন রোড (সাউথ)

বেলভেডিয়ার সার্ভিস স্টেশন, বেলভেডিয়ার রোড

রামকৃষ্ণ সার্ভিস স্টেশন, ১৬০ লোয়ার সার্কুলার রোড

ওরিয়েন্ট সার্ভিস স্টেশন, গুরুসদয় রোড

সুপার অ্যাভিনিউ সার্ভিস স্টেশন, ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ

রিজেন্ট অটোমবাইল, সেবক বৈদ্য স্ট্রীট

দেবী কমার্সিয়াল কোং, সি আই টি রোড, স্কিম নং ৬ (এম)

ওরিয়েন্টাল অটোমবাইলস, নিউ আলিপুর রোড

বাসেল অটো সাপ্লাই, 'কুইনস ম্যানসন', ১২ পার্ক স্ট্রীট

Pressman—100—71

পুজোয়

বৌদ্ধিময়ী শাড়ির মেলা

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত, মুর্শিদাবাদ, ঢাকাই...

বিচিত্রা

৬৫ সি. আই. টি. রোড (সাউথ) হাওড়া

ফোন: ৬৭-২৮৭০

কেন্দ্রের সম্পত্তির উপর পৌর-কর ধার্যের জন্য বিল আনা হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর—স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থাগুলি যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির উপর পৌর কর ধার্য করতে পারেন, তার জন্য সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে একটি বিল আনা হবে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীউমাশংকর দীক্ষিত আজ স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগীয় কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং সর্বভারতীয় মেয়র পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতির দ্বিতীয় যুগ্ম অধিবেশনে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

সংস্কৃতে কৃতিত্ব

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী স্বাতী মুখোপাধ্যায় এই বছর সংস্কৃতে ডি-ফিল ডিগরি পেয়েছেন। তিনি কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের এসিসট্যান্ট কমিশনার শ্রীসমীর মুখার্জির কন্যা।

পুজোর আগে

বিশেষ সুযোগ!

নগদে কিনলে

৩৫%

পর্যন্ত

ডিস্‌কাউন্ট

এই সব এবং

আরো নানারকম জিনিসপত্রে

ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী

পূজা বাজারের জন্য

পওয়ন

ফ্যাব্রিক্‌স

নানা রকম সুন্দর সুন্দর শার্টিং, স্যুটিং ও কাটপীস

পি-১০, নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ রোড

অমর ভবন, কলিকাতা-১

(১০১৪৫)

ঘায় প্রুফে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা

সিদ্ধেশ্বরীর কেলিকো

গেঞ্জীরই আছে

সিদ্ধেশ্বরী হোসিয়ারী

কলিকাতা-৫

আমাদের ছোট-বড় ১২ ডজন গেঞ্জীর গ্রাহকগণকে একটি স্টেইনলেস স্টীল-এর বাটি উপহার দেওয়া হইবে।

Last day of

SALE

১২ই সেপ্টেম্বর

কয়েকটি মূল্য তালিকা

● ১০০০ পিস পিওর মুর্শিদাবাদ সিল্ক ছাপা শাড়ী—মাত্র ৪০, (পূর্ব-মূল্য—৬০,)

● ৩০০ পিস বাঙ্গালোর পিওর সিল্ক শাড়ী—মাত্র ৬০, (পূর্বমূল্য—১০০,)

● ১০০০ পিস টেরিলিন বুশশার্ট—মাত্র ২৫, (পূর্বমূল্য—৪০,)

● ৩০০০ পিস টেরিকটন প্যান্টলেংথ—মাত্র ২৩·২৫ (পূর্বমূল্য—৩২,)

● বোম্বের টেরিলিন প্রিন্ট শাড়ী—মাত্র ১৭, (পূর্ব-মূল্য—২৬,)

BOMBAY'র বিখ্যাত Pavri Agency'র ৫০০০ পিস টেরিলিন ও কটন শার্ট (বড় ও ছোটদের) টাকায় ছয় আনা বাদে SALE-এ দেওয়া হ'ল।

হরলালকা

● কলেজ স্ট্রীট (YMCA বিল্ডিং)

● ৪৫সি, গ্রে স্ট্রীট

● ৫২/১/১, কলেজ স্ট্রীট

পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ

বিরাট খেলা (প্রথম পুরস্কার : ২১,০০,০০০, টাকা)

প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল : ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

(১লা সেপ্টেম্বর, '৭১ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য)

একটি প্রথম পুরস্কার ৫০০০, টাকা B-689577

দুইটি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০০, টাকা E-093653 D-485216

চল্লিশটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০, টাকা

I-178736 E-277264 F-200875 I-631037 E-662560 C-647058 B-300568
E-145909 E-122075 A-300083 D-874409 B-009744 C-677495 D-069081
F-398190 D-010781 B-673370 D-605377 D-339177 E-267886 C-197285
F-176531 D-139896 C-626041 A-771131 B-696430 A-232709 D-595171
A-356020 C-165085 C-439185 E-061528 B-468259 D-583354 B-429685
D-001502 E-228123 A-590483 B-671048 D-694985

বিঃ দ্রঃ—নম্বর ভুল মুদ্রণের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ, চণ্ডীগড়।

পুজোয়/আকর্ষণীয়—

যে কোন মার্কেট হইতে সুবিধা মূল্যে—

গোয়ালিয়র, মফতলাল গ্রুপ, বিনি, বম্বে ডাইং এবং লালভাই গ্রুপের টেরিন্‌ ও টেরিকটন্‌ প্যান্ট ও সার্ট লেংথ্‌ মিল হইতে আমদানী করা হইয়াছে।

স্টক থাককালীন পাওয়া যাইবে

সাভার ক্লথ স্টোরস্‌

(মধ্য কলিকাতায় বিনি লিমিটেডের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

শিয়ালদহ কর্নার, ৫৪নং গ্রুপ, কলিকাতা-১৪

(সিভিল কোর্টের নিকট)

— তামিল নাড়ু স্টেট লটারী —

লটারী মানেই স্বপ্নময় এক রঙিন আশা।

জগতে এমন কেহ নাই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারে আমার টিকিটে প্রাইজ উঠবেই—নির্ভাবনায় এম রায় হইতে টিকিট সংগ্রহ করুন। এটা সত্যি জনসাধারণের রায়

—এম রায়—

এম রায়

(অল ইণ্ডিয়া লটারী ডিস্ট্রিবিউটর)

১/১, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, শিয়ালদহ

ফোন:- ৩৫-০৯৮৭

কেমিকো

হোমিওপ্যাথিক লিভার টনিক

লিভারের দোষে ও রক্তহীনতায় বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে ফলপ্রদ।

মহেশ লেবোরেটরীজ প্রাঃ লিঃ • কলিকাতা-৩১

এজেন্টস্‌ : এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১, ফোন : ২২-২৫০৩

KEMBECO

লটারী মানে এস. পাল নয় কিন্তু লটারীতে পুরস্কার বলতে বোঝায়—এস. পাল-এর টিকিট

পুজোর দিনগুলোকে মধুময় করে তোলার জন্য নীচের লটারীগুলির টিকিট কিনতে এস. পাল এর বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে যোগাযোগ করুন

লটারীর নাম	খেলার তারিখ	প্রথম পুরস্কার	মোট পুরস্কার	কমিশনের শতকরা হার (১০০ বা ততোধিক টিকিটের জন্য)
১। আসাম (১৬শ)	৭/৯/৭১	২ লাখ	৪৩০	২৮%
২। হরিয়ানা (৩০শ)	৮/৯/৭১	২ লাখ	৭৬৩	৩০%
৩। কেরালা	৭/৯/৭১	৭ লাখ	৬৩১১	২০%
৪। দিল্লী লটারীজ	১৪/৯/৭১	১½ লাখ	২৭৯	৩২%
৫। রাজস্থান	১৮/৯/৭১	১০ লাখ	৪৫৭৭	২৮%
৬। বিহার	১৯/৯/৭১	৩ লাখ	১২২৫	২৬%
৭। মধ্যপ্রদেশ	২০/৯/৭১	১ লাখ	১০৫৮	২৮%
৮। হিমাচল প্রদেশ	৫/১০/৭১	৫ লাখ	৫৮	৩২%
৯। আসাম (১৭শ)	৭/১০/৭১	২ লাখ	৩৫৩	২৮%
১০। তামিলনাড়ু	১০/১০/৭১	১০ লাখ	১০৬৮০	৫%
১১। জম্মু-কাশ্মীর		২½ লাখ	৭০৭	৩২%
১২। পাঞ্জাব	১৫/১০/৭১	২১ লাখ	২৭২১	৩২%
১৩। পশ্চিমবঙ্গ	১৬/১০/৭১	৩ লাখ	২২৬	২৫%
১৪। শহীদ স্মরণ	৯/৯/৭১	১ লাখ	২৬৮	৪৫%
১৫। হরিয়ানা (৩১শ)	১১/১১/৭১	২৫ লাখ (৫টি)	১৩৬৮	৩২%
১৬। ডি বি চ্যারিটিজ	২৯/১২/৭১	২ লাখ (২টি)	১৯০	৪৫%
১৭। মহীশূর	১৭/১০/৭১	১৫ লাখ (৩টি)	১৬৭৭৯	১২%

প্রতি টিকিট ১, টাকা মাত্র

উপরে প্রদত্ত পাইকারী দর পুজো উপলক্ষে বিশেষভাবে হ্রাস করা হল। এই দর কেবলমাত্র অদ্য তারিখ হতে বর্তমান খেলার জন্য প্রযোজ্য। টিকিটের সরবরাহ মজুদ সাপেক্ষ। খুচরা টিকিটের জন্য টিকিটের প্রকৃত মূল্য সহ অতিরিক্ত ১·২০ পয়সা রেজিস্ট্রি খরচ বাবদ পাঠাতে হবে। সাধারণ ডাকে টিকিট নিলে মারপথে খোয়া গেলে আমরা দায়ী থাকব না। পাইকারী টিকিটের ক্ষেত্রে প্রতিশত টিকিট পিছু ২, টাকা হারে ডাকখরচ ইত্যাদি বাবদ পাঠাতে হবে। ডাকযোগে টিকিটের টাকা কেবলমাত্র আমাদের মুখ্য-অফিস ১০/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১ এই ঠিকানায় Bank Draft, I. P. O, অথবা M. O, যোগে পাঠাতে হবে।

৫০০ বা ততোধিক টিকিটের জন্য ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ কারী খরিদ্দারদের পুজো উপলক্ষে বিরাট আকর্ষণীয় কমিশন।

ফোন:৩৫-৮৩০০

অদ্বিতীয় লটারী এজেন্ট

এস.পাল

১০/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭

শিয়ালদহ · বিবেকানন্দ রোড · শিলিগুড়ি · নবদ্বীপ

কলকাতায়

আমাদের চিট ফাণ্ডের জন্যে ফিল্ড অফিসার রূপে কাজ করতে এবং এজেন্টরূপে কাজ সংগ্রহের নিমিত্ত উদ্যমী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্যে আকর্ষণীয় শর্তে শূন্যপদে লোক নেওয়া হবে।

ব্যক্তিগত সম্পূর্ণ বিবরণী ও রেফারেন্স উল্লেখে নিচের ঠিকানায় এমনভাবে দরখাস্ত পাঠাতে হবে যাতে দুই সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছয় :

দি ডেভেলপমেন্ট অফিসার

সুদর্শন চিট ফাণ্ড

সুদর্শন ট্রেডিং কম্পানি লিমিটেডের একটি ইউনিট

এফ/এফ, আর্য সমাজ রোড করোল বাগ, নয়াদিল্লি-৫

aries

দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড

(ইংলণ্ডে সমিতিভুক্ত)

গ্রাহকসমূহের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

কোনও কোনও এলাকার উক্ত কোম্পানীর মিটার ইন্‌সপেক্‌টরগণ নিজ নিজ কাজ করিতে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গ্রাহকসমূহের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন কোম্পানীর এই সকল কর্মচারীদের তাঁহাদের কাজে প্রবেশাধিকার ও সহযোগিতা প্রদান করেন। মিটার ইন্‌সপেক্‌টরগণ কোম্পানীপ্রদত্ত স্ব স্ব পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখেন এবং এই পরিচয়পত্রে তাঁহাদের ফটোগ্রাফ থাকে। প্রয়োজন হইলেই এই পরিচয়পত্র দেখান হইবে।

ভিক্টোরিয়া হাউস · ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

এ. কে. ঘোষ · চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার

এই প্রথম ট্রানজিস্টার যাতে রয়েছে

৬টি ব্যাণ্ড

২টি ডায়াল

'সি বি' সার্কিটের সঙ্গে

টেলিরাড আর টি ৩০১

২৯১ টাকা

TELEVISION RADIO

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা—৩২

তারিখ—১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

পরলোকগত অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনের ছাত্র ও সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি আবেদন

অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন ৩০-১২-৭০ তারিখে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় রত অবস্থায় শহীদ হইয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে "অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন স্মরণ-কমিটি" গঠিত হইয়াছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেংগল এবং অ্যালাম্‌নি অ্যাসোসিয়েশনও এই কমিটিতে আছেন।

৩০-১২-৭১ তারিখে অধ্যাপক সেনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অন্যান্য প্রকল্প ছাড়াও তাঁহার নামে একটি বার্ষিক স্মৃতি-বক্তৃতামালা আয়োজনের ও তাঁহার স্মরণে একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের একান্ত কামনা কমিটির রহিয়াছে।

একমাত্র বক্তৃতামালার ব্যয় নির্বাহের জন্যই অন্যূন ৫০,০০০ টাকার মত প্রয়োজন হইবে। কমিটি আশা করেন, এই বিদগ্ধ শিক্ষকের সারা দেশে ও বিদেশে যেসব অগণিত ছাত্র, সহকর্মী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এই বিনীত আবেদন পৌঁছাইতে পারিলে এই উভয় প্রকল্পের জন্যই অর্থের অভাব ঘটিবে না। এই আবেদন এই আশাতেই প্রচার করা হইতেছে যে, তাঁহার ছাত্রগণ এবং সুহৃদ-শিক্ষক-সহকর্মী হিসাবে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা সকলে যথাশক্তি অর্থ দান করিবেন এবং অধ্যাপক সেনের জীবন ও কার্যাবলী সম্পর্কে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, স্মৃতিচারণ ইত্যাদি পাঠাইয়া সাহায্য করিবেন ও অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনের পবিত্র স্মৃতিরক্ষায় আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিবেন।

মনিঅর্ডার, চেক ও প্রবন্ধাদি রেজিস্ট্রার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—৩২ ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদি যেন ৩১শে অক্টোবরের মধ্যেই পৌঁছে তাহা হইলেই ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের পূর্বে স্মারক-গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হইবে।

স্বাঃ পি সি ডি মল্লিক
রেজিস্ট্রার

(৮৯০৫)

হিজলী কো-অপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটী, (কাঁথি)-র

আরামদায়ক বাসে দীঘা ভ্রমণ করুন।

প্রত্যহ ছাড়ে—দীঘা	পৌঁছায়—কলিকাতা
সকাল ৫টা	সকাল ১০-৩০ মিঃ
কলিকাতা (বাবুঘাট)	দীঘা
বিকাল ৪-৩০ মিঃ	রাত্রি ৯-৪৫ মিঃ

ভাড়ার হার কলিকাতা-দীঘা ১০.০০ টাকা

অগ্রিম বুকিং ও অনুসন্ধানের ঠিকানা :
৭১/এ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা (দুপুর ১২টা হইতে বিকাল ৩টা)

বিনীত
সম্পাদক
হিজলী কো-অপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি লিঃ

(৭০৪৬)

পূর্ব রেলওয়ে

কালকাতা ও হাওড়া এলাকার সীট বুকিং অফিসের কাজের সময়

পূজার ছুটির সময় ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতা ও হাওড়া এলাকার সিটি বুকিং অফিসে রিজার্ভেশনের নিমিত্ত প্রচুর সংখ্যক তৃতীয় শ্রেণীর স্লিপার বার্থ ও সীট বরাদ্দ করার ফলে কেবল তৃতীয় শ্রেণীর বুকিং এবং বার্থ ও সীট রিজার্ভেশনের জন্য খোলার সময় ১৩-৯-৭১ তারিখ হইতে ১৮-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত সকাল ৯-৩০টা হইতে সকাল ৮টায় সাময়িকভাবে আগাইয়া আনা হইবে (বন্ধের সময় বিকাল ৪-৩০টায় অপরিবর্তিত থাকিবে)।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট

পূজা সংখ্যা সিনেমা জগৎ

৮টি উপন্যাস

বিমল মিত্র/জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী/প্রবোধকুমার সান্যাল বরেন গঙ্গোপাধ্যায়/শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়/নীহাররঞ্জন গুপ্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও কালকূট

২টি উপন্যাসোপম বড় গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/চাণক্য সেন

৮টি গল্প

বনফুল/আশাপূর্ণা দেবী/মহাশ্বেতা দেবী/গজেন্দ্রকুমার মিত্র/প্রতিভা বসু বুদ্ধদেব গুহ/শক্তিপদ রাজগুরু ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৪টি বিশেষ রচনা

শচীন ভৌমিক/কণিষ্ক/চিরঞ্জীব ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৮টি রম্যরচনা ও ফিচার

শিবরাম চক্রবর্তী/শ্রীপান্থ/বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কুমারেশ ঘোষ/অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মনোরঞ্জন ঘোষ/দেবনারায়ণ গুপ্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচিতি

সুমিত্রা মুখার্জী/দীপেন মুখার্জী ও শিশিরকণা ধরচৌধুরী

এ ছাড়া ছবি ও ছবির ফিচার

দাম ৫.৫০ টাকা — সডাক ৬.৭৫ টাকা

দি ম্যাগাজিনস প্রাইভেট লিমিটেড
১২৪ বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬

ভারজিনের বেপরোয়া ১৭৬ রান

স্কারবরো (ইংল্যান্ড), ৪ সেপ্টেম্বর—ভারতীয় ক্রিকেট দল ও টি এন পিয়ারসের একাদশের খেলার প্রথম দিনে চা বিরতির সময়ে টি এন পিয়ারসের একাদশ তিন উইকেটে ৩৫৭ রান করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারজিনের বেপরোয়া ব্যাটিংএ ১৭৬ রান এবং বোলাস ও ফ্লেচারের দৃঢ়তায় পিয়ারসের একাদশ দ্রুত রান এগিয়ে নিয়ে যায়। শুরু থেকেই ভারজিন দ্রুত রান করতে থাকেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ে পিয়ারসের একাদশের কোন উইকেট না হারিয়ে ১৫৫ রান ওঠে। ১৮৫ মিনিটে ভারজিনের শত রান পূর্ণ হয়। এই রানের মধ্যে তিনি ১১ বার বাউনডারি সীমানার বাইরে বল পাঠান। চা বিরতির কিছু আগে ভারজিনের ১৭৬ রানের ইনিংসের যবনিকা পড়ে।

দিনের শেষে ভারতীয় ক্রিকেট দল ৩ উইকেটে ৫৬ রান তোলে।

টি এন পিয়ারসের একাদশ—১ম ইনিংস

ভারজিন স্টাম্পড কৃষ্ণমূর্তি ব সোলকার	১৭৬
বোলাস রান অ উট	৭৫
পারফিট ক মাঁকড় ব চন্দ্রশেখর	৪
ফ্লেচার নট আউট	৬৭
লুইস নট আউট	২১
অতিরিক্ত	১৪
মোট (৩ উইঃ)	৩৫৭

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস

অশোক মাঁকড় নট আউট	৩৫
জয়ন্তীলাল ব পারফিট	৮
গাভাসকর ক লুইস ব হবস	২
বিশ্বনাথ ক ওয়াকার ব পারফিট	৩
বেগ নট আউট	৪
অতিরিক্ত	৪
মোট (৩ উইঃ)	৫৬

উইকেট পতন—১।৩৫, ২।৩৮, ৩।৪৫।
—পি টি আই

বাটা ৮৫ মিনিট পিছিয়ে থেকে জিতেছে

স্টাফ রিপোর্টার

বাটা (২) (জি মুখারজি, পি মিত্র) — পুলিশ (১) (অ্যালবারট)

বাটা পুলিশকে ২—১ গোলে হারিয়ে তৃতীয় রাউনডে উঠেছে। এবার তারা বোম্বে ইউনাইটেডের সঙ্গে খেলবে। পুলিশের অ্যালবারট গোল করে দলকে পঁচাশি মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু শেষ পাঁচ মিনিটে বাটার জি মুখারজি ও পি মিত্র দুটি গোল করেন।

এরিয়ান (০) স্পোরটিং ইউনিয়ন (০)

দ্বিতীয় রাউনডের এই খেলা নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত সময়েও খেলান হয়।

'পারসি' হোমস মারা গেছেন

হাডারসফিল্ড, ৪ সেপ্টেম্বর—ইংল্যান্ড ও ইয়রকশায়ারের ওপেনিং ব্যাটসম্যান 'পারসি' হোমস ৮৪ বছর বয়সে গতকাল এখানে মারা গেছেন।

হোমস ১৯১৩ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলে ২৬,২১৬ রান করেন। টেস্ট খেলেন সাতটি। ১৯৩২এ এসেক্সের বিরুদ্ধে লেটনে প্রথম উইকেট পারটনারশিপের ৫৫৫ রানের বিশ্ব রেকরডে হোমসের অবদান ২২৪ নট আউট (সাটক্লিফ ৩১৩)। —রয়টার

আশিস দাস ও দীপক সরকারের রাজ্য রেকরড

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার বৌবাজার ক্লাবের সাঁতার প্রতিযোগিতার চতুর্থ দিনেও যে দুটি রাজ্য রেকরড হয়েছে তা বৌবাজারের দুজন প্রতিযোগীই করেছে। ১৪ বছরের নীচে বালকদের ১০০ মিটার চিৎ সাঁতারে আশিস দাস ১ মিঃ ১৯.৭ সেকেন্ডে ন্যাশনালের রঞ্জিৎ ব্যানারজির রাজ্য রেকরড (১ মিঃ ২১.২ সেঃ) ম্লান করে। ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলে রিলেতে দীপক সরকার ২ মিঃ ৫৭.৬ সেকেন্ডে ন্যাশনালের কল্যাণ পালের রাজ্য রেকরড (২ মিঃ ৫৭.৯ সেঃ) ম্লান করে।

১২ সেপটেম্বর রাজধানীতে ক্রিকেটারদের সংবর্ধনা

নয়াদিল্লী, ৪ সেপ্টেম্বর—ইংল্যানডের বিরুদ্ধে 'রাবার' বিজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দল ১২ সেপটেম্বর সকালে রাজধানীতে পৌঁছবার পর ওইদিনই বিকেল ৪টায় ফিরোজশাহ কোটলা মাঠে উইলিংডন প্যাভিলিয়নে তাদের সংবর্ধনা জানানো হবে। সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রতি খেলোয়াড়কে এই উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ স্মারক পুস্তিকা উপহার দেবেন।

প্রথমে খবর ছিল, ৫ জন খেলোয়াড় ভারতীয় দলের সঙ্গে আসবেন না। এখন জানা গেছে দুজন আসবেন না। ফারুক এনজিনিয়ার যিনি ইংল্যানডে ছিলেন তিনিও দলের সঙ্গে আসতে পারেন।

জয়দীপ দ্বিতীয় রাউনডে হেরেছে

নিউ ইয়র্ক, ৪ সেপ্টেম্বর—যুক্তরাষ্ট্রের ওপন টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপের দ্বিতীয় রাউনডে ক্লিফ রিচি (যুক্তরাষ্ট্র) ৭—৫ ৬—২ ৬—৩ গেমে জয়দীপ মুখারজিকে (ভারত) হারিয়েছে।

লন্ডী মেনন ও প্রেমজিৎ প্রথম রাউনডেই হেরে গেছে। —এ পি

রিলে প্রথায় ইংলিশ চ্যানেল পারাপারে নতুন রেকরড

ডোভার, ৪ সেপ্টেম্বর—গত রাত্রে ৬ জন সাঁতারু রিলে প্রথায় ইংলিশ চ্যানেল ২৪ ঘন্টা ৭ মিনিটে পারাপার হয়ে নতুন রেকরড করেছে। এর আগে ১৯৬৬ সালে ব্রিটিশ সাঁতারু দল ২৬ ঘন্টা ১৬ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পারাপার করে। —এ পি

অশ্বিনী কুমারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসছে

পুণা, ৩ সেপ্টেম্বর—আগামী ২৬ সেপটেম্বর ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশ্বিনী কুমারের বিরুদ্ধে বোমবাই হকি অ্যাসোসিয়েশন অনাস্থা প্রস্তাব আনলে মহারাষ্ট্র সে প্রস্তাব সমর্থন করবে। সভাপতির গঠনতন্ত্র ও গণতন্ত্র বিরোধী কাজ এবং একনায়কের মত আচরণের জন্য বোমবাই হকি অ্যাসোসিয়েশন সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনবে বলে ঠিক করেছে। —পি টি আই

একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর জন্য জমি

একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থার জন্য বহুতলবিশিষ্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং নির্মাণের নিমিত্ত কলিকাতার চৌরঙ্গী ও আলিপুর অঞ্চলের মত উত্তম অঞ্চলে আনুমানিক দুই বিঘা পরিমিত খালি জমির প্লট কিনিতে ইচ্ছুক। উক্ত অঞ্চলে অনুরূপ জমির প্লটের উপর নূতন বিল্ডিং বিক্রয়ের প্রস্তাবও বিবেচিত হইবে। প্রকৃত মালিকদের সরাসরি যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। আবেদন করুন বক্স নং ৮৮৯০ আনন্দবাজার, কলিকাতা—১। (এ)

পূজায় আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট!

Liberty

● মাত্র ৭ দিনের জন্য ●

টেরিকট হাফ স্লীভস—২০% ডিসকাউন্ট
কটন হাফ স্লীভস—২৫% „
টেরিকট ফুল স্লীভস :

	আসল	এখন
কোর্টলিন ভোল	৬১.৫০	৪৫.০০
ভোল সোসাইটী	৬৬.১৫	৫০.০০
ভোল রয়েল সুপার (ডার্ক সেড)	৬৬.৯০	৫০.০০
কোর্টলিন ট্রেন্ড	৬৭.৬৫	৫৫.০০
কেন্ট (৬৫% টেটরন, ৩৫% কটন)	৬৮.১০	৫০.০০

কটন সার্ট :

৮০'স্কুক	৩২.০৫	২২.৫০
বোনাস	২৯.১৫	২০.৫০
টেরিকট প্যান্ট লেংথ	—	৩৩.০০
টেরিলিন প্যান্ট লেংথ	—	৪০.০০

Creestal
KING OF TAILORS
হুমায়ুন কোর্ট, কলিকাতা—১৬
ফোন : ২৩৪০৮৮ ও ২৩৪৩১৭
শনি ও রবিবার পুরো খোলা

পেটের বেদনা রোগে বাকলা

রেজিঃ নং ৯৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, লিভার ব্যথা, মুখে টক ভাব, ঢেকুর উঠা, বমিভাব, বুক জ্বালা, মন্দাগ্নি, ইত্যাদি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। বিফলে মূল্য ফেরৎ।

প্রতি কৌটা ৩৫০, ৩ কৌটা ১০ টাকা। ডাঃমাঃ ও পাইকারী দর পৃথক। সর্বত্র পাওয়া যায়।

দি বাকলা ঔষধালয় ÷ ১৪১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

আমাদের প্রদর্শনী দেখুন

এইচ. এম. ভি রেকর্ড, রেকর্ড প্লেয়ার

এলউইন রেফরিজারেটর

টাকা ৩১৬৪. টাকা ২০৩৪.
টাকা ২৭১৩. টাকা ১৬৯৫.
টাকা ২২৬০.

ফিলিপ্‌স রেডিও,

টাকা ১৬৫. হইতে টাকা ১০৫০.

জি. এস. ব্রাদাস
২২৬, রাসবিহারী এভিনিউ
ফোন : ৪৬-১৭৬০ ● ৪৬-৮৪১১.
১, ফার্ণ রোড ● কলিকাতা-১৯

একান্ত মহিলাদের জন্য

গন্ধবিহীন

Kleen Creme

লোমনাশক

নিজেকে আরও সুশ্রী করে তুলতে ও পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যবহার করুন

ODOURLESS Kleen Creme

সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

অবাঞ্ছিত কেশদাম কেবল পরিষ্কারই করে না সেইসঙ্গে ত্বককে করে নরম আর পেলব মসৃণ।

প্রস্তুতকারক : এইচ বি. এণ্ড কোং জি পি ও বক্স ৪৭৬ কলকাতা-১

উঁচুদরের মিস্ত্রী।

ফরমাইকা

ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট ব্যবহার করতে বলেন।

ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন। উনি বিলক্ষণ জানেন। ওঁর কাজে উনি গর্ববোধ করেন। আর বলেন, 'সেরা কাজ পেতে হলে ফরমাইকা ল্যামিনেট ব্যবহার করুন!'

ফরমাইকা ল্যামিনেট আবরণী হিসেবে চমৎকার ও দীর্ঘস্থায়ী। টেবিল্‌ ডেস্ক, শেলফ ও কাউন্টারের ওপর এবং কাবার্ডে, ক্যাবিনেটে ও প্যানেলিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন। এটি পরিষ্কার করা সহজ। তাপ সইতে পারে। আঁচড় বা দাগ পড়তে দেয় না। বছরের পর বছর নতুনের মতো দেখায়।

ফরমাইকা ল্যামিনেট যে কোন সময় পছন্দ করার মত নানা বৈচিত্র্যময় রঙে ও প্যাটার্নে পাবেন। এবং প্রত্যেকটি ডিজাইন ম্যাট ও গ্লস ফিনিশে পাবেন। যাঁরা পার্থক্য বোঝেন তাঁরা ফরমাইকা ব্যবহার করতে বলেন—কেননা এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট!

বিনামূল্যে ফরমাইকা ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট বিষয়ে আমাদের আকর্ষণীয় পুস্তিকার জন্য লিখুন।

এই কুপনটি ভরে ডাকে পাঠিয়ে দিন :
ডিপার্টমেন্ট নম্বর: 31-PR.
ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড পি. ও. বক্স ৬৪, পুণা-১
নাম ————
ঠিকানা ————
শহর ———— রাজ্য ————

FORMICA

● ফরমাইকা ফরমাইকা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক এবং ভারতে ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড ইহার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

ভারতে এবং ১২০টি অন্যান্য দেশে ডেকোরেটিভ ল্যামিনেটের একটাই নাম—ফরমাইকা

Bensons/6716-Ben

বিজলীর শুভ্র চমক এনে দেবে রিন

পাবেন কেবলমাত্র কোলকাতায়

রিন সাবান নয়। কাপড় ধোওয়ার এটি সম্পূর্ণ এক নতুন উপায়। রিন হোল—কাপড় ধোওয়ার এক ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট। খরচও দেখবেন কত কম। এটি সাবানের চেয়ে ৫০% বেশী কাপড় ধোয়। রিন-এর খণ্ড বেশী দিন চালাতে হ'লে ধোওয়ার পর খোলা এক সাবানের কেসে শুকনো জায়গায় রেখে দিন। রিন দিয়ে বাড়ীর যাবতীয় জামাকাপড় ধোন আর দেখুন কেমন বিজলীর শুভ্র চমক এনে দেয়—রিন।

RIN

হাতির পরিমান ধোলাই!
সাবানের চেয়ে 50% বেশী কাপড় ধোয় রিন!

লিনটাস-RIN.SC-255 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

দিনপঞ্জিকা

আজ পূর্ণিমা ও উপবাস : অপর পক্ষীয় শ্রাদ্ধ ও তর্পণ আরম্ভ

বঙ্গদেশিষ পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ১৯ ভাদ্র, ১৩৭৮ (১৪ ভাদ্র, ১৮৯৩ শক), ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, ১৪ রজব। পূর্ণিমা দিবা ঘঃ ৯।৩৩ মিঃ পর্যন্ত। শতভিষানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১১।৫৭ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৩।৪৫ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৭।২৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—মধ্যম তিথ্যমৃতযোগ পশ্চিমে নাস্তি। পূর্ণিমার উপবাস। দিবা ঘঃ ৯।৩৩ মিঃ গতে অপর পক্ষীয় শ্রাদ্ধ ও তর্পণ আরম্ভ। মুখ্যচান্দ্র ভাদ্র গৌণ আশ্বিন (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ১৯ ভাদ্র, ১৩৭৮ (১৪ ভাদ্র, ১৮৯৩ শক), ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, ১৪ রজব। পূর্ণিমা দিবা ঘঃ ৯।৪৯।৫২ সেঃ পর্যন্ত। শতভিষানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১।১৩।১৪ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২২।১৫ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৮।৫৫ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—মধ্যম তিথ্যমৃতযোগ পশ্চিমে নাস্তি। পূর্ণিমার উপবাস। দিবা ঘঃ ৯।৪৯।৫২ সেঃ গতে অপর পক্ষীয় শ্রাদ্ধ ও তর্পণ আরম্ভ। মুখ্যচান্দ্র ভাদ্র গৌণ আশ্বিন (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি ভাঁটা আরম্ভ
রবিবার	১০-৩৯	১০-৫৭	৩-৫	৩-৩

বেতার বার্তা

রবিবার—৫ সেপ্টেম্বর

১ম অধিঃ—(৪৪৭.৮ মীঃ) ৬টা সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ সুবন্ধ সংগীত : খেয়াল—ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ মুকুল দাস—গীটার, ইং সং; ৭-৪ মুকুল দাস—গীটার; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ শংকর দাশগুপ্ত—ভজন, বাং সং; ৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪০ কণিকা বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা সুবোধ রায়—লোকগীতি; ৮-১৫ বুলবুল চৌধুরী—নজরুলগীতি; ৮-৩০ উদয়বরণ পাল—আধুনিক; ৮-৪৫ মল্লবিকা কানন—ঠুংরী; ৯টা বাং সংবাদ; ৯-৫ সংগীত শিক্ষার আসর : পরিচালনা—পঙ্কজকুমার মল্লিক; ৯-৩০ শিশুমহল : রঙ-ঢঙ : জলে-তলে : রূপকানুষ্ঠান : রচনা—বাসুদেব সিংহ; ১০টা অবকাশরঞ্জন; ১০-৪ শ্যামল চট্টোঃ—সেতার; ১০-৩০ মল্লবিকা কানন—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সঙ্কেত, প্রিয়াঙ্ক মৈত্র—আধুনিক; ১২-৪৫ সনৎকুমার সিংহ—ভক্তিমূলক গান; ১টা মিথ্যে নয় : বাংলা নাটিকা : রচনা—রমেন গঙ্গোঃ, সং; ১-৪০ আঞ্চলিক সংগীত : (উত্তর প্রদেশ); ১-৫০ মুকুল দাস—গীটার; ২টা কুমার গন্ধর্ব—শাস্ত্রীয় সংগীত; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ অনুরোধের আসর; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সঙ্কেত, দীপ্তি অর্ণব—খেয়াল; ৫-৩০ গল্প-দাদুর আসর; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও ও আবহবার্তা (বা ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ লোকগীতি; ৬-৪০ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে পাঠ—সুধীর সরকার; ৬-৫০ মুকুল দাস—গীটার; ৬-৫৫ কৃষিকথা, সং; ৭-৩৫ সমীক্ষা; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৫০ দীপালি বাগচী—আধুনিক; ৮টা সবিনয় নিবেদন (শ্রোতাদের চিঠির উত্তর); ৮-১৫ এ মাসের গান : 'শুধু তোমারই জন্যে' : রচনা ও সুর—সলিল চৌধুরী শিল্পী—সবিতা চৌধুরী; ৮-২০ মুকুল দাস—গীটার; ৮-৩০ অনুপ ঘোষাল—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৪০ ছাত্র-অভিভাবক শিক্ষকের দায়িত্ব : শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সম্মেলন : মডারেটর—নলিনী দাস; ৯টা মল্লবিকা কানন—খেয়াল; ৯-৩০ ছায়া-ছবির গান; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা; ১০-৩০ অনুপ ঘোষাল—নজরুলগীতি; ১০-৪৫ কণিকা বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ—৯টা সংস্কৃত শিক্ষা; ৯-১৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সঙ্কেত, কলিং অল চিলড্রেন; ১টা হাইলাইটস অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক; ১-৪ মিউজিক্যাল ব্যান্ড বক্স (লঘু সংগীতের অনুরোধের আসর), সং; ২-১০ পাশ্চাত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৮টা উদয়বরণ পাল—গীত ও ভজন; ৮-১৫ হৈমন্তী শুক্লা—ঠুংরী; ৮-২৫ শ্যামলকুমার চট্টোঃ—সেতার; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লি থেকে); ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ ঘটনা প্রবাহ (দিল্লি থেকে); ১০টা পাশ্চাত্য সংগীত; ১০-৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান : (২২৭.৩ মীঃ) সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা —রাত ১১-১০ মিঃ।

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান : (৫০৮.৫ মীঃ) ১ম অধিঃ—৫-৩০ সময় সঙ্কেত বন্দেমাতরম্ ও দেশগান; ৫-৪৫ সাহানা সংগীত শিক্ষায়তন—লোকগীতি, সং; ৬-৫ গৌতম বসু—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-২০ বাং সংবাদ; ৬-৩০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-২০ বাং সংবাদ (৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি); ৮-৩০ সংবাদ পর্যালোচনা; ৮-৩৫ বাংলা কথিকা; ৮-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—(২৬৫.৫ মীঃ) ৫টা সময় সঙ্কেত, হিন্দী সংবাদ; ৫-৫ গৌতম বসু—রবীন্দ্রসংগীত; ৫-১৫ দীপালি বাগচী—নজরুলগীতি; ৫-৩০ প্রিয়াঙ্ক মৈত্র—আধুনিক; ৫-৪৫ সাহানা সংগীত শিক্ষায়তন—লোকগীতি; ৬টা বিশেষ ঘোষণা; ৬-৫ মুকুল দাস—গীটার; ৬-১০ দীপ্তি অর্ণব—খেয়াল; ৬-৩০ শ্যামলকুমার চট্টোঃ—সেতার; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা হিন্দী সংবাদ; ৭-৫ সাঁওতালদের জন্য অনুষ্ঠান; ৭-২০ চিন্ময়ী চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-৩০ মোহম্মদ মোসাদ আলি—লোকগীতি; ৭-৪৫ ইন্দু সেনগুপ্ত—নজরুলগীতি; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৫ বুলবুল চৌধুরী—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-১৫ চিন্ময়ী চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৩০ উর্দু অনুষ্ঠান; ৮-৪৫ বাং কথিকা; সং; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লি থেকে); ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ বাং কথিকা; ৯-৪০ দেশগান; ৯-৪৫ সুবোধ রায়—অতুলপ্রসাদের গান; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা, সং; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা; ১০-৩০ খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি।

যুববাণী : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ—৭টা সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্, আলোর গান : মণিদীপা চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-৫ দিনের আলোয় : (পাঠ); ৭-১০ রাগরঙ : ঝর্ণা গঙ্গোঃ—সরোদ, তবলায়—বিশোক চক্র; ৭-৩০ যুববাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৭-৩৫ সুরের আলো : সুজিত পাণ্ডে—গীটার (রবীন্দ্রসংগীতের সুরে); ৭-৪০ নানারঙের গান : 'কৃষ্টি'—নজরুলগীতি, ইন্দ্রাণী ঘোষ—আধুনিক এবং অশোককুমার মণ্ডল—রামপ্রসাদী ও শ্যামাসংগীত; ৮টা এই সপ্তাহের দশকে : প্রেম : কথিকা—কৃষ্ণা চৌধুরী; ৮-৫ শ্রুতিতরঙ্গ : সুজিত পাণ্ডে—গীটার (অতুলপ্রসাদীর সুরে); ৮-১০ গীতাঞ্জলি : মণিদীপা চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-২০ সুরলহরী : ঝর্ণা গঙ্গোঃ—সরোদ; ৮-২৫ দিগন্তের গান : সন্ধ্যা চট্টোঃ—আধুনিক, সং; ৮-৪০ সুরকল্লোল : সুজিত পাণ্ডে—গীটার (নজরুলগীতির সুরে); ৮-৪৫ ভালোলাগা গান : (লঘু-সংগীত)। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সঙ্কেত, আজ ও কালকের যুববাণী; ৫-৫ 'কৃষ্টি'—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : সুজিত পাণ্ডে—গীটার; ৫-৩৫ মেডেল : অশোককুমার মণ্ডল—রামপ্রসাদী ও শ্যামাসংগীত; ৫-৪৫ সুরেধ্বনি : সুজিত পাণ্ডে—গীটার (রবীন্দ্রসংগীতের সুরে); ৫-৫০ কবির সুরে গান : ইন্দ্রাণী ঘোষ—অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি; ৬-৫ স্পাইস অ্যান্ড আইস : সংযোজনা—জয় বন্দ্যোঃ; ৬-৩০ দিজ আই হ্যাভ রেড : ইংরেজীতে পুস্তক পর্যালোচনা—আশিস রায়; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : কৃষ্টি—নজরুলগীতি এবং সন্ধ্যা চট্টোঃ—আধুনিক; ৬-৫০ রাগরঙ : ঝর্ণা গঙ্গোঃ—সরোদ, তবলায়—বিশোক চক্র; ৭-১০ [illegible] চক্র ...(বাং); ৭-৩০ গানের [illegible] : মণিদীপা চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত, ইন্দ্রাণী ঘোষ—অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি, সন্ধ্যা চট্টোঃ—আধুনিক এবং 'কৃষ্টি'—নজরুলগীতি ও লোকগীতি।

চমৎকার স্বাদ
হচ্ছে এক জিনিষ

আর শক্তিদায়ক পুষ্টি যোগানো আরেক জিনিষ

আর কেমন মজা ক'রে চিবিয়ে খেতে খেতে সেই পুষ্টিলাভ করা যায়! পার্লে গ্লুকো বিস্কুটে দুধ, গম আর চিনির যাবতীয় উপকারিতা পাওয়া যায়—প্রোটিনে আর ভিটামিনে একদম ভরপুর।

পার্লে গ্লুকো বিস্কুট ভারতের সর্বাধিক বিক্রীত

বাচ্চাদের পক্ষে সবিশেষ উপকারী বিস্কুট

everest/SPP/Ben

আজকের রেডিওতে মনমাতানো অনুষ্ঠান

গ্ল্যাক্সো গীতাঞ্জলি

প্রতি রবিবার বেলা ১টায় 'বিবিধ ভারতী'তে শুনতে পাবেন।

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তাঁরাই যাঁরা তৈরী করেছেন ঘরে ঘরে সমাদৃত

ডেকোয়াডিন কমপ্লান
মিনাডেক্স নাইসিল
আর গ্ল্যাক্সোজ-ডি

গীতাঞ্জলি প্রতিযোগিতায় প্রতি সপ্তাহে ১০০০্ পুরস্কার

আজকের অনুষ্ঠান :

চিত্রতারকা :
শ্রীমতী শর্মিলা ঠাকুর

পরিচালনা :
শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সপ্তাহের অনুষ্ঠানে আছে প্রখ্যাত চিত্রতারকা শ্রীমতী শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার। তার ওপর আপনার মনোরঞ্জনের জন্য শ্রীমতী শর্মিলা ঠাকুর তাঁর ভালো-লাগা ৫ খানি গান বাজিয়েও শোনাবেন।

শুধু তাই নয়, আরো একটা মস্ত সুযোগ। গ্ল্যাক্সো গীতাঞ্জলি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে আপনি ১০০০্ টাকা পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, যে পাঁচখানি গান বাজানো হবে সে সব গান আর গাইয়ের নাম চিত্রতারকার পছন্দ অনুমান ক'রে পর পর সাজিয়ে লিখবেন। যাঁদের উত্তর চিত্রতারকার নিজের পছন্দমত তৈরী তালিকার সঙ্গে মিলে যাবে তাঁরাই পুরস্কার পাবেন। আপনার পুরো নাম ও ঠিকানা সহ আপনার উত্তরপত্র পোঃ বক্স নং ১০২২৪, কলিকাতা-১৯ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন যাতে আগামী বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার মধ্যে পৌঁছয়। উত্তরপত্রের সঙ্গে এক প্যাকেট গ্ল্যাক্সোজ-ডি কেনার একটি ক্যাশমেমো থাকা চাই।

গত সপ্তাহের গানগুলির পুরস্কারজয়ী তালিকা :

১। কমা ঝুমা কমা ঝুমা...(কে, এল, সাইগল)
২। ললিতা ওকে আজ চলে...(মান্না দে)
৩। প্রেমের সমাধি তীরে...(শচীন দেববর্মণ)
৪। আকাশ কেন ডাকে...(কিশোর কুমার)
৫। আজ ঝিরঝির ঝিরঝিরে...(সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়)

পুরস্কার পেয়েছেন ৩৬ জন।

গত সপ্তাহের গ্ল্যাক্সো গীতাঞ্জলি অনুষ্ঠানের চিত্রতারকা শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ওপরের তালিকাটি তাঁর পছন্দের ক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। যে সব প্রতিযোগীর উত্তর ওপরের তালিকার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে এবং উত্তরপত্র বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে তাঁরা পুরস্কারের ১০০০্ টাকা সকলে সমানভাগে পাবেন। বিজয়ীদের সবাইকে ডাকযোগে জানানো হবে।

GL 6603-B

আপনার বয়স যাই হোক ক্রুশেন আপনাকে 'তরুণ' রাখে

ক্রুশেন সল্ট

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

দুটি কাঠি, দুটি হাত। তাই নিয়ে অলৌকিক এক আনন্দলোক সৃষ্টি করবে আমাদের এই ঢাকী আরতির বাদ্য বাজাবে সে। ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মণ্ডপ। আবেশে অচেতন ভক্তের শরীর মন। অচেতন বুঝি এই ধ্বনিলোকের স্রষ্টাও। চেতনা যখন ফিরবে ঢাকীর বুকে ঝুলবে তখন দুইখানা মেডেল।

বোরোলীন

এই আনন্দযজ্ঞের নেপথ্যে অনেকখানি। সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন-এর নিশ্চিত আশ্বাসে উৎসব সর্ব্ব উদ্বেগ-মুক্ত, উদ্দাম, বাধাবন্ধনহীন। কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, কিংবা রুক্ষ ত্বকও বেশ অতঃপর স্বাভাবিক, নিখুঁত।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

বিএসসি জুতোর সঙ্গে কেবল বিএসসি জুতোই পাল্লা দিতে পারে —এ জুতো এমনই মজবুত!

বেশি বা কম যে দামেই কিনুন না কেন, এ জুতোর কদর টাকা দিয়ে মাপলে ভুল করবেন। আসলে বি এস সি জুতো টাকার দামও বাড়িয়ে দেয়। কারণ, নিখুঁতভাবে গুণমান বজায় রাখার ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত কড়াকড়ি। দামের আন্দাজে আমরা অনেক ভালো চামড়া আর মাল-মশলা দিয়ে জুতো বানাই। প্রতিটি সেলাই আর আরাম-আয়াসের প্রতিটি খুঁটিনাটি আমরা সব সময় পরখ করে দেখি।

তাছাড়া, বি এস সি জুতো তৈরী করে বাটা শু কোম্পানী। সেটাইতো আমাদের সবচেয়ে বড় গ্যারান্টী।

আপনার কাছাকাছি বি এস সি দোকানে চলে যান। কিনে নিন এক জোড়া। দেখবেন, বি এস সি জুতোই আপনার সেরা সওদা।

BSC Manufactured by BATA SHOE CO PRIVATE LIMITED

বাটা শু কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড-এর তৈরী

রবিবাসরীয় আলোচনী

রবিবার, ১৯ ভাদ্র, ১৩৭৮

বিস্কুটের টিন

বলরাম বসাক

ঘণ্টা পড়ল। তবু তিনি বলতে লাগলেন, 'আসলে প্রয়োজন আগ্রহ সৃষ্টি করা। ছাত্রদের আগ্রহ কি ভাবে সৃষ্টি করবেন? আপনি একটি ছেলেকে প্রশ্ন করবেন, তোমার নাম কি...'

একজন গলা খাঁকারি দিল।

ধরুন সে বলল, অমর, কিংবা অমল, কিংবা অজয়, অসীম, অনন্ত ইত্যাদি। ধরা যাক্ 'অমর'। এর মধ্যে "অ" আছে। আবার 'অ' বোর্ডে লিখবেন। ছেলেরা এইভাবে "অ" শিখবে।'

কয়েকজন জুতোর খস্ খস্ শব্দ করতে থাকল।

'এইভাবে "কমলা" যার নাম তার প্রথম অক্ষর "ক"। "খগেনের" প্রথম অক্ষর "খ"। তাছাড়া আপনারা চেষ্টা করলে ছেলেরা নিজেরাই নিজেদের সংগে এক দুই শিখতে পারে। এইভাবে সংখ্যাতত্ত্ব শেখাতে পারেন। আপনারা লক্ষ্য করবেন ক্লাসে নানান আকৃতির জিনিস আছে। যেমন চারকোনা ব্লাকবোর্ড। গোল আকৃতির গ্লোব। চৌকোন টেবিল। চেয়ারে অনেক সময় ট্রাপিজিয়াম আকৃতি পাওয়া যায়...

অনেকেই হাঁচতে লাগল। মেয়েরা যার যার প্রেমিকের হাঁচির শব্দ শুনে হাসতে লাগল। কয়েকটি মেয়েকে হাসতে দেখে আরো কয়েকজন মেয়ে হাসতে আরম্ভ করল। ছেলেরা তখন তাদের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল। তিনি থামলেন। চলে যেতে যেতে বললেন, 'যান, এবারে বিভিন্ন ক্লাসে গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল কাজকর্ম শুরু করে দিন।'

ততক্ষণে সেখান থেকে আমরা মানে তরুণ মাস্টার ও তরুণী মাস্টারনীরা একসঙ্গে কলকল খলখল করতে করতে আশে পাশের ঘরগুলির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

ঘরে ঢুকতেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি চেয়ারে বসতেই ওরা বসল। আমি আবার উঠে দাঁড়াতেই ওরা আর উঠল না। পরস্পর গল্প করতে লাগল। প্রথমে ওদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। কিন্তু কিভাবে করব? বাইরে একটা হামান-দিস্তা পেটানোর শব্দ হচ্ছিল। আমি একটা মোটাসোটা ছেলেকে ডেকে দরজাগুলো বন্ধ করতে বললুম। সে চারটে লাফ দিয়ে চারটে দরজা চারবার প্রচণ্ড শব্দ করে বন্ধ করল। এতক্ষণ পরে সাদা ধবধবে চারটে দেয়ালের চারকোনা ঘরটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। ওপরে সাদা ধবধবে চারকোনা সিলিং। আমার পেছনে চৌকোণ ব্লাকবোর্ড। টেবিলে একটা সিলিন্ডার-আকৃতি চক শোয়ানো রয়েছে। ঐ ভাবে দরজা বন্ধ করে মোটাসোটা ছেলেটা একটা মোটাসোটা মেয়ের কাছ থেকে ললিপপ্ উপহার নিচ্ছিল। তখন আমি, আমি তখন...।

'আচ্ছা বলত। তুমি এপাশের ক'টা দরজা বন্ধ করেছ?'

'এক দুই। দুটো।'

'ওপাশের ক'টা দরজা বন্ধ করেছ?'

'এক দুই দুটো।'

'দুই আর দুই কত হল?'

তখন পেছন থেকে 'প্যাক' করে একটা আওয়াজ হল। আমি হাঁটতে হাঁটতে পেছনে গেলাম, 'কে,—কে শব্দ করেছ?'

তখন সামনা থেকে 'মিঁউ' 'মিঁউ' শব্দ হতে লাগল। আমি ফিরে সামনে আসতে লাগলাম, 'কে করেছ শব্দটা?'

তখন পেছন থেকে কে যেন কাছা টানল। আমি পেছন ফিরলাম, 'কে?'

তখন সামনা থেকে কে যেন লিপস্টিক দিয়ে পিঠে গোল্লা বসিয়ে দিল।

আমি তখন টেবিলের এপাশে এসে যথানিয়মে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলাম। গাল বেয়ে থুতনি বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল।

তখন কেউ লাইটারের 'খচ' শব্দ করে কি যেন করল। গোলগোল ধোঁয়া উড়তে লাগল। কেউ গোল আয়না তুলে কি যেন করল। তার ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে হয়ে উঠল। একজন আরেকজনের টিফিন বক্স খুলতেই একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল। অসংখ্য চিৎকারের মধ্যে নার্ভাস মেয়েরা দেখল প্লাস্টিকের ব্যাঙ। তখন তারা চুলে ভালো করে রিবন বাঁধতে লাগল। কেউ কেউ ইতিহাস বইয়ে মুখ ঢেকে পাতিহাঁসের ডাক ডাকতে লাগল। কেউ কেউ গোল গোল বল খোঁপা উঁচিয়ে ভূগোল পড়তে লাগল। অবশ্য ভূগোলের ভেতর 'গ্যাণ্টকে গণ্ডগোল।' কারুর ঠোঁটের লাল রঙ কেমন করে যেন আর কারুর ঠোঁটে লেগে গেল। কারুর হাতের কালির দাগ কারুর গালে লেগে গেল। একজনের হাতে আরেকজন নাম লিখতে লাগল। কেউ কেউ থুতু দিয়ে হাত থেকে নাম তুলে ফেলতে লাগল। কেউ শুধু মুখ ফুলিয়ে পাউরুটি খেতে লাগল। কোন একজন গাট্টা খেয়ে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল।

আমি দেখতে লাগলাম। আর পড়া মুখস্থের মত ভাবতে লাগলাম, শিক্ষা মানে এডুকেশন মানে অ্যাপলাইড ফিলোসফি মানে ফলিত দর্শন তার মানে...প্রাচীন ভারতের গুরুকুল পদ্ধতির পর বর্তমানে ন্যাচারালিস্টিক ফিলসফি অনুসারে অর্থাৎ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান-অনুসরণাদি পঞ্চ সোপান পদ্ধতির মাধ্যমে...সর্বপ্রথম ছাত্রদিগের সাইকোলজি স্টাডি করা প্রয়োজন অর্থাৎ ছাত্রদের মন উত্তম রূপে অনুধাবন করে সর্বপ্রথম তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ... কিন্তু মনোযোগ কাকে বলে কয় প্রকার ও কি কি...? অবশ্য 'মনোযোগ' এই বিষয়ের সঙ্গে 'পাঠক্রমে'র সম্পর্ক ঘটিয়ে দিতে হবে যদিও বর্তমানে বিবেচ্য পাঠক্রম বলতে কিছু নেই সুতরাং এই সব ছেলে-মেয়েরা যাদের আচরণ অত্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক, আদিম ও অকৃত্রিম এদের শিক্ষা দিতে হলে পাঠক্রম এমন ভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন যাতে করে এদের শিক্ষা একেবারে প্রথম থেকে শুরু করা সম্ভব হয়। সর্বপ্রথম প্রয়োজন মনোযোগ আকর্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের নীচের বোতাম টিপলাম।

দারোয়ান ঘরে ঢুকল। সবাই চুপ হয়ে গেল। দারোয়ানের হাতে একটা টিন। বিস্কুটের টিন। চৌকোণ-আকৃতি। চারকোনা টেবিলের ওপর রাখল। সবাই তখন জুলজুল করে বিস্কুটের টিন দেখতে লাগল। দারোয়ান চলে গেল।

'এতে কি আছে?'

'বিস্কুট' সবাই একসঙ্গে বলল।

'পড়া পারলে তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে বিস্কুট দেব।'

'আচ্ছা' সবাই এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। আর চুপ করে থাকল। চুপকরে আমাকে দেখতে লাগল। আমি প্রথম বেঞ্চির একটা ছেলের দিকে তাকালাম।

'তোমার নাম কি?'

'রথীন'

'হল না'

'হ্যাঁ সার রথীন'

'উঁহু চলবে না' আমি দ্বিতীয়জন, মানে মেয়েটির দিকে তাকালুম।

'কেন চলবে না সার?'

'হ্যাঁ সার ওর নাম রথীন'

'রথীনই ওর নাম সার'

'রথীনই সার ওর নাম'

'ঠিক আছে। তোমরা বস। পরে হবে।

'বিস্কুটের কি হবে সার?'

'পরে। আচ্ছা তোমার নাম কি?'

'অরুণা'

'গুড। লক্ষ্মী মেয়ে।'

সবাই অরুণার দিকে তাকাল। অরুণার মুখ ঝলমল করতে লাগল। অরুণার লাল রিবন, সাদা ফ্রক ফরসা পা আর সাদা জুতো বিস্কুটের বাদামি রঙে রঙিয়ে যেতে লাগল। রথীন প্রতিবাদ করে উঠল। আমি রথীনকে থামালাম। সবাই চোখ দুটো বড় করে বিস্ময় প্রকাশ করল।

'অরুণার মধ্যে "অ" আছে, আমি বোর্ডে লিখলাম 'অ'। সারা ক্লাস চুপকরে দেখতে লাগল।

'অ আ ক খ।'

সবাই দেখতে লাগল। আর আড়চোখে অরুণার দিকে তাকাতে লাগল। অরুণার মুখ বিস্কুটের মত বাদামি হয়ে উঠেছে।

'এবারে তুমি বল'

প্রশ্ন করার আগেই ছেলেটার মুখ সাদা, সাদা বিস্কুটের মত সাদা হয়ে গেল। সবাই দেখতে লাগল। প্রশ্ন শোনার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। উত্তর দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। মাঝে মাঝে বিস্কুটের টিনের দিকে তাকাতে লাগল।

'বোর্ডে কি লিখেছি?'

'অ আ ক খ'

'এদের কি বলা হয়?'

ছেলেটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা বিস্কুটের মত সাদা হয়ে যেতে

টেবিলের এপাশে এসে যথানিয়মে দাঁড়ালাম

লাগল। পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বলা হয়?'

মেয়েটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা বিস্কুটের মত সাদা হয়ে যেতে লাগল। আস্তে আস্তে সকলের মুখ-চোখ সাদা বিস্কুটের মত সাদা হয়ে যেতে লাগল।

'তোমরা সব্বাই একসঙ্গে বল, অ আ ক খ ইহাদের বর্ণ বলা হয়।

'অ আ ক খ ইহাদের বর্ণ বলা হয়। তারপর সবাই বিস্কুটের টিনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'এবারে তুমি বল'

পেছনের ছেলেটি চমকে উঠল। পোড়া বিস্কুটের মত তার মুখ তামাটে হয়ে যেতে লাগল।

'বর্ণ কাকে বলে?'

ছেলেটির সারা গা পোড়া বিস্কুটের মত তামাটে হয়ে যেতে লাগল।

, 'স্যার রঙ', বলেই পাশের ফরসা মেয়েটি বিস্কুটের বাদামি রঙ চোখে নিয়ে বিস্কুটের টিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। আমি বিস্কুটের টিন হাতে নিলাম। তারপর রেখে দিলাম। ঘড়ি দেখলাম।

'কি বললে, রঙ। বেশ এবারে তোমাদের রঙ চেনাব। সবাই এক সঙ্গে বল, দেয়ালে যে রঙ দেখছি তার নাম সাদা।'

'দেয়ালে যে রঙ দেখছি তার নাম সাদা'।

'মাথার চুলে যে রঙ দেখছি তার নাম কালো'

"মাথার চুলে যে রঙ দেখছি তার নাম কালো"

'বেশ বেশ।' আমি তৃতীয় বেঞ্চির দিকে তাকালুম। সারির প্রথমে একটি ছেলে বসে আছে। তারপর একটি মেয়ে। ছেলেটির দিকে তাকালুম।

'মাথার চুলে যে রঙ দেখছি তার নাম কি?'

'কালো'

'গুড', সবাই দেখল ছেলেটি বাদামি বিস্কুটের বাদামি রঙ পাচ্ছে। পাশের মেয়েটির দিকে তাকালুম। চোখ নামালুম, 'সবাই বলো মাধবীর ঠোঁটে যে রঙ দেখছি তার নাম লাল।'

'মাধবীর ঠোঁটে যে রঙ দেখছি তার নাম লাল।' সবাই বলল। শুধু মাধবী বলতে পারল না। তার ঠোঁটের রঙ সারা মুখে ছড়িয়ে সারা মুখ লাল হয়ে উঠতে উঠতে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীর লাল হয়ে উঠতে লাগল।

'বল, রেখার চোখে যে রঙ দেখছি তার নাম সবুজ।' সবাই বলল। রেখা শুধু নিজের চোখ দিয়ে নিজের চোখ দেখতে পারল না। তাই কিছু বলতে পারল না। শুধু চোখের মণির সবুজ রঙ ছড়িয়ে পড়তে পড়তে সারা মুখ সবুজ সবুজ হয়ে উঠল। তারপর আরো ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীর সবুজ হয়ে উঠতে লাগল।

'রঙ চেনা হল, এবার...'

'স্যার বিস্কুট?'

'বিস্কুট?'

'বিস্কুট সার?'

'বিস্কুট কি হবে সার?'

'হবে হবে'

'কখন হবে সার?'

'সবাই পাবে সার?'

'আমরা পড়া পারিনি, পাব সার?'

'যারা পড়া পেরেছে তারা বাদামি বিস্কুটের মত রঙ পেয়েছে। তারা বাদামি বিস্কুট পাবে। যারা সাদা বিস্কুট বা পোড়া বিস্কুটের রঙ পেয়েছে তারা পড়া পারেনি। তারা সাদা বিস্কুট বা পোড়া বিস্কুট পাবে। আর যারা লাল বা সবুজ রঙ পেয়েছে তারা লাল সবুজ বিস্কুট পাবে...'

তারপর আমি বিস্কুটের টিন হাতে নিলাম। সবাই যেন কান পেতে আলপিন পড়ার শব্দ শুনতে লাগল। এবারে আমি বিস্কুটের টিনখানা খুলব। কারুর চোখ নড়ছে না। কারুর গা নড়ছে না। বিস্কুটের টিন আবার রেখে দিলাম। খুললাম না। শুধু ঘড়ি দেখলাম।

'এবার তোমাদের আকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলব।'

কেউ একটুও নড়ল না। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'বল, ঘরের যে আকৃতি তাকে বলে চৌকোণ।

ঘরের যে আকৃতি তাকে বলে চৌকোন।

'ঘরের চারদিকে চারটি দেয়াল আছে। দেয়ালের আকৃতি কি?'

'চৌকোণ', সাদা বিস্কুটের মত সাদা ছেলেটির মুখ হেসে উঠল। হেসে উঠতেই তার মুখখানা কি অদ্ভুতভাবে চৌকোণ আকৃতি পেয়ে গেল।

'ঘরের ওপরে সিলিং আছে। সিলিং-এর আকৃতি কি?'

পঞ্চম বেঞ্চির তামাটে রঙের ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। চৌকোণ আকৃতি বোঝাতে চেষ্টা করে চৌকোণ হয়ে গেল। কিছু বলতে পারল না।

'সিলিং-এ ফ্যান ঘুরছে। ফ্যান যখন ঘোরে তখন কি আকৃতি হয়?'

বাদামি মেয়েটির চোখ দুটো গোল হতে থাকল। মুখখানা গোল হতে থাকল। তারপর কিরকমভাবে যেন একটা গোল আকৃতি নিয়ে চুপ করে বসে রইল। কিচ্ছু বলতে পারল না।

'আকৃতি বলতে কি বোঝায়?'

সমস্ত ক্লাসঘর থমথম্ করতে লাগল। ছেলেরা আর মেয়েরা কেউ কেউ চৌকোণ কেউ কেউ গোল আকৃতি পেতে থাকল। কেউ একটিও কথা বলতে পারল না। কেউ একটুও নড়তে পারল না।

এমন সময় ঘণ্টা পড়ল। তবু আমি বলতে লাগলাম 'তোমরা অনেকে চৌকোণ আকৃতি পাচ্ছ। তার কারণ তোমরা চৌকোণ আকৃতির বিস্কুট ভালবাস। আর তোমরা কেউ কেউ গোল-আকৃতি পাচ্ছ তার কারণ গোল বিস্কুট ভালবাস।'

কেউ কিছু বলল না।

আমি বিস্কুটের টিনখানা কাছে টেনে নিলাম।

'তোমরা যারা বাদামি রঙ ও চৌকোণ আকৃতি পেয়েছ তারা চৌকোণ বাদামি বিস্কুট পাবে।'

বাদামি রঙ আর চৌকোণ-আকৃতি পাওয়া ছেলেরা হাততালি দিল। আমি বিস্কুটের টিনের প্রথম সীল ভাঙলাম।

'তোমরা যারা বাদামি রঙ আর গোল আকৃতি পেয়েছ তারা গোল বাদামি বিস্কুট পাবে।'

বাদামি রঙ আর গোল আকৃতি পাওয়া ছেলেরা হাততালি দিল।

আমি বিস্কুটের টিনের দ্বিতীয় সীল ভাঙলাম।

'তোমরা যারা সাদা রঙ আর চৌকোণ আকৃতি পেয়েছ তারা সাদা চৌকোণ বিস্কুট...'

হাততালির শব্দ। আমি তৃতীয় সীল ভাঙলাম।

খ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দুই বোন

আলোকচিত্র ঃ প্রদীপ সান্যাল

সারপ্রাইজ

আমরা জীবনে অনেক কিছুকে হারাই, অনেক কিছুকে ভুলে যাই, হারাই আমাদের আদর্শকে, ভুলে যাই আমাদের বিবেককে, কিন্তু একটা জিনিসকে আমরা কখনও হারাতে পারি না, ভোলার চেষ্টা করলেও ভুলতে পারি না—সেটা হচ্ছে স্মৃতি'।

"আপনাকে পরশুদিন একটা সারপ্রাইজ দেব।"—হাসপাতালের স্টুডেন্ট ওয়ার্ডের নার্স কল্পনা চৌধুরীর আমার কাছে এই ছোট্ট প্রতিশ্রুতিটি আমার স্মৃতির পাতায় চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। অবশ্য আজও আমি জানতে পারিনি কি ছিল সেই 'সারপ্রাইজ'।

প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজে সেই কলেজের ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে একটা স্টুডেন্ট ওয়ার্ড থাকে। আমি একবার সেই ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলাম আমার টন্সিল অপারেশনের জন্য। সেই ওয়ার্ডে তখন সাতদিনের জন্য ডিউটি পড়ে নার্স কল্পনা চৌধুরীর। কল্পনার সঙ্গে আমার নিছক নার্স আর রোগী কিংবা নার্স আর ছাত্র সম্পর্ক ছিল না, সম্পর্কটা হয়ে উঠেছিল আরও একটু গভীর। ডিউটিতে এসে ও সবার আগে আমার খবর নিত। এমনকি ডিউটি না থাকলেও দিনে বার কয়েক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমি আরও জানতে পেরেছিলাম যে দিনের অন্য সময়ে যে সমস্ত নার্সরা ডিউটি দিতেন তাদেরও কল্পনা অনুরোধ করেছিল আমার দিকে একটু বিশেষভাবে নজর দিতে। ঈভনিং ডিউটি থাকলেও রাত্রে ও আমাকে ভাত না খেতে দিয়ে হোস্টেলে যেত না। ওয়ার্ড বয়ের বদলে ও-ই আমার জন্যে দুধ গরম করা, ফল ছুলে দেওয়া, ডিম ছাড়িয়ে দেওয়া—ইত্যাদি করে দিত। আর ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে ও আমার কাছে এসে তার জীবনের করুণ ইতিহাসের কথা বলত। বলত কেমন করে সে দেশ বিভাগের আগে তার বাবাকে হারায় আর দেশ বিভাগের পরে হারায় তার মা ও তার একমাত্র ছোট ভাইকে। তার পরে কেমন করে সে অবাঞ্ছিতের মত মানুষ হয় মামার কাছে। আর বলত আমিই নাকি তার জীবনে প্রথম, যার কাছে সে তার হারিয়ে যাওয়া করুণ অতীতকে রোমন্থন করে নিজেকে অনেকটা হালকা মনে করত। ক্রমে ক্রমে তার জীবনের সেই করুণ ইতিহাস আমার মনে দারুণভাবে রেখাপাত করেছিল। কোন এক অজানা দুর্বল মুহূর্তে আমি দেখলাম কল্পনা আমার মনকে চুরি করে নিয়েছে। দেখলাম সে ওই ক'দিনের মধ্যে আমার উপরে ভীষণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আমিও বেশ কয়েকদিন স্বপ্নের তুলি আর কল্পনার রং দিয়ে ভবিষ্যতের অনেকগুলো ছবি এঁকেছিলাম।

সারপ্রাইজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ও গতকাল দিয়েছিল। আগামীকাল আমার অপারেশন। আজ তাই ভীষণভাবে তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আজ নিশ্চয়ই ও আমাকে একবার দেখতে আসবে, হয়ত বা এসে বলবে আজ ভালভাবে থাকবে, কাল তোমার অপারেশন। হয়ত বা নার্স হয়ে একজন ডাক্তারী ছাত্রকে অপারেশন সম্বন্ধে কিছুটা উপদেশ দিয়ে যাবে। সঙ্গে দিয়ে যাবে কিছুটা অভয় আর কিছুটা শুভেচ্ছা। কিন্ত সকাল চলে গেল দুপুর হারিয়ে গেল বিকেলও বিদায় নিয়েছে – কল্পনার কোন খবর নেই। সময় যতই বিদায় নিচ্ছে ততই রাগ আর অভিমান আমার মনের মধ্যে একসঙ্গে দানা বেঁধে উঠছে।

আজ অপারেশন কল্পনা জানে। ওর জন্য মনে মনে একরাশ গালাগালি তৈরী করে রাখলাম।

অপারেশন থিয়েটারে পৌঁছেছি। বলাইদার কাছ থেকে জানলাম, তখন সকাল ১১টা ৩০ মিনিট। জেনারেল অ্যানেসথিসিয়া দেওয়ার পরের খবর জানি না। যখন সেই অ্যানেসথিসিয়ার রেশ শেষ হয়ে গেছে, তখন দেখি, আমি আমার বেডে শুয়ে আছি। সামনের ঘড়িতে বড় কাঁটাটা ১২-এর ওপরে ছোটটা ৩-এর ওপরে। পাশে আমার মা বসে আছেন, তার পাশে একজন অচেনা নার্স দাঁড়িয়ে আছেন। আমি চোখ খুলতেই আমার প্রতি সেই নার্সটির প্রথম উপদেশ "একদম কথা বলবেন না, ডাক্তারের নির্দেশ।" কিন্তু আমার চোখদুটোর পিপাসু দৃষ্টি ঘরের চার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের ছাড়া আর একজন সুপরিচিতের স্পর্শ লাভের আশায়। হঠাৎ আর একজন নার্স হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমার পাশের নার্সটিকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু তিনি আমার মত একজন পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডের রোগীর কাছ থেকে চলে যেতে অস্বীকার করলেন। তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সেই ছুটে আসা নার্সটি আমার পাশের নার্সটিকে বললেন, "আমাদের কল্পনা গতকাল যে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে তাতে মারা গেছে। একদিন ডে অফ ছিল, আর একদিনের ছুটি নিয়ে সে বাড়ি গিয়েছিল, ফেরার পথে ওই দুর্ঘটনা।" নার্সের ওই কথাগুলো আমার কানের পর্দা ভেদ করে হৃদয়ের এককোণে কাঁটার মত আঘাত করছিল। আর বার বার মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল পরশু দিন তার দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতির কথা "আপনাকে পরশুদিন একটা সারপ্রাইজ দেব।"

—দেবব্রত মল্লিক

আনন্দবাজার

এবারের উপন্যাস পাঁচটি

সব চরিত্র কাল্পনিক ॥ বরুণ সেনগুপ্ত

এই মুহূর্তের বাংলাদেশ বলতে যে অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত ছন্নছাড়া রূপটি ভেসে ওঠে নানান মতবাদের খণ্ডিত ভাষ্যে তার মূর্তি সতীর দেহের মতোই ছিন্ন-ভিন্ন। সেই টুকরো অবয়ব জড়ো ক'রে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রতিমা-নির্মাণ দুঃসাধ্যতম কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু বরুণ সেনগুপ্ত সেই অসাধ্যসাধন করলেন। তাঁর অনন্য পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হল রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের শুভ পরিণয়। সমকালীন বাংলাদেশ তার যাবতীয় সমস্যা ও জটিলতার আলো-আঁধারি নিয়ে জীবন্ত রূপে চিত্রিত তাঁর এই চাঞ্চল্যকর দুঃসাহসিক রাজনৈতিক উপন্যাসে। নায়িকা-চরিত্র ছাড়া এ-উপন্যাসের সব চরিত্রই কাল্পনিক। আর নায়িকা এই রহস্যময় কলকাতা শহর।

স্বপ্ন লজ্জাহীন ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাস্তবে যা প্রচ্ছন্ন, লাজুক, অনুক্ত ইচ্ছার ভীরু কোরক—স্বপ্নে তা-ই উদ্দাম, বেপরোয়া, কূলপ্লাবী কামনার অরণ্য। স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে নতুন একটি স্তর আবিষ্কার করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এবারের উপন্যাসে। একটি নারীকে ঘিরে দুটি পুরুষের অনিঃশেষ ভালবাসা, নির্জন আকাঙ্ক্ষা, নির্লজ্জ স্বপ্ন এবং নির্মম বেদনার এক আশ্চর্য কাহিনী 'স্বপ্ন লজ্জাহীন।'

মানুষ শক্তির উৎস ॥ সমরেশ বসু

একটি মৃত্যু মানে আরও একটি মৃত্যু। অন্তত আজকের দিনে তাই দাঁড়িয়েছে। এবং সে-মৃত্যুও, বলা বাহুল্য, প্রায়ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক নয়। হিংসার রাজনীতির বলি মানুষের এই অসহায় মৃত্যুর পিছনে তবু বহু অগোচর বেদনা ও অভিজ্ঞতার কাহিনী। এমনই একটি গল্প শুনিয়েছেন সমরেশ বসু তাঁর দুর্বার শক্তিধর লেখনীতে। এ-কাহিনী বিশ্বাসভঙ্গের হলেও বিশ্বাসে উদ্দীপিত করবে। সে-ইঙ্গিত উপন্যাসের নামকরণেই স্পষ্ট: মানুষের তৈরী হাতিয়ার নয়, মানুষই শক্তির উৎস।

একা একা ॥ বিমল কর

নায়ক পিতা-পুত্র, নায়িকা মা ও মেয়ে। একদল যৌবনের শেষ সিঁড়িতে, অন্য দল প্রথম সোপানে। বিষমবয়সী দুটি প্রণয়ী-যুগলকে নিয়ে রচিত এই উপন্যাসে বিমল কর নিপুণ শিল্পীর মতো সেই ছবিটি এঁকেছেন, যার একদিকে প্রবীণের স্নেহ, ভালবাসা ও দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে সদ্য-যৌবনের সখ্য, অন্তরঙ্গতা ও প্রণয়। পটভূমি—এখনকার কলকাতা; যার ধূসর অসহায় হিংস্র পথে-পথে তরুণ প্রায়-অন্ধ নায়কের নিঃসঙ্গ যাত্রা।

গোয়েন্দা উপন্যাস

গন্ধ পেলেন পরাশর বর্মা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মানুষের বিচিত্র বাতিক থাকে, এমনই এক অদ্ভুত বাতিকগ্রস্ত লোক যশোবন্ত নাগেশ্বর। মালাবার হিলসের প্রাসাদ-প্রতিম বাড়িতে তিনি তৈরী করেছেন রকমারি পাথরের এক আশ্চর্য মিউজিয়ম। সেই সংগ্রহ থেকে দুটি সামান্য-অসামান্য পাথর চুরি যায়।... আপাত-তুচ্ছ এই ঘটনার সূত্র ধ'রে পরাশর কীভাবে আবিষ্কার করল এক গূঢ়-গভীর চক্রান্তের জাল তারই রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা গন্ধ পেলেন পরাশর বর্মা।

গল্প

অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, আশাপূর্ণা দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী মনোজ বসু, শওকত ওসমান, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, ইন্দ্রমিত্র, বুদ্ধদেব গুহ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, হিমানীশ গোস্বামী, দিব্যেন্দু পালিত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

কবিতা

অজিত দত্ত, দিনেশ দাশ, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু ও আরো অনেকে।

চলচ্চিত্র
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
পারমিতা চৌধুরী
জয়শ্রী রায়
রঞ্জিৎ মল্লিক

বিশেষ আকর্ষণ
শংকর-এর 'দুই প্রান্ত'। সন্তোষকুমার ঘোষের নাটক 'অপার্থিব'। শ্রীপান্থ লিখিত 'এরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান'। অমিতাভ চৌধুরীর 'সিলেটি নাগরী'।

দাম ছ টাকা

পূজায় চাই নূতন শাড়ী··তাই জানাই আমন্ত্রন
সাড়ীর মেলা
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট জং (পূবে) কলিকাতা-১ ফোন: ৩৪-৮৮৮৩

কলকাতার ঐতিহাসিক ঘাট • সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়

ঘাটের আত্মকথা আপনারা সকলেই শুনেছেন। ঘাটের সেই স্বগতোক্তি: 'পাষাণে ঘটনা যদি আঁকা হয়, তবে কতদিনের কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করতে পারবে। পুরাতন কথা যদি শুনতে চাও, তবে আমার ধারে এসে বস। মনোযোগ দিয়ে জল-কল্লোলে কান পেতে থাকো। বহুদিনের বিস্মৃত কত কথাই না শুনতে পাবে।' হ্যাঁ, এই আত্মকথা শুধু কলকাতার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘাটের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক তথা জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাই হলফ নিয়েই বলতে পারি, আপনি যদি চাঁদপাল, প্রিন্সেপ, আউটরাম বা বাবুঘাটের ধাপে বসে জল-কল্লোলে মনোযোগ দেন, অথবা জলের সঙ্গে স্থলের গলাগলি অনুভব করেন, তবে চার্নকদুহিতা কলকাতা নিজেই আপনাকে তার ভাঙাগড়ার আদি ইতিহাস শোনাতে বসবে।

অতএব, প্রথমেই আসুন চাঁদপাল ঘাটে। সেই ঐতিহাসিক দৃশ্য আপনার সামনে নিশ্চয়ই ভেসে উঠবে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে ও তাঁর সহকর্মিগণ ইংলণ্ড থেকে জাহাজে এই ঘাটে অবতরণ করেছেন মাত্র। তাঁদের দর্শনলোভে বিরাট জনতারও আবির্ভাব হয়েছে। এই জনতার অধিকাংশই আবার নগ্নগাত্র ও নগ্নপদ। প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে মহাশয় তাই সমবেত জনতাকে অভয় দিয়ে বলছেন: 'বন্ধুগণ, আমরা যথাসময়েই এদেশে এসেছি। এখানে মানুষের পায়ে জুতো নেই এবং সকলেই প্রায় নগ্নগাত্র। কি ভয়ানক অত্যাচার। হ্যাঁ, ঠিক সময়েই এদেশে উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাত্র ছয় মাস আমাদের কাজ করার সময় দিন। তারই মধ্যে আমি নিশ্চয় আপনাদের জুতো ও মোজা পরাতে সাহায্য করব ও দুর্দশা দূর করব।'

নিঃসন্দেহেই আপনি অনুভব করছেন যে, কলকাতার ইতিহাসে চাঁদপাল ঘাটের ভূমিকাও নগণ্য নয়। হ্যাঁ, বিচারপতি ইম্পের মত ভি-আই-পি ছাড়াও কোম্পানির কলকাতায় ইংরাজদের জাহাজে যাতায়াতের একমাত্র কেন্দ্রই ছিল এই চাঁদপাল ঘাট। স্বভাবতঃই এই ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কোম্পানি কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের কথাও আপনার মনে পড়বে। হ্যাঁ, ঐতিহাসিক ঘটনা: ফিলিপ ফ্রান্সিস এই ঘাটে দাঁড়িয়েই শুনেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের সম্মানার্থ তোপধ্বনি। প্রবাদ: প্রাপ্য সম্মান তোপের সংখ্যা ছিল উনিশটি। অতএব মন্ত্রণাসভার সদস্যের সম্মানে যখন সতেরটি তোপধ্বনি হল, তখন ফ্রান্সিস সাহেব ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। আরও প্রবাদ, এই অবমাননাই কালে হেস্টিংস ও ফ্রান্সিসের মধ্যে ডুয়েলের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চাঁদপাল ঘাটের নামায়ন প্রসঙ্গেও হয়ত আপনি ইতিমধ্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। রেভাঃ লং বা কটন সাহেব বলেছেন, এই ঘাটের কাছেই চন্দ্রনাথ পাল নামে একজন মুদী বাস করতেন। তখন এই ঘাটের চারপাশেই ছিল গভীর জঙ্গল। ফলে পথিক বা নৌকাযাত্রী এই ঘাটে নেমে চন্দ্র পালের দোকানেই আহার্যের চাহিদা মেটাত। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করেন, তখন এই ঘাটের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু ১৭৭৪ খৃীঃ-এর নথিতে এই ঘাটের কথা প্রকাশিত হয়।

শুধু তাই নয়। চাঁদপাল ঘাটের খিলান বাঙালীর ইংরাজ প্রীতিরও নিদর্শন। অন্তত সমাচার দর্পণের তাই অভিমত। ফলে ১২২৯ সালের সমাচার দর্পণে এই সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছিল: 'হেস্টিংসের বিলেত যাত্রার প্রাক্কালে কলকাতায় তাঁকে মানপত্র দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক সভা হয়। ঐ সভায় শ্রীরাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপে প্রস্তাব করেন যে, হেস্টিংসের প্রশংসার উদ্দেশ্যে কোন স্থায়ী নিদর্শন স্থাপিত করা হউক। 'স্থায়ী নিদর্শন' অর্থেই চাঁদপাল ঘাটে সুন্দর একটি খিলান গেঁথে তার উপর হেস্টিংসের মূর্তি ও দুই পাশের স্তম্ভে তাঁর প্রশংসা-পত্র খোদাই করা আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। ১৮৪৫ খৃীঃ-এর কলকাতা রিভিউ-এর তৃতীয় খণ্ডেও চাঁদপাল ঘাট ভারতের শাসককুলকে অভ্যর্থনা বা বিদায় দেওয়ার উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়েছে। কারণ, বড়লাট থেকে শুরু করে হাইকোর্টের বিচারপতি, সেনাপতি এবং গীর্জার যাজক পর্যন্ত সকলেই শহরের প্রবেশপথে এই ঘাটেই প্রথম পদার্পণ করেন।

চাঁদপাল ঘাটের পরই বাবুঘাটের কথা আপনার মনে পড়বে। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি ভবতারিণী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যশ্লোকা রানী রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাসের অর্থে এবং তাঁরই স্মৃতিকল্পে এই ঘাট প্রতিষ্ঠিত হয়। বাবুঘাট গ্রীস দেশীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের নামেই এই ঐতিহাসিক ঘাট উৎসর্গ করা হয়। বাবুঘাটের নিকটেই ছিল সে যুগের সুন্দর রাজপথ 'রেসপনডেনসিয়া ওয়াক' (Respondentia walk)। জনশ্রুতি: চন্দ্রালোকে অভিজাত সম্প্রদায় সপরিবারে এই পথেই হাওয়া খেতে আসতেন।

এবার প্রিন্সেপ ঘাটের কথা। টাঁকশালের অ্যাসেমাস্টার জেমস্ প্রিন্সেপের স্মৃতিবহন উদ্দেশ্যে এই ঘাট প্রিন্সেপ ঘাট নামে পরিচিত হয়। ইংরাজ হলেও প্রিন্সেপ সাহেব ছিলেন পুরোমাত্রায় ভারতীয়। তাঁর সম্পাদিত গ্লিনিংস অব সাইন্সেস'ই পরে জার্নাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-রূপে সুপরিচিত হয়। তাছাড়া সম্রাট অশোকের শিলালিপি উদ্ধার ও দাক্ষিণাত্যে সম্রাট আওরংজেবের আমলের ভেঙে-যাওয়া মসজিদ সংস্কার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। স্বভাবতঃই মনে হয়, ভারত-প্রেমিক প্রিন্সেপকে সম্মানিত করে প্রিন্সেপ ঘাট নিজেই যেন সম্মানিত হয়েছে।

কৌলিন্যের মাপকাঠিতেও প্রিন্সেপ ঘাটের স্থান অতি উচ্চে। এই ঘাটেই সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও তাঁর পুত্র সম্রাট পঞ্চম জর্জ জাহাজ থেকে প্রথম নেমেছিলেন।

প্রিন্সেপ ঘাট প্রসঙ্গে আউটরাম ঘাটের কথাও আপনার মনে পড়বে। হ্যাঁ, স্যার জেমস্ ব্যারোনেট আউটরাম: কিছুদিন আগেও যাঁর ঘোড়ায় চাপা মূর্তি চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট ও আউটরাম রোডের সংযোগস্থলে শোভা পেত। শত্রুদমনকারী, অশ্বারূঢ়, সিপাহী বিদ্রোহকালীন বাংলাদেশের সৈন্যবাহিনীর পরিচালক বীর আউটরাম। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করে তিনি 'ব্যারোনেট' উপাধিতে ভূষিত হন। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করে ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আউটরাম নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছিলেন। তবুও সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতাই পরে আমাদের স্বদেশপ্রেমে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। অতএব ভারত-শত্রু আউটরামও পরোক্ষে আমাদের মিত্র। তাই ভারতীয় ইতিহাসে আউটরাম ও আউটরামঘাটও বোধহয় চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

জগন্নাথ ঘাট এবং সে যুগের কাঁচাগদী ঘাটও এখানে উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথদেবের মন্দিরই জগন্নাথ ঘাটের নামকরণের কারণ। অধুনা বিলুপ্ত কাঁচাগদী ঘাট ছিল চাঁদপাল ঘাটের পাশেই। ঘাটের কাছে কাঁচা গুদাম থাকাই বোধহয় 'কাঁচগদী ঘাট' নামকরণের কারণ। পরে এই ঘাটই কলভিনস ঘাট'-এর রূপ নেয়।

কলভিনস্ ঘাটের কাছেই ছিল সে যুগের পুলিশ ঘাট।' শোনা যায়, কলকাতা অবরোধের আগে এখানেই ছিল প্রেসিডেন্ট সাহেবের কুঠি এবং সংলগ্ন ট্যাংক স্কোয়ার বা পার্ক বা বর্তমান ডালহৌসি স্কোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত মনোরম উদ্যান। সহজেই এই ছবিটিও কল্পনা করতে পারেন: মাননীয় প্রেসিডেন্ট বাহাদুর এই উদ্যানে পদব্রজেই হাওয়া খেতে খেতে ট্যাংক স্কোয়ারে এসে থামলেন এবং রাইটার্স বিল্ডিংস-এর পশ্চিমের গীর্জাতে উপাসনার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলেন। প্রশ্ন করবেন: কিন্তু মহামান্য প্রেসিডেন্টের জুড়ি গাড়ি কি হল?'

এ প্রসঙ্গে শোনা যায়, ১৭২৮ খৃীঃ-এ তিনি নাকি কর্তৃপক্ষের কাছে এই জবাবই পেয়েছিলেন যে, সহিস বা জুড়ির একজোড়া ঘোড়া পেতে হলে তাঁকে তার উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে, তাই চরণবাবুর জুড়ি গাড়ি ছাড়া আর উপায় কি?

কয়লা ঘাট সে যুগে নিউ হোয়ার্ফ (New wharf) নামে পরিচিত ছিল। পুরাতন কিল্লার ঠিক দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত এই ঘাট ছিল আলোচ্য কিল্লার উত্তর সীমানা নির্দেশক।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, ওপরের সব কটি ঐতিহাসিক ঘাটই স্ট্র্যান্ড রোডের সঙ্গে যুক্ত। এক দিকে হাটখোলা ও শোভাবাজার ও অন্য দিকে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত স্ট্র্যান্ড রোড মোটামুটি বিস্তৃত এবং লটারি কমিটির অর্থে ১৮২৩ খৃীঃ-এ এই রাজপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতঃই ঘটনাবহুল ঘাটের কথায় স্ট্র্যান্ড রোডের ভূমিকাও নগণ্য নয়।

পুণ্য প্রবাহিকা ভাগীরথী। পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত কলকাতার ঐতিহাসিক ঘাট। জন কোম্পানির আমল থেকেই এরা কলকাতার উত্থানপতনের নীরব সাক্ষী।

মগজে নিউক্লিয়ার অস্ত্রোপচার

আমাদের মগজের নীচে রয়েছে মটরের দানার মত দেখতে পিটুইটারী গ্লান্ড। এই পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড থেকে নানারকম হরমোন নিঃসৃত হয়। এরাই মানবদেহের প্রায় সকল রকম কার্য প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। পিটুইটারী গ্লাণ্ড টিউমার হলে সেখান থেকে অতিমাত্রায় শরীরের প্রয়োজনীয় হরমোন নিঃসৃত হতে থাকে। তার ফলে ডায়াবিটিস প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। হাত-পা-মুখ স্থূল ও কর্কশ হয়ে পড়ে।

এতদিন পর্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের মারাত্মক এই রোগে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার চালিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে এইচ লরেন্স এর এক অভিনব ও আশ্চর্য চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। একটি নিউক্লিয়ার যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসা রশ্মিকে এই ধরনের রোগীর মাথায় পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডে ফোকাস করা হয়। সাইক্লোট্রোন থেকে নির্গত এই রশ্মি পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের টিউমারকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়। এই নিউক্লিয়ার ব্রেন সার্জারীতে মগজের রোগগ্রস্ত জায়গা ছাড়া তার ধারে কাছের অন্য টিসুর কোন ক্ষতি হয় না।

মিনু চক্রবর্তী

বিস্কুটের টিন

ক পৃষ্ঠার পর

'তোমরা যারা সাদা রঙ আর গোল আকৃতি...'

হাততালির শব্দ। চতুর্থ সীল ভাঙলাম।

'তোমরা যারা কালো রঙ আর...'

হাততালি।

'তোমরা যারা লাল রঙ বা সবুজ রঙ...'

তারপর বিস্কুটের টিনের ডালা কিছুটা খুললাম। তখন কোথায় যেন হুস করে একটা শব্দ হল। কিসের শব্দ? বাতাস। বাতাস ঢোকার শব্দ। কোথায় হল। তাকিয়ে দেখলাম, এ কি, ঘরের ওপরে সিলিংটায়, কি যেন হয়েছে। কি হয়েছে? কিছুটা ফাঁক হয়ে গেছে।

বিস্কুটের টিনের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিতেই দেখলাম সিলিং-এর ফাঁক দিয়ে, একটা হাতের মত, না হাতই তো, একটা বিশাল হাত—বিশাল হাতখানা নেমে আসতে লাগল। আমি কি করব। বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে বিস্কুটের টিনের দিকে তাকিয়ে একটা বাদামি চৌকোণ বিস্কুট তুলে নিলাম। ওপরে তাকালাম, কি আশ্চর্য, বিশাল হাতখানা বাদামি চৌকোণ আকৃতির ছেলেকে তুলে নিয়েছে।

স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। নড়লাম না। তখন বিশাল হাতখানা একটুও নড়ল না।

তারপর আস্তে আস্তে একটা সাদা গোল বিস্কুট তুলে নিতেই বিশাল হাতখানাও আস্তে আস্তে একটি সাদা গোল আকৃতির মেয়েকে তুলে নিল।

একটা একটা করে বিস্কুট তুলে নিতেই দেখলাম বিশাল হাতখানাও একটি একটি করে...!

ডাল্‌ফ ডাষ্ট
কুকুরকে পোকামাকড় থেকে মুক্ত রাখে
● নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য
● সহজ প্রযোজ্য
● অব্যর্থ ফলপ্রদ
কুকুরের এঁটুলি (ticks), উকুন (lice) এবং অন্যান্য ছোটছোট পোকা দমনে কুকুরের দেহে ঘসে ঘসে অথবা ব্রাস করে প্রয়োগ করুন।
কুকুরের বিশ্রাম করার জায়গায়ও প্রয়োগ করুন।
... অন্যতম একটি
বায়ারের কার্য্যকরী কীটনাশক
আরও বিবরণের জন্য লিখুন—
বায়ার (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড,
পোস্ট বক্স ১৪৩৬, বম্বে-১
12-C/902 (বাং)

দ্বিতীয় স্তবক

45 আর-পি-এম সিঙ্গলস্	শ্যামল মিত্র	বেগম আখতার
অনুপ ঘোষাল	শ্রাবন্তী মজুমদার	(উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত)
আরতি মুখোপাধ্যায়	সবিতা চৌধুরী	শিশুগীতি—'চড়ুইভাতি'
আশা ভোঁসলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ইলা বসু		(যন্ত্রসঙ্গীত)
চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়	45 আর-পি-এম এক্সটেনডেড্ প্লে রেকর্ড	লং প্লেয়িং রেকর্ড
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়	গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়	রাধা-চণ্ডীদাস
নির্মল মুখোপাধ্যায়	(পালা কীর্তন)	(প্রেম-মধুর গীতিনাট্য)
পিণ্টু ভট্টাচার্য	গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় ও	সঙস্ অব অতুলপ্রসাদ
বনশ্রী সেনগুপ্ত	মাধুরী মুখোপাধ্যায়	হিট্‌স্ ফ্রম বেঙ্গলী ফিল্মস,
রাহুল দেববর্মণ	(সংস্কৃত স্তোত্র)	৪র্থ খণ্ড
লতা মঙ্গেশকর	দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	
শচীন দেববর্মণ	(আবৃত্তি)	

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • গৌহাটি • কানপুর

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ভাগ্য নির্ধারণের তারিখ।
সৌভাগ্য আপনার অপেক্ষায় রয়েছে
বিহার স্টেট লটারিজ
আপনাকে
তিন লক্ষ টাকা প্রথম পুরস্কার
দিয়ে দশেরা ও দুর্গাপূজার উৎসব পালন করছে
আর সেই সঙ্গে
প্রতিটি এক লক্ষ টাকার তিনটি পুরস্কার
তদুপরি
১২০০টি আকর্ষণীয় পুরস্কার।
এমন সুযোগ হারাবেন না।

ডাক্তার আপনাকে বলবেন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের 'সুপ্ত-ক্ষুধার' দরুন আপনি ক্লান্ত, বিরক্ত বোধ করেন

ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক-এ রয়েছে ১২টি অত্যাবশ্যক উপকরণ যা সেই 'সুপ্ত-ক্ষুধাকে' শান্ত করতে পারে
এই 'সুপ্ত ক্ষুধা'কে শান্ত করুন ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক দিয়ে। এটি একটি অনুপম স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফরমুলা। ১২টি অত্যাবশ্যক উপকরণের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন যা দেহের উন্নতি করে, শক্তি যোগায়। লৌহ যা রক্ত তৈরী করে। ফসফেট যা স্নায়ুব্যবস্থাকে উন্নত করে। আরো একটি বিশেষ উপকরণ, যা আহারে রুচি ফিরিয়ে আনে।
ভেবে দেখুন: হয়তো আজই—আপনার কিংবা আপনার পরিবারের কারো দরকার ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক।
ওয়ার্ণার-ল্যাম্বার্ট-এর এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।
WVT.G.8.BN

কারণ
থাইমেট ১০-জি
চারা অবস্থা থেকে বড় হওয়া পর্য্যন্ত ধান গাছের পোকামাকড় মেরে ফেলে গাছকে ভালো রাখে
থাইমেট ১০-জি কেন ব্যবহার করবেন তার সাতটি কারণ:
১) থাইমেট ১০-জি গাছে জোরালো, বহুকালস্থায়ী অভ্যন্তরীণ শক্তি জোগায়—শোষক পোকা, ভেপুপোকা, চষীপোকা, দ'য়ে পোকা এবং কোন কোন জাতির মাজরা পোকা ধ্বংসকরে।
২) থাইমেট ১০-জি কুটে রোগ বাহক শোষক পোকা ধ্বংসকরে গাছকে এই সর্বনেশে রোগ থেকে রক্ষা করে।
৩) থাইমেট ১০-জি ঠিকমত ব্যবহার করলে ফসলে হঠাৎ কোন পোকার আক্রমণ হতে পারেনা।
৪) থাইমেট ১০-জি গাছের দেহে প্রবেশ করে যায়, ফলে এর কীটনাশকারী ক্ষমতা বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়না।
৫) থাইমেট ১০-জি বহুক্ষেত্রে গাছকে আর ও সতেজ করে অধিক ফলনে সাহায্য করে।
৬) থাইমেট ১০-জি'র ব্যবহারে খরচও কম, কারণ এতে ঔষধ ছিটানোর যন্ত্রপাতি লাগবে না, জল ব'য়ে আনা, ঔষধ মিশানো এবং ঔষধ ছিটানোর জন্য মজুরীরও প্রয়োজন হবে না।
৭) থাইমেট ১০-জি কৃষি-বিভাগ দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুমোদিত।
নিরাময়ের চাইতে আরও ভাল নিবারণ
নিশ্চিত ফসল রক্ষার জন্য থাইমেট ১০-জি ব্যবহার করুন।
CYANAMID সারা পৃথিবীতে কৃষির সেবায়
Sista's-C-150/Ben.

তামাক! তামাক! তামাক! তামাক ছাড়া আজ আমাদের সন্ধ্যা বিকাল সকাল একেবারেই বিকল। চুরুট, সিগারেট, পাইপ, বিড়ি, চুট্টি, হুঁকো জরদা, খৈনী, গুণ্ডী, কিমাম, নস্যি, দোক্তা। আরো কত কি! এসবই আজকের আমাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। এগুলি ছাড়া বেঁচে থাকার কল্পনাও অনেকের পক্ষে অসম্ভব। অথচ মাত্র চারশো বছর আগেও এসবের এত প্রচলন তো দূরের কথা তামাকই ছিল এদেশে

America's most trusted, most efficient refrigerator.

Leonard

165 and 286 litres

made in India under the strictest quality control

Sold and serviced by BLUE STAR

SIMOES/B/9

CALCUTTA: Bambino, Gariahat Rd., Phone 471610. Bambino, Free School St., Phone 242855. Ballerina, Chowringhee, Phone 249234. Century Refrigeration Co., Kyd St., Phone 240639. Crystal Refrigeration Co., Lower Circular Road. Eastern Electric & Trading Co., Chowringhee, Phone 240361. Eastern Trading Co., Old Court House St., Phone 237294. East India Trading Co., Ezra St., Phone 345467. Freezeair Co., Beadon St., Phone 554937. Geetanjali, Dr. Sundari Mohan Ave., Phone 440610. G. Rogers & Co., Dalhousie Sq. Hooghly Trust Pvt. Ltd., Chowringhee Rd., Phone 445161. Malhar, New Alipore. National Talking Machine Co., Lower Chitpur Rd. N. B. Sen & Bros., Esplanade East, Phone 235978. Oriental Refrigeration Services, Indian Mirror St., Phone 246711. S. Khaitan & Co., Rabindra Sarani, Phone 342222. Schugane's, Park St., Phone 247831. Standard Sales & Service, Chittaranjan Ave., Phone 234410.

ভারতে তামাকের প্রচলন কতদিনের

অজয় নন্দী

একেবারে অপরিচিত।

শুধু ভারত কেন, ষোড়শ শতাব্দীর আগে তামাকের নাম ইউরোপেও অজ্ঞাত ছিল। ১৪৯২ সালে কলম্বাসের কোন এক সহযাত্রীই হয়তো প্রথম ইউরোপবাসী যে কিউবা কিংবা সান-সালভাডোরে প্রথম তামাকের স্বাদ গ্রহণের গৌরব অর্জন করেছিল। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে ইউরোপীয় নাবিকেরা তামাক সেবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো! ১৫১৮ সাল নাগাদ এই তামাক ইউরোপেও চলে এলো।

ইংলণ্ডে তামাকের প্রচলন করেছিলেন টমাস হ্যারিয়ট আর তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করলেন স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক, স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে প্রমুখেরা। বেন জনসনের "এভরীম্যান ইন হিজ্ হিউমারের" সময় তো তামাকের ব্যবহার ইংরেজদের দেশে বহুল প্রচলিত।

অবশেষে ভারতীয় উপমহাদেশে এসে পৌঁছতেও তামাকের বেশী দেরী হল না। গার্সিয়া দ্য ওরটার ১৫৬৩ সালে লেখা ভারতীয় ঔষধ ও ভেষজ সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য গ্রন্থে তামাকের কোন উল্লেখ না থাকলেও ষোড়শ শতাব্দী শেষ হবার আগেই যে তামাক গোয়াতে আমদানী হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেখান থেকেই তো দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর সুলতানের রাজত্বে প্রবেশ করে ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মোগল রাজকুমার ডানিয়েলের বাগদত্তা সুলতান ইব্রাহিম আদিল-খানের কন্যাকে নিয়ে আসবার জন্যে মোগল দরবারের দূত হিসাবে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন আসাদ বেগ। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারা যায় যে, বিজাপুরে তখন প্রচুর তামাক পাওয়া যেত এবং সেখান থেকেই ১৬০৪ সালে প্রথম তামাক দিল্লীতে আনা হয়। আসাদ বেগ আদিলখানের কাছ থেকে সুন্দর থালায় সাজিয়ে তা দিল্লী এনেছিলেন।

সম্রাট আকবর তা দেখে এমন কৌতূহলী হয়ে উঠলেন যে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিষেধ করবার আগেই তিনি তিন তিনবার তার স্বাদ গ্রহণ করে ফেললেন। সম্রাট মোহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এর অপূর্ব স্বাদের কারণ। কিন্তু চিকিৎসকদের বইতে এ সম্বন্ধে কোন কিছুই লিখিত না থাকায় তাঁরা সন্তোষজনক কোন উত্তরই দিতে পারলেন না। কিন্তু তাঁদের সন্দেহ কিছুতেই ঘুচলো না। ফলে আসাদ বেগ আর সম্রাটের চিকিৎসকদের মধ্যে গণ্ডগোল বেধে উঠলো জিনিসটার ব্যবহার্যতা নিয়ে। আকবর কিন্তু অবশেষে আসাদ বেগের পক্ষই নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"অন্য জাতির জ্ঞানী লোকেরা এই জিনিস ব্যবহার করছে, অথচ আমাদের বইতে নেই বলে আমরা যদি একে প্রত্যাখ্যান করি তবে তা উচিত হবে না। এভাবে আমরা উন্নতিই বা করবো কেমন করে?"

আসাদ বেগ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—"সম্রাটের এই বক্তব্যের পর আমি যেসব তামাক ও পাইপ নিয়ে গিয়েছিলাম তা অমাত্যদের মধ্যে বিতরণ করলাম। অনেকে চেয়েও নিল। কিন্তু আপত্তি কেউই করলো না। এইভাবেই এর প্রচলন হল। ব্যবসায়ীরাও ধীরে ধীরে তা বেচতে লাগলো। এর ব্যবহারও বেড়ে চললো। সম্রাট আকবর কিন্তু তামাকের নেশা করেননি।"

এইভাবেই সারা দেশে তামাকের ব্যবহার দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। এবং শীঘ্র একটা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য-পণ্যে পরিণত হল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তামাকু সেবন আবার কঠিনভাবে নিষিদ্ধ হল। এ প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, আবহাওয়া এবং শারীরিক বিষয়াদি বিবেচনা করেই তিনি এই আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা উচ্চ পরিবার-বর্গের প্রতি আরোপিত হয়নি। তার প্রমাণ, পারস্যের শাহের কাছে প্রেরিত জাহাঙ্গীরের দূতকে জাহাঙ্গীর নিজেই "অত্যন্ত ধূমপায়ী" হিসেবে আখ্যাত করেছেন।

জাহাঙ্গীরের দূত কিন্তু সে যাত্রায় বিপদেই পড়েছিলেন। পারস্যের শাহ নিজেও ছিলেন ধূমপান-বিরোধী এবং নিজ রাজ্যে তিনি ধূমপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। যাই হোক্ জাহাঙ্গীরের লেখা থেকে কিন্তু জানা যায় যে, খান-সাহেবকে শাহের সম্মুখে ধূমপানের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। খান আলমের সঙ্গে যে চিত্রকর পারস্য গিয়েছিলেন সেই সমসাময়িক বিখ্যাত চিত্রকর বিষণ দাসের আঁকা ছবিতেই তার প্রমাণ মেলে। ছবিটি বর্তমানে বোস্টনের মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস্‌এ রক্ষিত আছে। তাতে দেখা যায় একজন অল্পবয়স্ক চাকর শাহের সম্মুখে উপবিষ্ট খানের দিকে একটি ছোট্ট হুঁকো এগিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে আমরা হুঁকা বলতে যা বুঝি এটিই বোধ হয় তার সর্বপ্রাচীন ছবি।

তারপর থেকেই তামাকের ব্যবহার ভারতে সুপ্রচলিত হতে থাকে। ১৬১৬-১৯ সালে তাঁর ভারত ভ্রমণের সময় এডোয়ার্ড টেরী উত্তর ও পশ্চিম ভারতে তামাকের চাষ দেখেছিলেন।

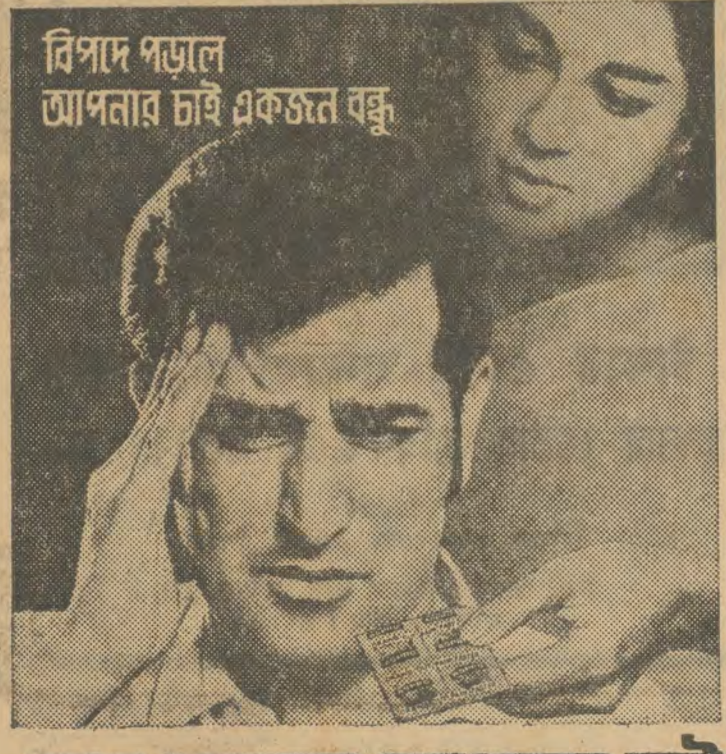

বিপদে পড়লে আপনার চাই একজন বন্ধু

ব্যথা-বেদনায় আপনার চাই 'অ্যাসপ্রো'

তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য একমাত্র 'অ্যাসপ্রো'ই মাইক্রোফাইন করা

নিকোলাস এর তৈরী

A.G.44 BN

অল্প-বিস্তর

শিবরাম চক্রবর্তী

বোম্বাই-বিচিত্রায় প্রকাশ, বোম্বের এক হিন্দী চিত্র পরিচালক, তাঁর প্রায় ছবিতে গাধার প্রদর্শনী দিয়ে তাদের দৌলতেই ছবির হিট করে নাকি দেদার পয়সা পিটে থাকেন।

গাধাদের দেখিয়ে, না, গাধাদেরকেই দেখিয়ে?

*

জনৈক পত্রদাতার বিবেচনায় যতো অকবি আর অলেখকদের দিয়ে গান বাঁধিয়ে গাওয়ার ফলে আধুনিক গানের ভাব ভাষা একেবারে শোনার অযোগ্য ন্যাকারজনক হয়ে উঠেছে।

ন্যাকার জনক? তাই বুঝি চার দিকেই নাকি সুরের এত ন্যাকা দ্যাখা যাচ্ছে আজকাল?

*

মুদ্রা মূল্যের চেয়ে ধাতু মূল্য বেশি হওয়ায় এক শ্রেণীর লোক বেশি মুনাফার লোভে স্বল্প মূল্যের মুদ্রাগুলি বাজার থেকে সরিয়ে নিয়ে গোপনে গালিয়ে ফেলছে বলে প্রকাশ।

মুদ্রা রাক্ষস!

*

কিছুকাল আগে বিদ্রোহীরা জর্ডনের রাজা হোসেনের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে দমাদ্দম্ গুলি চালাতে শুরু করে। তার আগে তারা সেদিন-কার ভোজসভায় সেখানে আহূত বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সরাসরি সামনের লনে শুয়ে পড়বার হুকুম দেয় এবং তাঁরা সার বেঁধে ধরাশায়ী হতে বাধ্য হন। খবরটা সম্প্রতি এক সাংবাদিকের নিবন্ধপাঠে জানা গেল।

'অ্যাম্‌বাসাডরস্‌ লাই অ্যাব্রড ফর দা গুড অব দেয়ার কান্ট্রি।'

*

বৈদ্যুতিক ট্রেনের শীর্ষধানীর তামার তার চুরির ব্যাপারে সমাজ-বিরোধীদের আড়াল থেকে মদত দিতে তাদের নিয়োগকর্তা বড় বড় শিল্পপতিরা নেপথ্যে রয়েছেন, রেলের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে।

ও! তাঁরাই বুঝি আসল ওয়্যার-পুলার?

*

কমন্‌স সভার সর্বকনিষ্ঠা সদস্যা সন্তানসম্ভবা কুমারী ডেভেলিনকে সন্তানের পিতার নাম (কোনও ডেভিল কি না কে জানে!) জিজ্ঞেস করায় সাংবাদিকদের এই অনুসন্ধানী প্রশ্নের জবাবে সরাসরি তিনি জানান, আমার moral আমার নিজের ব্যাপার, তা নিয়ে অপর কারও মাথা ঘামাবার কোনও দরকার করে না।

'কোথায় জলে মরাল চলে
মরালী তার পাছে পাছে!'

*

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: 'আমাদের এখানকার বড়ুয়া টেলারস্‌-এ এই পুজোর মুখটাতেই রকমারি কাপড়ের নতুন নতুন ছিট সব দেখে না পাড়ার ছেলেদের মাথা খারাপ হবার মতন হয়েছে—এর কোনও প্রতিকার আপনি বাতলাতে পারেন?

ছিট ভারী সংক্রামক ব্যাধি—মাথার মাথায় আপনার থেকেই ছড়িয়ে পড়ে যে!

*

শ্রীমতী দীপ্তি রায়চৌধুরী: 'সেদিন স্বামীর ডাকে জানালায় দাঁড়িয়ে এক অবাক কাণ্ড দেখলাম। একটি লোক তার পোষা ছাগলটাকে বোতল বোতল সোডা খাওয়াচ্ছিল—এর রহস্য ভেদ করতে পারিনি। আমার ধারণা, ওই ছাগল-দুধ খেয়ে লোকটার বোধ করি অম্বল হয়, তাই সে নিজে না খেয়ে ওকেই ধরে সোডা খাওয়াচ্ছে। তার পর ওই ছাগলাদ্য সোডা ঘটিত দুধ সে খাবে!'

এক দাবাইয়ে দুজনের আরাম!

শ্রীস্বপন মজুমদার: ট্রেনে আমার পাশের ভদ্রলোকটির হাত কাঁপছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—ও দাদা! আপনার কি খুব শীত করছে নাকি? উত্তরে—না মশাই, এক মাস ছুটিতে ছিলাম। সর্টহ্যাণ্ড সব ভুলে গেছি। তাই একটু প্রাকটিস করছিলাম!'

মুখস্থ প্রাকটিস না করে এই এই হাতুড়ে চিকিৎসা?

*

শ্রীসুকৃতি দে ও গোলাচাঁদ রক্ষিত: 'কয়েক বছর বাদ হঠাৎ বন্ধুটির সঙ্গে দেখা চৌরঙ্গীতে, সঙ্গে নববধূ নিয়ে।' 'বিয়ে করেছিস, তা কদ্দিন হল?' বন্ধুর জবাব—'এই দিন সাতেক।' তা বেশ করেছিস—বলে আমরা পাশ কাটিয়ে যাবার কালে বন্ধুপত্নীর ফিসফিস গলা শুনতে পেলাম—'ভুল বললে কেন? সঠিক বললে...!' সেই সঠিক বলাটা তারপর আর শোনা গেল না। সেটা কী হতো আঁচ করতে পারেন আপনি?'

সঠিক বললে সাত দিন সাত রাত!

*

শ্রীমধুসূদন দত্ত: 'খবর কাগজে কচ্ছপ শতবার্ষিকীর বিবরণে জানলাম, মাউ-জাতের কচ্ছপরা কাদায় মুখ লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে—এই কর্দমাসক্তিই কি তাদের দীর্ঘ জীবনের কারণ বলে আপনার মনে হয়?'

আমার ধারণায় তাদের আদপে কোন গৃহসমস্যা না থাকাটাই তার হেতু। তাদের জন্মের সাথে সাথে হাতে হাতেই তারা ঘরবাড়ি পেয়ে যায় কিনা মাথার ওপর! (জন্মিয়েই বাড়ি মাথায় করে কিংবা বাড়ি মাথায় করেই তারা জন্মায়, যা বলুন!)

*

শ্রী শিশির নিয়োগী: "একটি আধুনিক বানানের নমুনা: 'ধ্বংসের কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।'"

বক্তব্য যথার্থ!

অতিথি

"অতিথি! দু সপ্তাহ হয়ে গেল এখনো চলে যাবার নামটি নেই। বাইরে থেকে বেশি দামে চাল কিনে আর এই বাজারে মাছ কিনে আর কদ্দিন চলবে?" গৃহিণী বললেন। আর জটাধরবাবু বললেন, "চুপ করো, না হয় আস্তে বলো নইলে মধুকাকা শুনে ফেলবেন!" গৃহিণী তখন বললেন, "কাকা! কি আমার কাকা রে! সেই কোন্ ছোটবেলায় গ্রামে থাকার সময় কাকা বলে ডাকতে, পোনের বছর পর কথা নেই বার্তা নেই এসে হাজির বিছানাপত্র নিয়ে! ওঁকে বিদায় করতেই হবে!" গৃহিণী আস্তেই বললেন কথা-গুলো।

"বিদায়!" জটাধরবাবু বললেন, "বিদায়! অতিথিকে কি বিদায় করার কথা বলা যায়?"

"বেশ!" গৃহিণী বললেন, "তাহলে আমি মাংসে দারুণ ঝাল দেব বলে দিলাম।"

"না, না!" জটাধরবাবু বললেন, "মাংসে ঝাল দিলে মধুকাকা মরেই যাবেন, জানোই তো ওঁর ঝাল একটু সহ্য হয় না!"

"তাহলে কি করব বলে দাও!" গৃহিণী বললেন, "চলে যেতে বলা যাবে না, মাংসে ঝাল দেওয়া যাবে না, একটা কিছু তো করতে হবে!"

"দাঁড়াও ভেবে দেখি কি করা যায়!" জটাধরবাবু বললেন। আজ অফিস থেকে দু ঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে গড়ের মাঠের ঝিরঝিরে হাওয়ায় বসে এই ব্যাপারে ভাবব। কি করে কৌশলে, চলে যেতে না বলে, মাংসে বা রান্নায় ঝাল না দিয়ে, ভদ্রতা বজায় রেখে মধু-কাকাকে বিদায় করা যায়, সেটার সমাধান করতেই হবে।" বলে জটাধর-বাবু চান করতে চলে গেলেন।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে দেখলেন গৃহিণী রুটি বানাচ্ছেন। "কি, কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলে?" জটাধর-বাবু একগাল হেসে বললেন, "তা আর ঠিক করিনি—আধ ঘণ্টার মধ্যেই আইডিয়া এসে গেল। ভাল কথা, উনি কোথায়?"

মুখ বেঁকিয়ে গৃহিণী বললেন, "কে জানে কোথায়—বললেন ওঁর নাকি কোন্ পিসেমশাই থাকেন এখানে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। যাই হোক, মাথা খাটিয়ে কি বার করলে?"

"ঠিক করলাম আমরা ঝগড়া করব!"

"ঝগড়া করব, আমরা?" গৃহিণী অবাক হলেন। অবশ্য তাঁরা যে দিনের মধ্যে পোনেরবার সেটা করছেন, একথা বলার সময় তা তাঁর মনে পড়ল না।

"হ্যাঁ আমরা ঝগড়া করব। স্বামী-স্ত্রী যদি সর্বদা ঝগড়া করে, তাহলে অতিথি নিশ্চয় সেখানে থাকবেন না, আর যদি থাকেন, তাহলে তিনি মধ্যস্থতা করতে আসবেনই। আর মধ্যস্থতা করতে আসলেই তাঁকে দুজনে মিলে এমনি গালাগাল দেব যে, তিনি বাড়ি থেকে চলে যেতে পথ পাবেন না!"

গৃহিণী হাসিমুখে বললেন, "আইডিয়াটা মন্দ নয়। আজই পরীক্ষা করতে হবে। কি নিয়ে ঝগড়া করব?"

জটাধরবাবু বললেন, "সে ভার তোমার উপরে দিলাম, ঝগড়ার বিষয়-বস্তু তুমিই ভাল বার করতে পার, তুমি তো এ ব্যাপারে ওস্তাদ!"

"কি, আমি ঝগড়া করতে ওস্তাদ!" গৃহিণী খেঁকিয়ে উঠলেন।

"আহা, এখন নয়—উনি আসুন তারপরে শুরু করলেই হবে!" বললেন জটাধরবাবু।

কিন্তু রাত্রিবেলা তারস্বরে স্বামী-স্ত্রী কলহ করলেন। একে অপরকে গালিগালাজ করলেন। একবার জটাধর-বাবু স্ত্রীকে মারবার অভিনয়ও করলেন, দেয়ালে গুম গুম করে কিল মারলেন, আবেগের মাথায় দুটো ডিশ মেঝেতে আছড়ে ভাঙলেন। কিন্তু মধু-কাকা পাশের ঘরে চুপ করে বসে রইলেন। একবারও এসে জিজ্ঞেস করলেন না, একটুও দরজা ফাঁক হল না তাঁর। কেবল তাই নয়, পরদিন সকালে বললেন, "কি সব তোমরা ফষ্টিনষ্টি করছিলে কাল?"

গৃহিণী সন্ধেবেলা বললেন, "আজ ডালে খুব কষে নুন দিয়েছি। তুমি খেয়েই বলবে, এত নুন দিয়েছ কেন, মুখ যে পুড়ে যায়! আমি তখন খেয়ে বলব—কোথায় বেশি নুন, এতে একে-বারেই নুন দেওয়া হয়নি। তোমারই মুখ পোড়া! তখন আমরা জিজ্ঞেস করব মধুকাকা, ডালে নুন বেশি হয়েছে না কম? তিনি যদি বলেন নুন বেশি হয়েছে, তখন আমি খেপে গিয়ে তাঁর মাথায় এক বাটি ডাল উপুড় করে ঢেলে দেব, আর যদি বলেন নুন একদম হয়নি, তাহলে তুমি তাঁর মাথায় ডালের বাটি উপুড় করবে। তাহলেই তিনি চলে যেতে বাধ্য হবেন!"

"ঠিক বুদ্ধি বার করেছ তুমি!" জটাধরবাবু বললেন।

কিন্তু এতেও কাজ হল না। খাওয়ার সময় দুজনে তাঁদের কথামত সমস্ত ব্যাপার করে জটাধরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মধুকাকা, আপনি তো ডাল খেলেন, নুনে পোড়া হয়নি?" গৃহিণীও তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "মধুকাকা, ঠিক করে বলুন তো কি হয়েছে? এ ডালে এক বিন্দু নুনও তো দেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না!"

মধুকাকা এক চামচ ডাল মুখে পুরলেন। কিছুক্ষণ স্বাদটা বুঝবার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, "আমার পক্ষে ঠিকই হয়েছে স্বাদ!"

—হিমানীশ গোস্বামী

কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন... সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পন্থায় দাঁত ব্রাশ করলে বেশিরভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয়—যা দাঁতের মাজনের আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। কারণ কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে একবার মাত্র ব্রাশ করলেই শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ক্ষয় সৃষ্টিকারী জীবাণুদের দূর করা যায়। একমাত্র কলগেট তার প্রমাণ দিতে পারে। সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিন্টের গন্ধ—তাইতো ছেলে-মেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে ভীষণ ভালোবাসে!

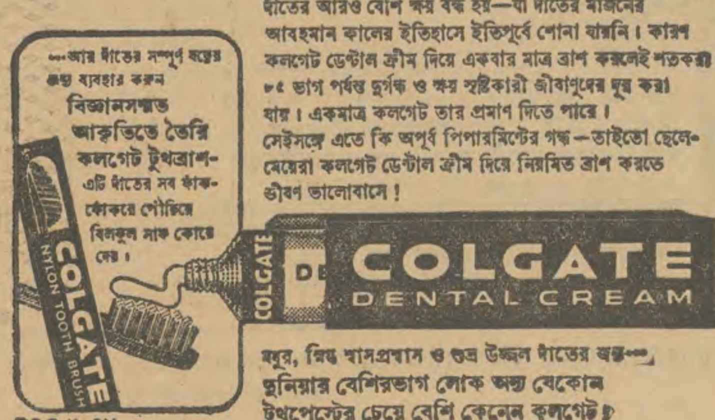

...আর দাঁতের সম্পূর্ণ যত্নের জন্য ব্যবহার করুন বিজ্ঞানসম্মত আকৃতিতে তৈরি কলগেট টুথব্রাশ—এটি দাঁতের সব ফাঁক-ফোকরে পৌঁছিয়ে বিলকুল সাফ কোরে দেয়।

COLGATE DENTAL CREAM

মধুর, স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও শুভ্র উজ্জল দাঁতের জন্য—দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক অন্য যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট!

DCG.41 BN

নতুন নিভিয়া মেনথলেটেড শেভিং ক্রীম দিয়ে

দাড়ি কামিয়ে দেখুন কি ঠাণ্ডা, ঝিরঝিরে আরাম

এবার গরমে দিন শুরু করুন ঠাণ্ডা আরামে। নতুন নিভিয়া মেনথলেটেড শেভিং ক্রীম দিয়ে দাড়ি কামিয়ে—যে ক্রীম সত্যিই আপনার ত্বকের যত্ন নেয়। প্রচুর ঠাণ্ডা ফেনা—কামাবার পরে মুখখানা মসৃণ। প্রতি সকালে ঠাণ্ডা, ঝিরঝিরে, তাজা অনুভূতির জন্য আজই নিভিয়া মেনথলেটেড শেভিং ক্রীম কিনুন।

নিভিয়া—কামাবার সময়ে আপনার ত্বকের যত্ন নেয়!

স্মিথ অ্যাণ্ড নেফিউ-এর তৈরী

AIYARS-JLM-97 BN

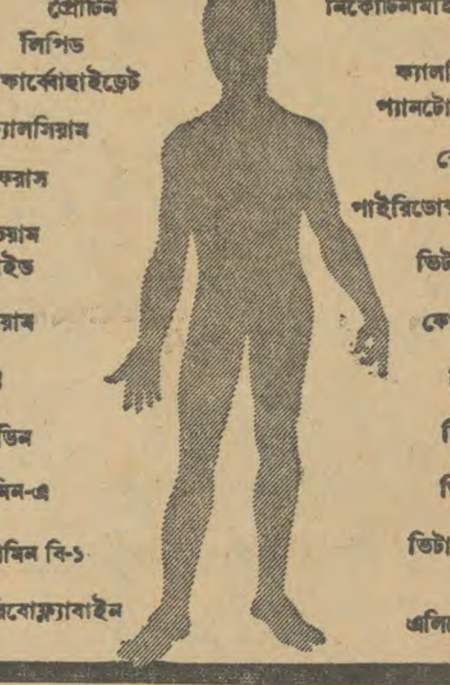

আপনার শরীরের জন্যে চাই ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় 'খাদ্যগুণ'

দুধে আছে মাত্র ৯টি

কমপ্লান-এ পাবেন পুরো ২৩টি (প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজপদার্থ সমেত)

কমপ্লান-এর ২৩টি পুষ্টিকর উপকরণ এবং এগুলো কিভাবে আপনার উপকার করে:

প্রোটিন	তন্তু ও অণুকোষ গড়ে তোলে এবং এদের ক্ষয় পূরণে সাহায্য করে।
লিপিড	উত্তাপ ও উৎসাহের ঘনীভূত উৎস।
কার্বোহাইড্রেট	শরীর সদাকর্মক্ষম ও উৎসাহে ভরিয়ে রাখে।
ক্যালসিয়াম	গড়ে তোলে সুস্থ সবল দাঁত ও হাড়।
ফসফরাস	শরীরের জলীয় অংশ, হাড় ও দাঁতের জন্য।
সোডিয়াম ক্লোরাইড (সিএল-এর আকারে)	রক্তের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখে। পেশীর ক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; খিল ধরা রোধ করে।
পটাসিয়াম	এর অভাবে দেখা দেয় মানসিক নিস্তেজতা, পেশীর দুর্বলতা।
আয়রণ	সুস্থ রক্ত গড়ে তোলে।
আয়োডিন	থাইরয়েডের ভারসাম্য বজায় রাখার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, এর ঘাটতি হলে দেখা দেয় ওজনের সমস্যা ও গলগণ্ড
ভিটামিন এ	চোখ ও এপিথেলিয়াল তন্তুকে সুস্থ ও সবল রাখে।
ভিটামিন বি-১	পুষ্টিতে সাহায্য করে স্নায়ু সবল রাখে এবং বেরিবেরি প্রতিরোধ করে।
রিবোফ্ল্যাবাইন	মুখ, জিহ্বা, ঠোঁট আর চোখ সুস্থ সবল রাখে।
নিকোটিনামাইড	সুস্থ ও উজ্জ্বল চামড়া গ'ড়ে তোলে।
ক্যালসিয়াম প্যানটোথিনেট	স্নায়ু ও পেশী সুস্থ রাখে।
কোলাইন	যকৃতের সুস্থ স্বাভাবিক ক্রিয়ার যা অপরিহার্য।
পাইরিডোক্সাইন বি-৬	পেশীর উত্তেজনা প্রশমিত করে।
ভিটামিন বি-১২	রক্তশূন্যতা রোধ করে।
ফোলিক এসিড	নতুন রক্ত-কোষ গঠনে সাহায্য করে।
ভিটামিন সি	রোগ আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি গ'ড়ে তোলে, চর্মরোগ রোধ করে।
ভিটামিন ডি	হাড় ও দাঁত সবল করে তোলে।
ভিটামিন ই	পুনরুৎপাদনে সাহায্য করে।
ভিটামিন কে	রক্তের স্বাভাবিক জমাট বাঁধবার ক্ষমতা সুনিশ্চিত ক'রে তোলে।
ট্রেস এলিমেন্ট	ভিটামিনের গুণ আয়ত্ব করতে এবং এনজিম সুস্থ কাজের জন্য।

আহারে পুষ্টির অভাব আপনার ক্ষতি করে। কমপ্লান এক সম্পূর্ণ আহার—আপনার আহারের আদর্শ পরিপূরক, একবারের আহারের যথাযথ প্রতিকল্প।

কমপ্লান কি করে খেতে হয়

কমপ্লান জলে গুলে নিন। না চান তো দুধ মেশাবার দরকার নেই, কারণ কমপ্লান-এ সরতোলা দুধ (স্কিম্‌ড মিল্ক) মেশানো আছে। কমপ্লান-এ নিজের পছন্দসই সুগন্ধ চান তো—কফি, ভ্যানিলা, জাফরান, ইত্যাদি মিশিয়ে নিতে পারেন। (কমলালেবু বা পাতিলেবুর রস মেশাবেন না)। ইচ্ছে হলে চিনি মিশিয়ে নেবেন।

কমপ্লান খাওয়া দরকার কাদের

সারা দুনিয়ায় কমপ্লান খেয়ে সুফল পেয়েছেন—ছোট ছেলে-মেয়ে, কাজে ব্যস্ত বয়স্ক (বিশেষ করে ঘরণীরা আর খেটে খাওয়া অফিসযাত্রীরা), যাঁরা মা হতে চলে-ছেন, প্রবীণ এবং খেলোয়াড়রা।

কমপ্লান হজম করা সহজ। তাই অসুখে বা অসুখ থেকে সেরে ওঠার সময়ে তরল পথ্য হিসেবে ডাক্তাররা কমপ্লান খেতে বলেন—বিশেষ করে পেটে ঘা, ডায়রিয়া, আমাশা ও ফ্লু-এর ক্ষেত্রে। নতুন নকল দাঁত লাগালে, দাঁত ও মাড়ির গোলযোগ হলে, যখন সাধারণ খাবার খাওয়া যায় না, তখনও খুব কাজে লাগে।

নিয়মিত কমপ্লান খান—আপনার দেহকে পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচান।

২৫০ গ্রাম কমপ্লান সুবিধেজনক প্যাক

৫০০ গ্রাম কমপ্লান ইকনমি প্যাক

২৫০ গ্রাম কমপ্লান কলার সুগন্ধযুক্ত

কমপ্লান পরিপূর্ণ আহার

গ্ল্যাক্সো রিসার্চ-এর জগৎ-বিখ্যাত সৃষ্টি

পুষ্টিহীনতা থেকে আপনাকে রক্ষা করে।

নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ হারান মার্কা সরিষার খইল ব্যবহারে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় ও অধিক ফসল ফলায়।
প্রস্তুতকারক:— উল্টাডাঙ্গা অয়েল মিলস্
৩৫/৫, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলিকাতা-৪ • ফোন: ৫৫-৫০৮৮

রবিবাসরীয়
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ১৯ ভাদ্র, ১৩৭৮

আজকেও চাই কালকেও চাই
শোনপাপড়ি
গাঙ্গুরাম গ্রাণ্ডসন্স
ভবানীপুর • কালিঘাট
চিত্তরঞ্জন এভেনিউ

কলকাতা ১৯৮০

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি। টালিগঞ্জে প্রসাদবাবুর বাড়িতে সকাল আটটা। প্রসাদবাবু টালিগঞ্জের সুপার-মার্কেট থেকে বাজার করে সবে বাড়ি ফিরেছেন। আজ তাঁর মেয়ে-জামাই আসছে। জামাই টেক্সাসে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর অধ্যাপক ডক্টর উইলিয়ম বোয়েম্। জামাই জারমান ব্যারন বংশের ছেলে। তাঁকে বিয়ে করেছে প্রসাদবাবুর মেয়ে মঞ্জু। সে গিয়েছিল মাসাচুসেটস কেম্ব্রিজে ইংরেজিতে পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ করতে। প্রসাদবাবু খাঁটি ভটচার্জি বামুন। তিনি মনে মনে হাসেন, আগেকার দিন হলে এ নিয়ে কী হৈ-চৈ হত। এখন কেউ কোনো কথাই বলে না।

'মেয়ে-জামাই আসছে। কি বাজার করলে?'

স্ত্রী কমলার প্রশ্নে প্রসাদবাবুর চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায়। প্ল্যাসটিকের ব্যাগ খুলে তিনি দেখালেন। ফুলকপি, আলু, কড়াইশুঁটি, রুই মাছ, কৈমাছ আর মুরগী—সবই ডি-হাইড্রেটেড, তৈরি জিনিস। গরম জলে বসিয়ে দিলে তিন মিনিটে রান্না হয়ে যাবে, কেবল তেল মশলা দিলেই হয়ে যায়।

'যাও, আর দেরি করো না!' স্ত্রী তাড়া দিলেন।

প্রসাদবাবু ইলেক্‌ট্রিক শেভিং-এ দু মিনিটে দাড়ি কামিয়ে নিলেন। সামনেই রয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকা, পাঁচরঙের ছবি, পৃষ্ঠা সংখ্যা চব্বিশ। রবিবাসরীয় আনন্দবাজার ত ছত্রিশ পৃষ্ঠার। বড় বড় খবরের হেড-লাইন দেখে নিয়ে উঠে পড়লেন।

স্নানের ঘরে ঢুকলেন। গুটি কয়েক বোতাম টিপে দিলেন। একটিতে ইনসটানট কফি তৈরি হয়ে গেল। একটিতে মাসাজ—নিউর্যালজিয়ার পেনটা আবার ক'দিন হল চাগিয়েছে। একটিতে গরম জল তৈরি হল কয়েক মিনিটে। স্নান সারতে না সারতেই টেলিফোন। ইণ্টার কমুনিকেশনে কথা বলছেন শোবার ঘর থেকে কমলা। হাত বাড়িয়ে বাথরুমের জানলায় রাখা ফোনটা ধরলেন। 'শুনছ দমদম থেকে খবর দিয়েছে ইণ্টার-কণ্টিনেণ্টাল ফ্লাইট ঠিক সময়ে আসছে। তোমার হল?'

'হয়ে গেছে। আসছি।'

প্রসাদবাবু ফোনটা ছেড়ে টেরিলিনের প্যাণ্টশার্ট কোট পরে নিলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন একেবারে তৈরি হয়ে।

ঠিক ন'টা দশে প্লেন আসছে। প্রাতরাশ সেরে প্রসাদবাবু বাড়ি থেকে বেরুলেন সকাল আটটা পঁচিশে। বাড়ি থেকে এক মিনিট পায়ে হেঁটে টালিগঞ্জ পাতাল-রেল টার্মিনাসে পৌঁছে গেলেন। মাটি থেকে বারো মিটার নীচে স্টেশন। এসকালেটরে নেমে পাতাল রেল স্টেশনে গেলেন। দু মিনিট পর পর পাতাল-ট্রেন ছাড়ছে।

প্রসাদবাবু যাবেন দমদম। স্টেশনে পাঞ্চ করে টিকিট কিনলেন। লাইন লাগিয়ে দাঁড়াবার ঝামেলা নেই। টালিগঞ্জ থেকে দমদম সতেরোটা স্টেশন সময় লাগবে বত্রিশ মিনিট। ট্রেন ছাড়ল আটটা আটাশ মিনিটে। টিউব-ট্রেন। আরামপ্রদ আসন। এয়ারকনডিশনড গাড়ি। শব্দ নেই, ধুলো নেই, ঝাঁকুনি নেই। নীলাভ আলো জ্বলছে কামরায়। নিচু সুরে সেতারে রবিশংকরের ভৈরোঁ আলাপ টেপ-রেকর্ডে বাজছে।

ট্রেন ছাড়ার আগে প্রসাদবাবু একটা হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কিনলেন। দাম পঞ্চাশ পয়সা। এও পাঁচরঙে ছাপা। কাগজ পড়তে পড়তে প্রসাদবাবু তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ চমক ভাঙল। ট্রেন দমদম পৌঁছে গেছে। মনে মনেই হাসলেন। আগেকার দিন হলে কী হত? টালিগঞ্জ থেকে দমদম বাসে যেতে সময় লাগত দু' ঘণ্টার উপর, পরমায়ু অর্ধেক কমে যেত। কাগজটি কামরার বাঙ্কে রেখে দিয়ে সুন্দর তাজা গোলাপ ফুলের মতো প্রসাদবাবু এসকালেটরে উঠে দমদম টার্মিনাসের বাইরে এলেন। ঠিক ন'টায় সারি সারি আধুনিক বাত্যানুকূল ইমপালা ক্যাব দাঁড়িয়ে। দু মিনিটে চলে এলেন এয়ারপোর্টে। ভাড়া দিলেন দু'টাকা।

ইনটারন্যাশনাল লাউঞ্জে এসে পৌঁছলেন যখন ন'টা তিন মিনিট। সকালে দুধটা খাওয়া হয়নি। লাউঞ্জে বোতাম টিপে কাগজের গ্লাসে দুধ নিলেন। দুধ খেয়ে গ্লাসটা পাশের বাস্‌কেটে ফেলে দিলেন।

লাউঞ্জে তখন খুব ভীড়। মৃদু বাজনা বাজছে। চারদিক ঝকঝকে তকতকে। প্রসাদবাবুর খুব ভাল লাগল। টেলিভিশনে দেখলেন নয়াদিল্লির ফুটবল খেলা। ভারত খেলছে সোবিয়েৎ রাশ্যার সঙ্গে। কিছুক্ষণ দেখেই প্রসাদবাবু এগিয়ে গেলেন লাউঞ্জের উত্তর কোণে। টেলিভিশনের বিরাট পর্দায় তখন ধরা পড়েছে আকাশ, দেখলেন একটি ছোট্ট বিন্দু। ঐ ত তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের প্লেন আসছে। ঠিক ন'টা দশ মিনিটে এয়ার-ইণ্ডিয়ার বিরাট জাম্বো জেট প্লেন নামল। পিলপিল করে যাত্রী নামছে। প্রায় এগারশ যাত্রী নামল।

দু মিনিটের মধ্যে মেয়ে মঞ্জু আর জামাই ডকটর বোয়েম এসে প্রসাদবাবুর সামনে হাজির। প্রসাদবাবু আনন্দে আত্মহারা।

'কী বাবা, কথা বলছ না যে!'

মেয়ে হেসে প্রসাদবাবুকে জড়িয়ে ধরল। প্রসাদবাবু জামাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

ডক্টর বোয়েম হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি ভাল আছেন?'

জামাই চমৎকার বাংলা বলে, প্রসাদবাবু মনে মনে ভাবলেন।

'প্রসাদ, এই প্রসাদ' চীৎকার শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রসাদবাবু। এই বয়সে তাঁকে নাম ধরে ডাকে কে? তাকিয়ে দেখলেন, আরে এ তো সেই বাচ্চুভাই। কতোকাল আগেকার কথা। তা প্রায় তিরিশ বছর হল। প্রেসিডেনসি কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিল নুরুল হক ওরফে বাচ্চু। এখন সে বাংলাদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল।

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন।

'ব্যাটা তুই খুব মুটিয়েছিস্!'

'আর, তুই ব্যাটা খুব ছিপছিপে আছিস্!'

হেসে পরস্পরের পিঠ চাপড়ালেন।

'বাচ্চু, তুই এখানে?'

'প্রসাদ, তুই এখানে?'

'আমি এসেছিলেম মেয়ে-জামাইকে নিতে।'

'আর আমি আমেরিকা থেকে ঢাকায় ফিরছি।'

'চল্ তোকে আর ঢাকায় ফিরতে হবে না। আমার বাড়ি চল।'

'না রে আমার কানেকটিং প্লেনে যেতেই হবে। একটা কেস আছে।'

'আরে রাখ তোর কেস। কতো সময় তোর হাতে আছে?'

'তিন ঘণ্টা।'

'ঠিক আছে, তার মধ্যে তোকে দমদমে পৌঁছে দেব।'

চারজনেই বেরুলেন। আবার দমদম টার্মিনাসে এসে টিউব ট্রেনে সোজা টালিগঞ্জ। বত্রিশ মিনিটে টালিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছে গেলেন।

'কমলা, কমলা, দেখ কে এসেছে? শুধু মেয়ে-জামাই নয়, সেই সঙ্গে আমার প্রাণের বন্ধু বাচ্চু।'

কমলা এগিয়ে এসে সবাইকে স্বাগত জানালেন।

বাচ্চু বললেন ঢাকার বাড়িতে একটু খবর দিতে চাই। পাঁচ মিনিটে ঢাকার সঙ্গে ট্রাঙ্ক-কলে কানকেশন হয়ে গেল। প্রসাদবাবু বললেন, 'ভাবী আপনার স্বামীকে আমার এখানে নিয়ে এসেছি, ভয় নেই। আবার ছেড়ে দেব।'

ঢাকা থেকে বাচ্চুর স্ত্রী দিলু জানালেন, 'ঠিক আছে। আপনারা ত অনেকদিন আসেন না। এই উইক এণ্ডে ঢাকায় আসুন। মেয়ে জামাইকেও নিয়ে আসুন। ভালো আউটিং হবে। বলুন, রাজি?'

'রাজি, রাজি।' কমলা বললেন, 'আমিই কি গররাজি?

ঠিক হল, সবাই মিলে শনিবার ঢাকায় যাবেন। রবিবার সন্ধ্যায় ফিরবেন।

বাচ্চুভাই বললেন, 'দেখ, প্রসাদ, তোর মেয়ে-জামাইকে আপ্যায়ন করা আমারো কর্তব্য। ঢাকায় চল্। দেখিস কি বড় বড় কই খাওয়াব! তোরা ত ড্রি-হাইড্রেটেড কই মাছ খাস, আমি তোদের টাটকা কই খাওয়াব।'

কমলা টেলিভিশন সেট চালু করে দিলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে পল্লীসংগীতের মনমাতানো সুর শোনা গেল।

প্রসাদবাবু একটু আনমনা হলেন। সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। তখন পুজোর ছুটিতে শিয়ালদা থেকে ঢাকা মেলে গোয়ালন্দ যাওয়ার আনন্দ আর উত্তেজনা মনে পড়ল। বাচ্চুভাই বললেন, 'কি রে, কি ভাবছিস?'

প্রসাদবাবু ম্লান হেসে বললেন, 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না।'

সহজ কিস্তি এবং উচ্চ ডিভিডেণ্ডে সঞ্চয় করুন
সহজ সর্তে ঋণ পাইতে হইলে আজই সভ্য হউন:-

এস বি	টা. ৩০,০০০—৫০ মাস	সি এফ্	টা. ২,০০০—৪০ মাস
সি এ	টা. ২০,০০০—৪০ „	সি জি	টা. ১,০০০—৪০ „
সি সি	টা. ১০,০০০—৪০ „	সি জেড্	টা. ৫০০—২৫ „
সি ডি	টা. ৫,০০০—৪০ „	এস কে বি	টা. ৮,০০০-২০ টাকা প্রতিদিন

অশোকা মিউচুয়াল বেনিফিট স্কিমস্ (প্রাঃ) লিঃ
কমার্স ভবন, ৫ম তলা ফোন: ২৩-২৬২২
২, গণেশ চন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা-১৩।
ASHOKA

স্মিথ অ্যাণ্ড নেভিউ-এর তৈরী
AJYARS-JLM-76 BN

There is a wider scope of winning a prize in
HIMACHAL PRADESH STATE LOTTERIES
FIRST PRIZE: RS. 5 LAKHS
SECOND PRIZE: 2 PRIZES OF RS. 50,000 EACH
THIRD PRIZE: 5 PRIZES OF RS. 10,000 EACH
এবং
প্রতিটি ১,০০০৲ টাকার ৫০টি অন্যান্য পুরস্কার
আপনার জেতার তারিখ: ৫ই অক্টোবর '৭১
TICKET RE. 1/- ONLY
ডিরেক্টর
হিমাচল প্রদেশ স্টেট লটারিজ, সিমলা
দিল্লী অফিস: হিমাচল ভবন, সিকান্দ্রা রোড
নয়াদিল্লী-১ ফোন: ৪৭১৬৩
PUBLICO

নবজাত শিশুর মায়েরা!

"শিশুকে ফ্যারেক্স দিতে শুরু করার জন্যে ১০০ গ্রামের বিশেষ টিন"
তিন মাসের পর, শিশুর জন্যে চাই শক্ত খাবার। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যে ফ্যারেক্স-এ আছে কোমল হজমশক্তির উপযোগী সঠিক প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এবং খনিজ-পদার্থ। শিশুকে ফ্যারেক্স দিতে শুরু করার জন্যে এই বিশেষ সুবিধাজনক ১০০ গ্রামের টিন নিয়ে আসুন।
ফ্যারেক্স® -গ্ল্যাক্সোর তৈরী
সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যে শিশুর প্রথম শক্ত আহার
CMGF-26-203 Ben

সেকালের পুণ্ড্রদেশ

পুণ্ড্র বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জাতির নাম। পুণ্ড্রেরা সেকালে উত্তরবঙ্গে বাস করতো বলে এই স্থানের নাম ছিল পুণ্ড্রদেশ। মহাভারতে পুণ্ড্রদের উল্লেখ আছে। সেখানে এদের দস্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব থেকে জানা যায় যে, অর্জুন নাকি পুণ্ড্রদের পরাজিত করেছিলেন। পুণ্ড্র নামটি কেমন করে এলো এ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। একখানি প্রাচীন গ্রন্থে বিশ্বামিত্রের পুত্রকে পুণ্ড্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং শোনা যায় এই পুণ্ড্র থেকেই পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রদেশের নামকরণ হয়েছে। আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থে পুণ্ডরীক নামে এক বণিকশ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায়: অনেকে অনুমান করেন এই পুণ্ডরীক থেকেই পুণ্ড্র জাতির নামকরণ হয়েছে। একালের মত সেকালেও মালদহ থেকে বগুড়া পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রেশমের চাষ হতো। এই পুণ্ডরীকদের প্রধান ব্যবসা ছিল রেশম উৎপাদন ও রেশমের গুটি পালন। পুণ্ড্রদেশের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। সেকালে পুণ্ড্রবর্ধন ছিল একটি বিখ্যাত শহর। পুণ্ড্রবর্ধন কোথায় ছিল এ নিয়েও জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। এক সময় মনে করা হতো মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াই ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। কিন্তু বর্তমান ঐতিহাসিকদের ধারণা বগুড়ার করতোয়ার কাছে মহাস্থানগড়ই সেকালের পুণ্ড্রবর্ধন শহর। এই অনুমানের কারণ মৌর্য আমলের একখানি শিলালিপি—যা এই স্থান খনন করে পাওয়া গিয়েছে। এই শিলালিপিতে মহাস্থানগড়কে পুণ্ড্রনগরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বগুড়ায় পুণ্ডরীকদের রেশম উৎপাদনের কথা যদি সত্য হয় তাহলেও পুণ্ড্রবর্ধন যে বগুড়ার কাছাকাছি কোথাও ছিল এটা অনুমান করা যেতে পারে। সেদিক থেকে মহাস্থানগড়ই যে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং পুণ্ড্রবর্ধন শহরে এসেছিলেন বলে জানা যায়। পুণ্ড্রবর্ধন সম্পর্কে তিনি একটি সুন্দর বিবরণ লিখে রেখে গিয়েছেন। হিউয়েন সাং পুণ্ড্রবর্ধনকে বলেছেন পু-ন্ন-ফ-ত-ন্ন। লিখেছেন, ..."এ দেশের লোক সাধারণত মৃত্তিকা নির্মিত গৃহে বাস করে। গৃহের ছাদ সাধারণত তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত। গৃহের প্রাচীর ও প্রাঙ্গণ গোময়লিপ্ত। ধনী লোকেরা ইস্টক-নির্মিত গৃহে বাস করে। নগরের রাস্তার উভয় পার্শ্বে পণ্য পরিপূর্ণ বিপণি শ্রেণী। চণ্ডাল, নট ও মাংস বিক্রেতাগণ নগরের বহির্ভাগে বাস করে। এ দেশের লোক ধান্য, মুগ, যব, তিল, দধি, দুগ্ধ, নবনীত, ঘৃত ও বিবিধ ফলমূল আহার করে। মৎস্য, ছাগমাংস ও মৃগমাংস ভক্ষণে ইহাদের আপত্তি নাই।

স্বর্ণ ও মুদ্রা অধিক প্রচলিত নাই। দ্রব্যাদির বিনিময়ে বাণিজ্য হয়। ক্রয় বিক্রয়ে কড়ির ব্যবহার হয়।...... লোকে ধর্ম বিশ্বাসী ও বিষয়সুখ-বিরাগী। প্রায় কেহ মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক নয়। প্রজাগণের নিকট হইতে রাজারা উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ কর-স্বরূপে গ্রহণ করেন। কাহাকেও বেগার খাটান হয় না।" পুণ্ড্রদেশের আর এক নাম বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী মণ্ডল। 'বরেন্দ্র' শব্দটি এসেছে সম্ভবত 'বরিন্দ' থেকে। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার মাদা থানার অন্তর্গত একটি নির্দিষ্ট স্থান স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এখনও 'বরিন্দ' নামে পরিচিত।

—সুনীল ভট্টাচার্য

নতুন ল্যাভেণ্ডার রোমাঞ্চ

আজকের সুবাস,—ল্যাভেণ্ডার দিয়ে ছড়িয়ে দিন সৌরভের মায়াজাল। ল্যাক্মে ল্যাভেণ্ডার বিউটি ট্যাল্ক। তুলতুলে নরম, ফিনফিনে মিহি, ঝরঝরে তাজা। প্রতিদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুন খাঁটি বিলাসের সামগ্রী ল্যাক্মে ল্যাভেণ্ডার ট্যাল্ক মেখে।
এ উপলব্ধি…আজকের…চিরদিনের।
ল্যাক্মে ট্যাল্ক ৫টি মনমাতানো সুরভিতে:
ল্যাভেণ্ডার, ভেটিভার, নির্বাণ, স্যাণ্ডাল আর ফ্লোরাল মিস্ট।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬ নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার